Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৮তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০১৫

মাসিক
আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা জুন ২০১৫

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

নেপালের ভূমিকম্প ও আমাদের শিক্ষণীয়

গত ২৫শে এপ্রিল শনিবার বাংলাদেশ সময় বেলা ১২-টা ১১-মিনিটে ঘটে গেল উপমহাদেশের শতাব্দী কালের ইতিহাসে ভয়ংকরতম ভূমিকম্প। যার উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে ৮০ কি.মি. পূর্বে। এটি ছিল বিগত ২০৫ বছরের ইতিহাসে কাঠমাণ্ডুতে ৫ম শক্তিশালী ভূকম্পন। এরপরই সেখানে থেকে থেকে ৫০টি ছোট-বড় ভূমিকম্প হয়ে গেছে। গত ১২ই মে মঙ্গলবার দুপুর ১-টা ৫মিনিটে পুনরায় প্রচণ্ড ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে পুরা উপমহাদেশ। এরও উৎপত্তিস্থল ছিল কাঠমাণ্ডু থেকে ৮৩ কি.মি. পূর্বে এভারেস্ট-এর কাছে নামচি বাজার। প্রথমটির কেন্দ্রস্থল ছিল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৪.৮ কি.মি. গভীরে এবং এবারেরটির ছিল ১৯ কি.মি. গভীরে। এ সময় ২৪ ঘণ্টায় ৩১ বার কেঁপে উঠে পৃথিবী। রাজধানী কাঠমাণ্ডু তার অবস্থান থেকে কিছুটা সরে গেছে এবং হিমালয় পর্বত তার অবস্থান থেকে কিছু নীচে নেমে গেছে। এভাবে লাগাতার ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবী ক্রমেই এগিয়ে চলেছে মহাপ্রলয়ের দিকে। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী নেপালের ২৫শে এপ্রিলের প্রচণ্ড ভূমিকম্পের চাইতে ৩২ গুণ তীব্রতা নিয়ে খুব শীঘ্রই আসছে আরেকটি মহা ভূমিকম্প। যাতে পৃথিবীর মানচিত্র বদলে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পুরা অঞ্চল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভূগর্ভস্থ টেকটনিক প্লেট সমূহের পরস্পরের সংঘর্ষে ভূমিকম্প হয়। বিজ্ঞানের দৌলতে কারণ জানা সহজ হয়েছে। কিন্তু কারণ যিনি ঘটান, তিনি কে এবং কেন ঘটান, তার জবাব বিজ্ঞান দিতে পারেনি। অতএব এরূপ ঘটনা মানুষকে বাধ্য করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্র অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস আনতে।

দূর অতীতে নবী শু'আইব (আঃ)-এর কওম মাদিয়ানবাসীদের উপর আল্লাহ্র গযব নেমে এসেছিল ভূমিকম্পের মাধ্যমে *(হূদ ১১/৯৪; আনকাবূত ২৯/৩৭)*। সেই সাথে ছিল সপ্তহব্যাপী ঝড়-ঝঞ্ঝা ও অবশেষে বজ্রনিনাদ *(আ'রাফ ৭/৮৮)*। যা তাদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। কি অপরাধ

Contents

ছিল তাদের? আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা মাদিয়ানের প্রতি তাদের ভাই শো'আয়েবকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার স্বজাতিকে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে প্রমাণ (অর্থাৎ নবুঅত) এসে গেছে। অতএব তোমরা ওযন ও মাপ পূর্ণ মাত্রায় দাও। মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(আ'রাফ ৭/৮৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা মাদিয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শো'আয়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও বিচার দিবসে (প্রতিদান) কামনা কর। আর তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না'। 'কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করল। অতঃপর তারা স্ব স্ব গৃহে মরে পড়ে রইল'। 'আর আমরা 'আদ ও ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছি। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ী-ঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাদের অপকর্ম সমূহকে শয়তান তাদের নিকট শোভনীয় করেছিল। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিয়েছিল। অথচ তারা এর পরিণাম বুঝত' *(আনকাবূত ২৯/৩৬-৩৮)*। তিনি আরও বলেন, 'তারা বলল, হে শো'আয়েব! তোমার ছালাত কি তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসবের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা পরিত্যাগ করি?...' *(হূদ ১১/৮৭)*। উপরোক্ত আয়াতগুলিতে নিম্নোক্ত কারণগুলি প্রতিভাত হয়। যেমন **(১) আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক নষ্ট করা :** তারা আল্লাহকে ছেড়ে বিভিন্ন সৃষ্টিপূজায় লিপ্ত হয়েছিল এবং বৈষয়িক বিষয়গুলিকে আল্লাহ্র আনুগত্য হ'তে মুক্ত ভেবেছিল। পৃথিবীর ঘোষিত একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকে। তাদের পুরোহিতরা বলেছে দেব-দেবীরা নাখোশ হওয়াতেই ভূমিকম্প হয়েছে। যারা নিয়মিত দেব-দেবীর পূজা দিত, তারা নাকি ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গেছে। হাতে গড়া মূর্তি কিছুই করার ক্ষমতা রাখেনা। তবুও আধুনিক যুগের জ্ঞানী মানুষেরা এসবেরই পূজা করে ও তাদেরকে মহা শক্তিধর মনে করে। অথচ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহকে ভুলে যায়। পাশাপাশি আমরা যারা মুসলিম, তারা মৃতদের কবরপূজায় লিপ্ত। আরেকদল আল্লাহ্র বিধান ছেড়ে মানুষের মনগড়া বিধান পূজায় লিপ্ত। ফলে উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ্র দাসত্ব নির্বাসিত। **(২) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা :** আল্লাহ্র নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমরা কিন্তু সেটাই করছি। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের ৭৯ শতাংশ মেধাশক্তি ব্যয়িত হচ্ছে মারণাস্ত্র তৈরীতে। সেই সাথে চলছে সর্বত্র নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লড়াই। চলছে যুদ্ধ ও ধ্বংসের মাধ্যমে পৃথিবীকে লুটেপুটে খাওয়ার প্রতিযোগিতা। সমৃদ্ধ দেশগুলির অগণিত শিল্পকারখানার অবিরতভাবে ধোঁয়া উদ্গীরণের ফলে বায়ুমণ্ডল ক্রমেই উষ্ণ হয়ে উঠছে। ফলে পৃথিবীর ৯০ শতাংশ পানির উৎস দক্ষিণ গোলার্ধের ২.৬ কি.মি. পুরু বরফাচ্ছাদিত এ্যানটার্কটিকা মহাদেশ এখন পরিমাণের চাইতে বেশী গলতে শুরু করেছে। একইভাবে 'ওয়াটার টাওয়ার অফ এশিয়া' বলে খ্যাত উত্তর মেরুর বাইরে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বরফের স্তূপ রয়েছে হিমালয় পর্বতমালায়। যা এশিয়া মহাদেশের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, মেকং, হোয়াংহো সহ ৭টি বড় বড় নদীকে পানির যোগান দেয়। চীন, মিয়ানমার ও ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ যে পানির উপরে নির্ভরশীল। উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলে যাচ্ছে। যা আশপাশের দেশগুলিকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

মানব সৃষ্ট এসব বিপর্যয়ের ফলেই নেমে আসছে একের পর এক আল্লাহ্র গযব। বর্তমান ভূমিকম্প মহান আল্লাহ্র তেমনই একটি মহা পরীক্ষা। যাতে বান্দা আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরে আসে। এই ভূমিকম্প নেপালে হ'লেও এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববাসী সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসবেন কি? আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগত হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন! *(স.স.)*।

Contents

ইসলামী শিক্ষা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا-

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তর হতে ইলম টেনে বের করে নেবেন না। বরং আলেমদের উঠিয়ে নেবার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন তিনি কোন আলেমকে অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা মুর্খদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হ'লে বিনা ইলমেই তারা ফৎওয়া (সিদ্ধান্ত) দিবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে' *(বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬ 'ইলম' অধ্যায়)*।

ইল্ম অর্থ জ্ঞান। যা মানুষকে কোন বিষয় সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত করে। এটি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত।

১- ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান (علم وهبى)। এই জ্ঞান মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সবার মধ্যে রয়েছে। যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মমত্ববোধ এবং তাকে লালন-পালনের জ্ঞান, যা আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রয়োজন মোতাবেক প্রদান করেছেন। ২- অর্জিত জ্ঞান (علم كسبى), যা মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে। এর মধ্যে ধর্মীয় ও বস্তুগত সকল প্রকারের জ্ঞান শামিল রয়েছে। ৩- ইলাহী জ্ঞান (علم وحى) যা 'অহি' আকারে নবীগণের নিকটে এবং 'ইলহাম' আকারে নবী ও নবী নন এমন সকলের নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নিক্ষেপিত হয়। যুগে যুগে পৃথিবীতে বড় বড় আবিষ্কার ও বড় বড় সৃষ্টির সবই বান্দার কল্যাণের নিমিত্তে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রদত্ত ইলহামের ফল ব্যতীত কিছুই নয়। নবী ব্যতীত অন্যের ইলহাম শরী'আতের কোন দলীল নয়। অহি-র জ্ঞান অভ্রান্ত, যা সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়। কুরআন ও সুন্নাহ হ'ল সেই অহি-র জ্ঞানের আধার। মানুষের অর্জিত জ্ঞান যদি অহি-র জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত না হয়, তাহ'লে ঐ জ্ঞান তাকে সত্যিকারের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে না। বরং সে শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সালাফে ছালেহীন 'ইল্ম' বলতে কুরআন ও সুন্নাহ্র ইল্ম বুঝতেন এবং এই ইলম শিক্ষা করা আল্লাহ্র রাসূল 'ফরয' করেছেন। কুরআনেরও প্রথম 'অহি' হ'ল اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ 'তুমি পড় তোমার প্রভুর নামে'। অর্থাৎ যে ইল্ম তার প্রভুর সন্ধান দেয় না, সেটা প্রকৃত ইল্ম নয়। বরং সেটা হল শয়তানী ইল্ম। যা মানুষের ক্ষতি করে এবং তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 'নিশ্চয় তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(ফাত্বের ৩৫/২৮)*। কেননা তারাই আল্লাহ্র সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করে ও সেখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। তারাই আল্লাহ্র শক্তি ও ক্ষমতা উপলব্ধি করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রকৃত আনুগত্য করে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে থাকে।

আলেম কারা?

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আলাহ্র) নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে'। 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*।

প্রতিটি কর্মই তার কর্তার প্রমাণ বহন করে। অমনিভাবে প্রতিটি সৃষ্টিই তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রমাণ ও তাঁর নিদর্শন হিসাবে গণ্য। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াত নাযিল হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়িয়ে যান ও কাঁদতে থাকেন। ছালাত শেষে আয়াতটি পাঠ করে তিনি বলেন, আজ রাতে এ আয়াতটি আমার উপর নাযিল হয়েছে। অতএব وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا 'দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যে এটি পাঠ করে অথচ এতে চিন্তা-গবেষণা করে না' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২০; আরনাঊত্ব, সনদ ছহীহ)*।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড :

শিক্ষা হ'ল জাতির মেরুদণ্ড। যা জাতিকে খাড়া রাখে এবং পড়ন্ত অবস্থা থেকে উঠিয়ে দাঁড় করায়। এটা তখনই সম্ভব যখন ঐ শিক্ষা হবে আল্লাহ নির্দেশিত পথে। যদি এর বিপরীত হয়, তাহ'লে ঘুণে ধরা বাঁশের মত জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে। আজকের পৃথিবীতে বড় বড় অশান্তির মূল কারণ হ'ল শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ। তাদের শিক্ষায় আল্লাহভীরুতা নেই, আখেরাতে জবাবদিহিতা নেই। স্রেফ রয়েছে দুনিয়া সর্বস্বতা। আর তাই দুনিয়া নামক মৃত লাশের উপরে ক্ষুধার্ত শকুনের মত দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকগুলি ভদ্রবেশে সকল প্রকার শয়তানী অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ নির্দেশিত শিক্ষাকে 'ইসলামী শিক্ষা' বলা হয়। যার ভিত্তি হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের উপরে।

Contents

যা উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, নির্লোভ, সৎ ও যোগ্য দেশপ্রেমিক জনশক্তি তৈরী করে। এই শিক্ষা মানুষের জীবনকে খণ্ডিত নয়, বরং একটি অবিচ্ছিন্ন জীবন হিসাবে গণ্য করে। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনকে আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত করে। যা মানুষের হাত-পা, মনন ও মস্তিষ্ক সবকিছুকে আল্লাহ্র অনুগত বানিয়ে থাকে। ফলে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে শয়তানের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ চলে। কেননা শয়তান সর্বদা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চায়। অথচ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সর্বদা পৃথিবীকে সুন্দরভাবে আবাদ করতে চায়। অতএব দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করাই হ'ল যেকোন সমাজদরদী সরকারের মৌলিক কর্তব্য। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের সরকার হিসাবে এটি তাদের জন্য অপরিহার্য।

সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর কারিকুলাম এখন যথেষ্ট উন্নত হ'লেও কওমী মাদ্রাসার অর্থায়ন যেহেতু সরকার করে না, তাই ওগুলোর কারিকুলামের ব্যাপারে কিছু করা যাচ্ছেনা'।

একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক এতে তার প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, অর্থমন্ত্রীর স্বীকারোক্তিতে বর্ণিত সরকারের এই অপারগতা একটি দুঃখজনক বাস্তবতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দেশের সংবিধানের ১৭(ক) ধারায় রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছে অঙ্গীকার করেছে যে, রাষ্ট্র সকল শিশুর জন্য একটি একক মানসম্পন্ন, গণমুখী, সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত চালু করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে' *('কওমি মাদ্রাসা কি আইনের উর্ধ্বে?' দৈনিক প্রথম আলো ৪.০৫. ১৫ইং)*।

আমাদের প্রশ্ন, 'সার্বজনীন ও গণমুখী' ইত্যাদি ভাষার আড়ালে ইসলামী শিক্ষাকে ধ্বংস করাই কি একমাত্র লক্ষ্য? ইসলামী শিক্ষা কি সার্বজনীন ও গণমুখী নয়? ইসলামী শিক্ষাক্রমের মধ্যেই তো অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে তাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। বৃটিশ সরকার নিউ স্কীম মাদরাসা চালু করে ইসলামের বুকে ছুরি মেরেছিল। হাজী মুহাম্মাদ মুহসিনের ওয়াকফকৃত সম্পদের টাকায় পরিচালিত মাদরাসাগুলির সাথেও বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ঐ মাদরাসাগুলির অন্যতম হ'ল রাজশাহী হাই মাদরাসা। মাদরাসা ময়দান নামেই কেবল তার মাদরাসা নামটির অস্তিত্ব রয়েছে। বাকী সবই ধ্বংস করা হয়েছে। কি জবাব দিবেন সরকার কাল ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্র কাছে হাজী মুহসিনের সামনে? অতঃপর বৃটিশ সরকার মুসলমানদের খুশী করার জন্য 'আলিয়া মাদরাসা' চালু করল। যেখান থেকে সুকৌশলে তারা ইসলামের রূহ বের করে নিল। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ইসলামী শিক্ষার আধুনিকায়নের নামে আলিয়া মাদরাসাগুলি থেকে ইসলামের খোলসটুকুও উঠিয়ে নিয়েছে। এবার তাদের নযর পড়েছে কওমী মাদরাসাগুলির দিকে। এটাকে শেষ করতে পারলেই এদেশ থেকে ইসলামী শিক্ষার জানাযা পড়ানো হয়ে যাবে। সরকার যদি নিজেদেরকে সত্যিকার অর্থে জনগণের সরকার বলে দাবী করেন, তাহ'লে এদেশের মানুষের আক্বীদা ও আমলের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। আর তাতেই দেশের কাংখিত উন্নয়ন নিশ্চিত হবে *ইনশাআল্লাহ*।

আলিয়া মাদরাসার সিলেবাস :

উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ জনৈক আলেম সম্প্রতি যা লিখেছেন তা স্মর্তব্য। যেমন- বর্তমান শিক্ষানীতির আলোকে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর নামে আলিয়া মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে মাত্রাতিরিক্ত সাধারণ বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। যেমন ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মোট ৬০০ নম্বরের মধ্যে ইসলামিয়াতের নম্বর মাত্র ২০০। জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ১১০০ নম্বরের মধ্যে ইসলামিয়াতের নম্বর মাত্র ৪০০। এসএসসি মানের দাখিল পরীক্ষায় (সাধারণ বিভাগ) ১৩০০ নম্বরের মধ্যে ইসলামিয়াতের নম্বর ৫০০ ও দাখিল (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় ১৪০০ নম্বরের মধ্যে ইসলামিয়াতের নম্বর মাত্র ৫০০। এইচএসসি পরীক্ষার সমমানের আলিয়া মাদরাসার আলিম পরীক্ষার নম্বরেও বৈষম্য বিদ্যমান। কেননা এইচএসসি ছাত্রদের ১১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। অপরদিকে একই মানের আলিম (সাধারণ) ছাত্রদের ১৫০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। এর মধ্যে মাত্র ৮০০ নম্বর ইসলামিয়াতের জন্য রাখা হয়েছে। তাছাড়া আলিম (বিজ্ঞান) পরীক্ষার্থীদের ১৭০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। এই ১৭০০ নম্বরের মধ্যে ইসলামিয়াতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ৪০০ নম্বর' (এগুলি যুলুম ছাড়া কিছুই নয়। যাতে কোন ছাত্র মাদরাসায় না পড়ে)। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণভুক্ত করা হয়, তাহ'লে অন্যান্য ধারার সঙ্গে কওমী মাদরাসা শিক্ষাতেও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।... তাতে কওমী মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা এবং এর ইসলামী গুণাবলী কওমী মাদরাসা ছাত্রদের কাছ থেকে আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষার ন্যায় কওমী মাদরাসায়ও পরিচালনা, তদারকি, স্থানীয় জন-তদারকি, পরিবীক্ষণ ও একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'লে তা ১৯৫৭ সালে মুহসিনিয়া মাদরাসা শিক্ষা বিলুপ্তির ন্যায় অবস্থা ঘটাবে।

কারণ এরই মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আলিয়া মাদরাসা থেকে উত্তীর্ণ দাখিল ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে এবং আলিম পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে আলিয়া মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে। অথচ একসময় আলিয়া ও কওমী মাদরাসার সিলেবাস প্রায় একই ছিল। কওমী মাদরাসা থেকে পাশ করা আলেমরা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতাও করতে পারতেন।...

তাছাড়া সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের কেউ কেউ কওমী মাদরাসা জঙ্গী প্রজনন কেন্দ্র, ছাত্ররা জঙ্গী ইত্যাদি বলে কওমী শিক্ষার

Contents

বিরুদ্ধে যেভাবে বিষোদ্গার করছেন, তাতে এই কর্তৃপক্ষ গঠিত হ'লে কওমী মাদরাসার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে না'... *('মাদরাসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ' দৈনিক ইনকিলাব ৩০.০৪.১৫ইং)*।

বর্তমান মাদ্রাসা সিলেবাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ অন্য একজন লেখকের মূল্যায়ন এখানে প্রযোজ্য। সরকার এ বছর (২০১৫) শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মাদরাসার ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) স্তরের বই প্রণয়ন করেছে। এ বৈষম্য দূর করতে গিয়ে এমন কিছু লেখা উপস্থাপন করা হয়েছে যা মাদরাসা শিক্ষার সাথে মানানসই তো নয়ই বরং সাংঘর্ষিক।

ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণীর-'আমার বাংলা বই'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২ :

প্রথমে বলতে চাই কোমলমতি শিশুদের জন্য এত বড় বই দেয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি। বইটির পৃষ্ঠা তথা পাঠ্যসূচী আরো কম হলে তাদের বয়স অনুপাতে মানানসই হতো। এবার আসা যাক বইয়ের লেখা সম্পর্কে।

... এ বইটির পাঠ-২ পৃ. ২ ও ৩-য়ে দেয়া হয়েছে ১১টি শিশুর ছবিসহ নাম। এখানে তাদের নামে মুসলিম সংস্কৃতি রক্ষা করা হয়নি। নাম দেয়া হয়েছে **অমি, আলো, ইমন, ঈশিতা, উমেদ, উর্মি, এনাম, ঐশী, ওমর ও ঔছন**। এখানে এনাম ও ওমর বাদে ৮টি নামই মুসলিম সংস্কৃতির সাথে কোন মিল নেই।

পাঠ-৩ পৃ. ৪-য়ে লেখা হয়েছে, **'আমরা ভোরে ঘুম থেকে উঠি। দাঁত মাজি। হাত-মুখ ধুই। আমরা খাওয়ার আগে হাত ধুই। খাওয়ার পরে হাত ধুই। আমরা পড়ার সময় পড়ি। খেলার সময় খেলি'**। মুসলমানের সন্তান হিসেবে ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক সহ ওযূ করি। ছালাত পড়ি। মক্তবে যাই। মাদরাসায় যাই' ইত্যাদি কথাগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আনা উচিত ছিল। কেননা শিশুর এখনই সময় এগুলো শিখার।

পাঠ-৪ পৃ. ৫-য়ে লেখা হয়েছে, **'আতা গাছে তোতা পাখি/ ডালিম গাছে মউ। এত ডাকি তবু কথা/ কও না কেন বউ'?** ৫-৭ বছরের শিশুদের বউ শিখাবার কোন প্রয়োজন আছে কী? না বাল্যবিবাহের প্রতি এটা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা? অথচ ফররূখ আহমদ, আল মাহমূদ প্রমুখের শিশু উপযোগী বহু কবিতা রয়েছে, তা দেয়া যেত।

পাঠ-৭ পৃ. ১১-য়ে **অ**-তে শব্দ গঠনে **অজ চরে** শব্দ আনা হয়েছে। এটা প্রায় বিলুপ্ত ও প্রায় মৃত সংস্কৃত শব্দ। এটি একটি হিন্দুয়ানী শব্দ। যার অধিকাংশ অর্থ হিন্দুদের দেব দেবীকে বুঝায়। অভিধানে **অজ** অর্থ ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ছাগল, দশরথের পিতা ইত্যাদি। এরূপ একটি হিন্দুয়ানী শব্দ মাদরাসার বইয়ে দেয়ার অর্থ কি? যে শব্দের ব্যবহার হাযারেও একবার হয় না। এভাবে শিশুদের রামায়ন ও গীতার পরিভাষা শেখানোর উদ্দেশ্য কি? এটা মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের পরিচয় বহন করে।

পাঠ-১১ পৃ. ১৫-য়ে **'এ'** দিয়ে **'একতারা'** লেখা হয়েছে। অথচ একতারা গানের বাজনা। বাজনা ইসলামে তথা মাদরাসা শিক্ষায় হারাম। এখানে এ-দিয়ে একতা বা এক আল্লাহকে বুঝানো যেত। পাঠ-১৪ এর ১৮ পৃষ্ঠাতে-কবি সুফিয়া কামালের **'ইতল বিতল'** নামে একটি ছড়া ছাপা হয়েছে। যার কোন অর্থ নেই। **'ইতল বিতল গাছের পাতা/ গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা। বৃষ্টি পড়ে ভাঙ্গে ছাতা/ ডোবায় ডুবে ব্যাঙের মাথা'**। এ ছড়া থেকে শিশুদের শিক্ষণীয় কিছু নেই। সুফিয়া কামালের শিক্ষণীয় অনেক কবিতা রয়েছে। পাঠ-১৯ পৃ. ২৬-য়ে **'ন'** দিয়ে **'নদীর জলে নাও চলে'**। পানির বদলে হিন্দুদের 'জল' প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত কেন? পানির প্রয়োজন হলে মুসলমানগণ কখনো 'জল' তো বলে না।... এ বইটিতে 'বউ' শিখাতে শিশুদের পিছন ছাড়ছে না। পাঠ-২১ পৃ. ৩০-য়ে রোকনুজ্জামানের- **'বাক বাকুম পায়রা/ মাথায় দিয়ে টায়রা/ বউ সাজবে কালকি/ চড়বে সোনার পালকি'**। এ ছড়া থেকে কোমলতি শিশুদের কি শেখার আছে?... পাঠ-২৭ পৃ. ৩৯-য়ে সুকুমার রায়ের- **'চলে হন হন ছোটে পনপন'...**। এর মধ্যে শিশুদের জন্য কিছুই শিক্ষণীয় নেই।..

পাঠ-৪০ পৃ. ৫২-তে ও-কার দিয়ে বাক্য গঠন করতে গিয়ে **'ঢোলে'র ছবি** দেয়া হয়েছে। ঢোলের সাথে মাদরাসার শিক্ষার্থী শিশুদের তো কোন সম্পর্ক নেই।... তার মানে কি ভবিষ্যতে মাদরাসায় ঢোল বাজাতে হবে?

পাঠ-৪৬ পৃ. ৫-য়ে **'শুভ ও দাদিমা'** শিরোনামে দাদীর আশীর্বাদ- **'বেঁচে থাকো ভাই'**। এ ধরনের ডায়ালগ ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোতে বলা হয়। মুসলমানরা বলেন না। বরং মুসলমানরা দো'আ করে বলেন, 'আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন ও বরকত দিন'।

পাঠ-৪৯ পৃ. ৬৩-য়ে **'মুমুর সাত দিন'**। **'মুমু রোজ মাদরাসায় যায়... বৃহস্পতিবার ছবি আঁকে। শুক্রবার ছুটির দিন। ওইদিন সে খেলাধুলা করে'**। শুক্রবার বন্ধ দেয়া হয়েছে শুধু খেলাধুলার জন্য? নাকি এ দিন বন্ধ হলো পবিত্র জুম'আর ছালাতের জন্য। অথচ সেটা বলা হ'ল না।... আর ছবি আঁকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন (প্রাণীর) ছবি অংকনকারীদের কঠিন আযাব দেয়া হবে'। তাহ'লে মাদরাসায় পড়িয়ে কি আমাদের আযাব অর্জন করতে হবে? আর অর্থপূর্ণ নামটাও পাওয়া গেল না! মুমু একটা নাম হলো? যার কোন অর্থ নেই।...

ইবতেদায়ী তৃতীয় শ্রেণী- 'আমার বাংলা বই' :

'স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে' পাঠের একটি লাইনে লেখা রয়েছে- **'আজ বৃহস্পতিবার। এই দিন শেষের দুই পিরিয়ডে অন্য রকম কাজ হয়। আনন্দে ভরে ওঠে ছাত্র-ছাত্রীদের মন। এই দুই পিরিয়ডে কোনো দিন গান শেখানো হয়'**।

লেখার নীচে রয়েছে ছেলে-মেয়েরা পায়ে পায়ে হাতে হাত রেখে আলাপ-আলোচনা করছে, এমন কয়েক জনের একটি ছবি। মাদরাসায় গান শিখানো হয় এটা কোন ধরনের কথা? আর ছেলে-মেয়েদের পাশাপাশি বসার ছবি দিয়ে কী বুঝানো হচ্ছে? অথচ এখানে দেয়া যেত কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সঙ্গীত বা হামদ-না'ত শেখানো হয়। (সাবালক) ছেলে-মেয়েদের পাশাপাশি বসা ও গায়ে গা লাগিয়ে বসা ইসলামে নিষিদ্ধ। এটি গুনাহের কাজ।... অথচ ছেলে-মেয়েদের পাশাপাশি বসার ছবি দিয়ে কি বুঝানো হলো? এ

শিক্ষা নিঃসন্দেহে অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করার একটি ষড়যন্ত্র। এ পাঠের ৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে, **'খুশিতে সকলে এক সঙ্গে হাততালি দিল'** (অথচ খুশীতে হাত তালি দেওয়া ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। বরং এ সময় সে আলহামদুলিল্লাহ বলবে)। *('মাদরাসা পাঠ্য বইয়ে ইসলাম বিরোধী লেখা' দৈনিক ইনকিলাব ১১.০৫.১৫ইং)*।

অন্য একটি জাতীয় দৈনিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর লিখেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের ওহাবি আন্দোলনের ঢেউ ভারতে পৌঁছানোর পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিহারের দেওবন্দ মাদ্রাসা একদিকে ইসলামের মৌলবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসারে নেতৃত্ব প্রদানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদিকে ভারতের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামেও ওহাবি ও ফারায়েজী আন্দোলনের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়'।... সাধারণ মানুষের মধ্যে কওমি মাদ্রাসাগুলোর পরিচয় ওহাবি মাদ্রাসা হিসেবে' *(দৈনিক প্রথম আলো ৪.০৫.১৫ইং)*।

ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি দেওবন্দী, ওহাবী, ফারায়েযী, মৌলবাদী সবকিছুকে একাকার করে ফেলেছেন। সবজান্তা সাজতে গিয়ে তিনি সববিষয়ে অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন। অতএব জেনে-বুঝে এসব ব্যাপারে কলম ধরা উচিত। দুর্ভাগ্য, এরূপ লোকদের পরামর্শকেই সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান :

বস্তুতঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম। যা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ নির্দেশিত পথে পরিচালিত করে। অতঃপর এ পথেই সে জান্নাতের প্রতি ধাবিত হয়। নিঃসন্দেহে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহভীরু বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইমাম, দাঈ, লেখক, খত্বীব, কর্মকর্তা, কর্মচারী প্রভৃতি সৃষ্টি হবে। যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করবে এবং অন্যায় প্রতিরোধ করবে।

ইসলামী শিক্ষার স্বর্ণফসল :

বিগত যুগে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই মুসলমানরা বিশ্ব নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছিল। অথচ আজ আধুনিক শিক্ষার নামে তাদেরকে কেবল বিদেশীদের লেজুড় হিসাবে তৈরী করা হচ্ছে। নিজের ঘরে খাঁটি সোনা থাকতে তারা অন্যের মেকী সোনার পিছনে ছুটছে। একটি হিসাবে জানা যায় যে, পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, (১) মেডিসিনে ৩৫৫টি, (২) বায়োলজি ও বোটানিতে ১০৯টি, (৩) এ্যাস্ট্রোনমি ও এ্যাস্ট্রোফিজিক্সে ৮২টি, (৪) কেমিস্ট্রিতে ৪৩টি, (৫) মেটেরিওলজিতে ৩৪টি, (৬) জিওলজিতে ৩৩টি, (৭) ওসিয়ানোগ্রাফিতে ৩১টি, (৮) জুলজিতে ২৮টি, (৯) জিওগ্রাফিতে ১৭টি, (১০) আর্কিওলজিতে ৮টি, (১১) এয়ারোনটিক্সে ৮টি এবং (১২) সোশিওলজিতে ৩০০টি, সর্বমোট ৯৪৮টি।

আরেকটি হিসাবে এসেছে যে, কুরআনের শতকরা ১১টি আয়াত বিজ্ঞান বহন করে। প্রকৃত অর্থে কুরআন ও হাদীছের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যই বিজ্ঞান বহন করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকটে যা গোপন নয়। কেবল উৎসাহ ও সহযোগিতা দেওয়ার অভাবে এবং যথার্থ গবেষণার অভাবে কুরআন ও হাদীছের কল্যাণ ভাণ্ডার থেকে মানবজাতি বঞ্চিত রয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ দীর্ঘ ১০০০ বছর যাবৎ বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। উইলিয়াম ড্রেপার স্বীয় Intellectual development of Europe গ্রন্থে বলেন, খুবই পরিতাপের বিষয় যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগণ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানকে ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের এই বিদ্বেষ বেশীদিন চাপা থাকেনি। নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদান আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল'।

বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত রজার বেকন (১২১৪-১২৯৪ খৃঃ) বলেন, তিনি আরব বিজ্ঞানীদের দ্বারা লাভবান হয়েছেন'।

মুসলিম বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের তিনটি যুগ :

(১) হিজরী ২য় শতাব্দীর শুরু থেকে ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগে বাগদাদের বিজ্ঞানাগারে বিভিন্ন বিদেশী ও ইউনানী বিজ্ঞানের গ্রন্থ সমূহ অনুবাদ করা হয়।

(২) হিজরী ৩য় শতাব্দী হ'তে ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগে মুসলমানগণ গ্রীক, মিসর, ভারতবর্ষ ও পারস্যের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে তার উপর গবেষণা মূলক পর্যালোচনা শুরু করেন।

(৩) হিজরী ৫ম শতাব্দী হ'তে। এই যুগে মুসলমানগণ আবিষ্কার কার্য শুরু করেন এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা সৃষ্টি করে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই যুগে ইমাম রাযী, আবু আলী ইবনে সিনা, ওমর খৈয়াম, ইবনুল হায়ছামী, আবুল কাসেম আয-যাহরাবী প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জন্ম হয়। এরপর থেকে মুসলমানগণ ক্রমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্বর্ণশিখরে উন্নীত হন।

প্রখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে সাদিও History of Arab গ্রন্থে বলেন, বাগদাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। যে সমস্ত বিজ্ঞান দ্বারা বর্তমান যুগে নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, সে সকল পদ্ধতি আগে থেকেই বাগদাদে প্রচলিত ছিল'।

জর্জ মার্কিন History of Science গ্রন্থে বলেন, খ্রিষ্টিয় ৯ম শতাব্দী ছিল মুসলমানদের গৌরবের যুগ।... সেই যুগের মুসলমানগণ সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক ছিলেন'।

কিমস্টন Medical Science সম্পর্কে বলেন, আরব বিজ্ঞানীগণ শুধু গ্রীক বিজ্ঞানকে জমা করে অনুবাদ করলেই তাদের গৌরবের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা এছাড়াও সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন গ্রন্থাবলী রচনা করে স্মরণীয় কীর্তি সমূহ রেখে গিয়েছেন'। তিনি আরও বলেন, রজার বেকনের বহু পূর্ব থেকেই আরব বিজ্ঞানীগণ অনুসন্ধান পদ্ধতি জানতেন'।

মুসলিম আবিষ্কার সমূহ :

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আলো নিয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ বিশ্ব সভাকে যেসব মূল্যবান আবিষ্কার সমূহ দিয়ে আলোকিত

Contents

করেছেন, তার কিছু নমুনা আবিষ্কারকের নামসহ আমরা নিম্নে পেশ করলাম।-

(১) ইবনুল হায়ছামী : ইনি প্রথম চোখের দৃষ্টিশক্তি আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম আলোকরশ্মির প্রতিবিম্বের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ছবি (Photo) আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচন করেন। **(২) আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খৃ.) :** তিনি প্রথম স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি ধাতুর ওযন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। **(৩) আবুল কাসেম আয-যাহরাবী :** ইনি প্রথম স্বীয় আত-ত্বারেক গ্রন্থে 'শল্যবিদ্যা' (Surgery) পদ্ধতি বাতলে দেন।

(৪) আবু আলী ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খৃ.) : চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর 'আল-ক্বানূন' গ্রন্থটিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়।

(৫) ইবনে সীনা ও রাযী : ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে অনন্য অবদানের জন্য ইবনে সীনা ও রাযী-এর আলোকচিত্র আজও প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে রক্ষিত আছে।

(৬) ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে আরবদের অবদান অনন্য। যা **লিগন ফার্মাকোপিয়া ও জালীনূসী ফার্মাকোপিয়া** নামে খ্যাত ছিল। Robert Briklom বলেন, আরবগণ যে সকল ফার্মাকোপিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইউরোপিয় দেশগুলিতে এখনও সেগুলি প্রচলিত আছে। তারাই সর্বপ্রথম হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রুসেডের যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের চিকিৎসার জন্য মুসলমান ডাক্তারদের আমন্ত্রণ করা হ'ত। History of the world ৮/২৭৬ পৃষ্ঠায় মি. হাইড বলেন, সমস্ত ইউনানী বিদ্যার এক বিরাট অংশ যা আমাদের নিকটে এসেছে, তার সবটুকুই আরবীয় মুসলমানদের অবদান'।

(৭) আহ্নিক গতি : কুপার নিকারের বহু পূর্বে যুরকানী, আল-বেরুনী, নূরুদ্দীন প্রমুখ বিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করেন। Draper বলেন, যুরকানীর গ্রন্থাবলীর দ্বারাই ইউরোপীয়রা সৌরবিজ্ঞানের সন্ধান পায়'।

(৮) ত্রিকোণমিতি : আবুল ওয়াফা মুহাম্মাদ আল-ক্বাব্বালী। **(৯) এ্যালজাবরা :** মূসা আল-খারেযমী। **(১০) অংক ও জ্যোতিষ শাস্ত্র :** ওমর খৈয়াম। **(১১) ঘড়ি :** কুত্ববী। **(১২) কম্পাস :** আবু ছালেহ। আমেরিকা আবিষ্কারকারী বলে খ্যাত ভাস্কো ডা গামার নাবিকের নাম ছিল আহমাদ বিন আব্দুল মাজীদ। **(১৩) কামান :** সম্রাট বাবর (দিল্লী)। **(১৪) চশমা :** সম্রাট আওরঙ্গযেব (দিল্লী) এটি প্রথম ব্যবহার করেন। **(১৫) উদ্ভিদের প্রাণশক্তি :** ইবনুল মাসকাভী। **(১৬) বীজগণিত ও পৃথিবীর মানচিত্র :** মূসা আল-খারেযমী। **(১৭) নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র :** মূসা আল-খারেযমী। **(১৮) মধ্যাকর্ষণ শক্তি :** ছাবেত বিন কুর্রাহ। নিউটনের বহু পূর্বে তিনি স্বীয় 'শরহ তাজরীদ' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। **(১৯) আকাশে অভিযান :** আব্বাস। হিট্টির মতে তিনি আকাশে অভিযান শেষে নামার সময় আহত হন। ফলে অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। **(২০) আলোকচিত্র :** আবুল হায়ছাম। **(২১) জ্যামিতি :** আহমাদ, মুহাম্মাদ ও ছাবিত বিন কুর্রাহ নামক বাগদাদের তিন ভাইয়ের লিখিত বই অনুবাদ করেই সর্বপ্রথম এর সন্ধান পাওয়া যায়। **(২২) শূন্য :** অংকে শূন্যের আবিষ্কার প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানীরাই করেন। Muslim culture নামক পাশ্চাত্যের একটি বইয়ে স্বীকার করা হয়েছে যে, মুসলমানগণ পাশ্চাত্যের প্রায় আড়াই'শ বছর পূর্বেই শূন্যের ব্যবহার জানতেন।

(২৩) বসন্তের টীকা : ডা. জীন্স নন, যেটা বলা হয়ে থাকে। বরং খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম দেশ সমূহে এটি প্রচলিত ছিল। ওছমানীয় খেলাফতের সময় লেডী মেরীর স্বামী তুরস্কে বৃটেনের প্রতিনিধি ছিলেন। লেডী সেখান থেকে বসন্তের টীকা এনে সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে চালু করেন। ১৭১৭ সালের লেডী মেরীর পত্রাদিতে এর প্রমাণ রয়েছে। হাম ও বসন্ত রোগের উপর আবুবকর রাযী (৮৬৪-৯৩২ খৃ.) লিখিত 'কিতাবুল জুদরী ওয়াল হাছাবাহ' এবং তাঁর 'হাভী' গ্রন্থটি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনন্য গ্রন্থ।

(২৪) রক্ত প্রবাহ : আলাউদ্দীন ক্বারশী। **(২৫) রসায়ন :** জাবের বিন হাইয়ান। **(২৬) এলকোহলিক স্পিরিট, তুঁতিয়া ও বরফ :** মুহাম্মাদ বিন মূসা, যাকারিয়া ও রাযী। **(২৭) সমাজবিজ্ঞান :** ইবনু খালদূন। ইনি বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী বাক্লের পথপ্রদর্শক ছিলেন। **(২৮) এ্যাসিড :** উইলিয়াম ড্রেপার বলেন, আরবরাই প্রথম এটি আবিষ্কার করেন। **(২৯) বারূদ :** জুরজী যায়দান বলেন, বারূদ মুসলমানদেরই আবিষ্কার। **(৩০) ইঞ্জিনিয়ারিং :** ফরাসী ঐতিহাসিক মঁসিয়ে সাদিও বলেন, মুসলমানগণ ৯০০ খ্রি. হতে ১৫০০ খ্রি. পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বহু প্রয়োজনীয় আবিষ্কার সমূহ করেন। **(৩১) দর্শন :** আল-কিন্দী। খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক ডিবলমী বলেন, ইউরোপে সর্বপ্রথম মুসলমানরাই এরিস্টটলের দর্শন শিক্ষা দেয়। **(৩২) লজিক :** ড্রেপার ও মেকলে বলেন, সর্বপ্রথম তর্কশাস্ত্রের বীজ বপন করেন ইমাম গাযযালী। **(৩৩) তুলার কাগজ :** মঁসিয়ে সাদিও History of the world (৮/২৭৫) গ্রন্থে বলেন, ইউসুফ বিন ওমর সর্বপ্রথম ৭০২ খ্রি. তুলার কাগজ আবিষ্কার করেন।

Encyclopaedia of Universal history ২/২৫ পৃষ্ঠায় জন ক্লার্ক রডপাথ বলেন, কেবলমাত্র আরবরাই ইউরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে'।

এতদ্ব্যতীত যাদের অবদানে মানবেতিহাস সমৃদ্ধ, যেমন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, মু'আবিয়া, ওমর বিন আব্দুল আযীয, মানছূর, হারূনুর রশীদ, মূসা বিন নুছাইর, তারেক বিন যিয়াদ, আব্দুর রহমান আদ-দাখিল, মুহাম্মাদ বিন ক্বাসেম, মুহাম্মাদ ঘুরী, সুলতান মাহমূদ, বাবর, আওরঙ্গযেব, উরওয়া বিন যুবায়ের, ইকরিমা, শা'বী, যুহরী, ইবনু ইসহাক, ওয়াক্বেদী, জারীর, ফারাযদাক্ব, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, ত্বাবারী, জুরজানী, হারীরী, হামদানী, আল-ফারাবী, আল-ফারগানী, মাওয়ার্দী, মাক্বদেসী, আব্দুল কাহের বাগদাদী, ইবনু বতূতা, ইবনু হিশাম, ইবনু সা'দ, বালাযুরী, ইয়াকূত হামাভী, ইবনু হাযম, ইবনু রুশ্দ, ইবনুল জাওযী, ইবনু বাজা, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু খালদূন, ইবনু খাল্লেকান, ইবনুল আছীর, ইবনু কাছীর, শেখ সা'দী, রূমী,

হাফেয, গাযালী, আসাদুল্লাহ খান গালিব, ইকবাল, হালী, আলবানী সকলেই ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্র গৌরব রত্ন। সকলেরই ভাণ্ড ছিল কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকোৎসারিত জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ। অতএব প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা মানবজাতিকে সর্বদা উন্নতি ও কল্যাণের পথ দেখায়। কেবল প্রয়োজন যথাযথ পরিচর্যা ও সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা।

ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে আল্লাহ্র নির্দেশ :

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 'আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব আছ কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?' *(ক্বামার ৫৪/১৭, ২২, ৩২, ৪০)*। তিনি আরও বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا 'তারা কি কুরআন গবেষণা করবে না? নাকি তাদের অন্তর সমূহ তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। বস্তুতঃ সকল যুগেই শয়তানের কুহকে পড়ে মানুষ আল্লাহ ও আল্লাহ্র কিতাব থেকে দূরে থেকেছে এবং নানাবিধ যুক্তি দিয়ে নিজেদের ভ্রষ্টতার উপরে যিদ করেছে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তাদের মাধ্যমেই সুন্দর পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়েছে। এ সময় মানুষেরা চোখ-কান থাকতেও আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে না। এদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে বহু নিদর্শন রয়েছে। তারা এসবের উপর দিয়ে অতিক্রম করে, অথচ সেগুলি হ'তে উদাসীন থাকে' *(ইউসুফ ১২/১০৫)*। বস্তুতঃ এরূপ লোকের সংখ্যাই পৃথিবীতে সর্বযুগে বেশী। যারা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করে। অথচ এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না। বরং ভাবে যে সবকিছু আপনা-আপনি সৃষ্টি হচ্ছে ও লয় হচ্ছে। সবই প্রকৃতির লীলাখেলা মাত্র। এর কোন সৃষ্টিকর্তা ও বিধায়ক নেই।

ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ :

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি দু'টি বস্তু। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৮৬)*।

উপরে বর্ণিত আল্লাহ্র বাণী সমূহ এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিদায়ী ভাষণের আকুল আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মত কোন ঈমানদার মানুষ আছেন কি?

জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ :

শিক্ষা সংস্কারের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হ'ল, পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জ্ঞানার্জন করা। তাতে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিতেই মানুষ সফল হবে। পক্ষান্তরে লক্ষ্য যদি দুনিয়া হয়, তাহ'লে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিতেই মানুষ ব্যর্থ হবে।

এ দেশে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী আফসোস করেছেন, যা নিম্নরূপ :

১. সরকারী প্রাইমারী স্কুল ২. এক্সপেরিমেন্টাল প্রাইমারী স্কুল ৩. রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল ৪. নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল ৫. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-সংযুক্ত প্রাইমারী স্কুল ৬. কমিউনিটি স্কুল ৭. স্যাটেলাইট স্কুল ৮. হাইস্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাইমারী স্কুল ৯. এনজিও পরিচালিত স্কুল ১০. কিণ্ডারগার্টেন ও ১১. ইবতেদায়ী মাদ্রাসা।

এগুলির মধ্যে সরকারের আপত্তি কেবল মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে। কারণ সেখানে ইসলামী শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভোটের স্বার্থে প্রকাশ্যভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ না করে ইসলামী আক্বীদা বিনষ্টকারী সিলেবাসের মাধ্যমে ভিতর থেকে ছুরি মারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে প্রাথমিক শিক্ষাতেই শিশু-কিশোরদের আক্বীদা বিনষ্ট করে অতঃপর মাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে তা আরও পাকাপোক্ত করা হচ্ছে। ফলে এখন ডিগ্রীধারী কিছু লোক তৈরী হচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞানী ও যোগ্য মানুষ তৈরী হচ্ছেনা। আর এভাবেই রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হচ্ছে। এরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করছে। এদের হাতে এখন দেশ, জাতি ও মানবতা কোনটাই নিরাপদ নয়।

আমাদের প্রস্তাব :

(১) দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। (২) সরকারী ও বেসরকারী তথা কিণ্ডার গার্টেন, প্রি-ক্যাডেট, ও-লেভেল ইত্যাদি নামে পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে বৈষম্যহীন ও সহজলভ্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। (৩) ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষা এবং পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা। (৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড নিষিদ্ধ করা এবং প্রয়োজনবোধে সেখানে বয়স, যোগ্যতা ও মেধাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। (৫) ইসলামী আক্বীদা বিনষ্টকারী সকলপ্রকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বর্জন করা এবং তদস্থলে ছহীহ আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চালু করা।

আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথে পরিচালিত করুন- আমীন!

[এই সাথে পাঠ করুন, প্রবন্ধ 'শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস : কিছু পরামর্শ' (মোট ১১টি), আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী'০৪ সংখ্যা; 'শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার' রিপোর্ট মে'০৪ সংখ্যা, ৪০-৪১ পৃঃ; সম্পাদকীয় 'শিক্ষা দর্শন' আগস্ট'০৯ সংখ্যা (লেখক প্রণীত 'জীবন দর্শন' বই পৃঃ ৬০-৬২; ২৫তম ইজতেমা-এর প্রস্তাব সমূহ (১০টি), মে'১৫ সংখ্যা পৃঃ ৪৭; -সম্পাদক]

Contents

১৬ মাসের মর্মান্তিক কারা স্মৃতি

[২০০৫ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৬ সালের ৮ই জুলাই। ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিন]

*অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

২৫ তারিখ ফজর ছালাতের পর কুরআনের দরস দেওয়ার সময় যখন জমাদার এসে আমাকে প্রস্তুতি নিতে বললেন, তখন সাথীদের মধ্যে কান্নার গুঞ্জন উঠে গেল। কে কোনটা আমাকে হাদিয়া দিবে, সেই প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল। ডেপুটি জেলার এসে আবেগ ভরা কণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। গোপালগঞ্জ পুরাতন কারাগারের স্মৃতি তাই আমার জীবনে অম্লান হয়ে রইল। মযলূম মানুষদের ভালবাসায় যা সিক্ত এবং নিখাদ শ্রদ্ধায় যা আপ্লুত।

এদিন আসার সময় দেখলাম এসএসএফ এসকর্ট বাহিনী। যা রাষ্ট্রের ভিভিআইপিদের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। স্মার্ট এই তরুণ পুলিশদেরকে জিজ্ঞেস করলে টাঙ্গাইলের পুলিশটি বলল, স্যার আপনার বিষয়ে উপর থেকে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। সারা পথ তারা দ্বীনের নছীহত শুনেছে ও অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রম করার সময় তারা বলল, স্যার এখানে আপনার সংগঠন আছে কি? আমি কিছুই বললাম না। কুষ্টিয়া মজমপুর গেইটে নেমে ওরা নাশতা করল। আমাকেও করালো। ভাবছিলাম পরিচিত কেউ এসে পড়ে কি না। তাই গাড়ীর মধ্যেই নাশতা করলাম। পয়সা ওরাই দিল। এসকর্ট অফিসার ১০০ টাকার নোট দিলেন। কিন্তু দোকানদার বাকী টাকা ফেরৎ দিল না। উল্টা পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল। যোগ দিল পাশের দোকানদাররাও। এতে পুলিশের মেযাজ গরম হওয়া স্বাভাবিক। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি দ্রুত ওদেরকে ফিরে আসতে বললাম। কাছে এলে অফিসারকে বললাম, ১০০ টাকা যাক। আপনি সম্মান বাঁচিয়ে চলে আসুন। তিনি কথা মানলেন। অতঃপর দ্রুত গাড়ী স্টার্ট করে আমরা চলে এলাম। এখানে পুলিশ অফিসারের আদৌ কোন দোষ ছিল না।

নাটোর আসার পরে ওরা বগুড়া হয়ে যেতে চাইল। আমি রাজশাহী হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলাম। ওরা মেনে নিল। অতঃপর নওদাপাড়া অতিক্রম করার সময় অফিসার বলে উঠলেন, স্যার এইতো আহলেহাদীছ-এর কেন্দ্র। আমি বললাম, হ্যাঁ। আর কিছুই না বলে বারবার তাকাচ্ছিলাম ডাইনে ও বামে। কিন্তু কাউকে পাইনি। বাসার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম ছোট বাচ্চাটি হয়ত নীচে মাঠে খেলা-ধূলা করছে। কিন্তু তাকেও পাইনি। তখন বেলা ১১-টা ২০ মিনিট। দেখলাম শিক্ষক সাঈদুর রহমান কেবল বড় মসজিদে প্রবেশ করছেন। অতঃপর অব্যক্ত বেদনা নিয়ে জুম'আর কিছু পূর্বে নওগাঁ নতুন কারাগারের ফটকে এসে উপস্থিত হ'লাম।

দরসে কুরআন : নওগাঁ জেলখানায় প্রথম রাত্রি শেষে আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে আমরা ফজরের ছালাত আদায় করি। এদিন তিনি সূরা মা'আরেজ তেলাওয়াত করেন এবং তার উপরেই দরসে কুরআন পেশ করেন। যেখানে ৫-৬ আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলছেন, 'তুমি উত্তমভাবে ছবর কর'। 'তারা আমার শাস্তিকে বহু দূর মনে করে'। 'অথচ আমরা একে নিকটবর্তী মনে করি'। অতঃপর সূরার শেষ দিকে ৪০-৪২ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমরা উদায়াচল ও অস্তাচল সমূহের শপথ করে বলছি, নিশ্চয় আমরা সক্ষম'। 'তাদের পরিবর্তে উত্তম মানুষ সৃষ্টি করতে। আর এটা আমাদের সাধ্যের অতীত নয়'। 'অতএব তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। তারা বাক-বিতন্ডা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকুক প্রতিশ্রুত (ক্বিয়ামত) দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত' *(মা'আরেজ ৭০/৪০-৪২)*। সেদিনের এই দরস যালেমদের বিরুদ্ধে আমাদের সকল ক্ষোভ মিটিয়ে দেয়। আমরা আল্লাহ্র ফায়ছালার উপর খুশী হয়ে যাই।

ডাণ্ডাবেড়ী খোলা ও মুক্ত আকাশের নীচে আগমন : আমাদের সেলের পিছনে অধিকাংশ সেলেই ছিল পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আসামীরা। এক একজনের একাধিক মামলা থাকার কারণে সবার পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী পরানো থাকত। উঠা-বসা নড়া-চড়ার সময় বালায় বালায় ঘর্ষণে ঝন ঝন শব্দ হ'ত। বহু কয়েদী ও হাজতী এসব সেলে থাকত। কারো কারো দশ বারো বছর ধরে ডাণ্ডাবেড়ী পরে থাকার কারণে পায়ের নির্দিষ্ট স্থানগুলি মহিষের কাঁধের মত কালো ও শক্ত হয়ে গেছে। দীর্ঘ দিন একই অবস্থা একই স্থানে থাকলেও ওরা ঐ শব্দে ও বেড়ীতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেলের কক্ষের মধ্যেই থাকতে হ'ত। আলো-বাতাসের মুখ দেখতে পেত না।

সকালেই আমাকে ডেকে বললেন, নূরুল ইসলাম! ঐ শব্দগুলো কিসের? আমি বিস্তারিত বললে তিনি ওদের দীর্ঘ দিনের ডাণ্ডাবেড়ীর মর্মান্তিক কষ্টের কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। অতঃপর সুবেদার ছাহেব এলে তিনি তাঁকে বলেন, সুবেদার ছাহেব! এরা কি মানুষ নয়? পশুকেও মানুষ শিকল দিয়ে এভাবে বেঁধে রাখে না। এক্ষুণি এদের ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। সুবেদার উত্তরে বললেন, স্যার আমি নিজেও এর বিরোধী। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। এটা জেল কোড-এর বিধান'। তবে আমি সুপার ছাহেবকে বলে কিছু করা যায় কি না দেখব।

পানির বোতল, আলু ভর্তা ও ডাল : ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে উন্নত মানের খাবার দেওয়া হ'ল। পরদিন ২৭শে মার্চ কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী নাশতার জন্য একটা করে রুটি ও গুড় এল। দুপুরে দু'টি রুটি ও গুড়। রাতে সবজি ও ডাল। আমীরে জামা'আত বললেন, এটা চলবে না। জেলার এলেন। তিনি তাঁকে দুপুরে ভাত, আলু ভর্তা ও ডালের কথা বলে দিলেন। পাশ হয়ে গেল। এছাড়া আমাদের জন্য বাহির থেকে পিয়াজ, মরিচ, সরিষার তৈল ইত্যাদি আনার অনুমতি হ'ল। আযীযুল্লাহ্র ভাষায় দুপুরে ভাত, আলু ভর্তা ও ডাল কারাগারের 'রাজকীয় খানা'। যা নওগাঁ জেলখানা থেকে বের হওয়ার আগ দিন পর্যন্ত কেবল আমাদের জন্য অব্যাহত ছিল।

* সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

আমীরে জামা'আতের কারণে আমরা ডাণ্ডাবেড়ী থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। তিনি নওগাঁ থেকে অন্য কারাগারে চলে যাওয়ার পরেও আমাদের জন্য দুপুরে ভাত, আলু ভর্তা ও ডাল অব্যাহত ছিল। কর্তা ব্যক্তিরা জেল পরিদর্শনে এলে আমীরে জামা'আতের কেইস পার্টনার হিসাবে আমাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। যেমন একদিন একজন কর্তা ব্যক্তি জেল পরিদর্শনে এসে আমাদের কক্ষ ছাড়িয়ে চলে গেলেও পুনরায় ফিরে আসেন এবং আমাদের সাথে বিশেষভাবে কুশল বিনিময় করেন। সালাফী ছাহেব এ সময় সর্বদা নিজেকে আমীরে জামা'আতের 'সেকেণ্ড ম্যান' বলে পরিদর্শকদের সামনে নিজের পরিচয় দিতেন। তাঁকে একবার ঢাকা কারাগারে নেওয়া হ'লে সেখান থেকে ফিরে এসে আমাদের বললেন, ঢাকা কারাগারের আমদানী ওয়ার্ডের অব্যবস্থাপনা অবর্ণনীয়। আমি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। ভিড়ের মধ্যে আমি কোন দিশা পাচ্ছিনা। হঠাৎ একজন কয়েদী এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি তার কাছে আমীরে জামা'আতের নাম বলি এবং নিজেকে তাঁর কেইস পার্টনার হিসাবে পরিচয় দেই। তাতেই সে ভক্তি গদগদ হয়ে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। পরে বুঝলাম সে একজন প্রভাবশালী ম্যাট।

এআইজি প্রিজনের আগমন : ঢাকা থেকে এআইজি প্রিজনের নওগাঁ জেলখানা পরিদর্শনের কথা। হয়তবা আমীরে জামা'আতকে দেখতে এসেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেদিন কারাগার পরিদর্শনে আসেন, সেদিন এর চেহারা পালটে যায়। খাবারের মান সুন্দর হয়ে যায়। সকালে সুবেদার এসে স্যারকে অনুরোধের স্বরে বললেন, দয়া করে কোন বিষয়ে অভিযোগ করবেন না স্যার। অভিযোগ করলে আমরা বিপদে পড়ব। এমনকি চাকরীও চলে যেতে পারে। স্যার হাসতে হাসতে বললেন, কয়েদীদের হক নষ্ট করবেন না- অভিযোগ দিব না। নইলে যা বলার তাই বলব। জেলখানায় পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল। সমস্ত ওয়ার্ড ও সেল বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

বেড়ী খোলা সমাচার : এআইজি এক এক করে সমস্ত ওয়ার্ড ঘুরে সবশেষে আমাদের সেলে এসে সালাম দিয়ে বললেন, কেমন আছেন স্যার? উত্তরে স্যার বললেন, আলহামদুলিল্লাহ ভাল আছি। তবে সিংহকে আর কত দিন লোহার খাঁচায় বন্দী রাখবেন? উনি চুপ থাকলেন। তারপর স্যার বললেন, আপনার কাছে আমার দু'টি বিষয়ে নিবেদন। (এক) কয়েদীদের ডাণ্ডাবেড়ী পরানোর নিয়মটি বাতিল করুন। জেলখানার ১৫ ফুট উঁচু প্রাচীর, তার মধ্যে সেলের দশ ফুট উঁচু প্রাচীর, তার মধ্যে এত কারারক্ষী পাহারাদারকে ডিঙ্গিয়ে ওরা কিভাবে পালিয়ে যাবে? এআইজি বললেন, স্যার আমাদের কিছু করার নেই। ১৯০৮ সালে বৃটিশ সরকার যে জেলকোড লিখে গেছেন, তা আজও পরিবর্তন হয়নি। আমীরে জামা'আত বললেন, বৃটিশকে তাড়ালেন, পাকিস্তানকে তাড়ালেন, কিন্তু তাদের আইন তাড়াতে পারলেন না? স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষগুলিকে আজও জেলখানার মধ্যে ডাণ্ডাবেড়ীর শৃংখলে আবদ্ধ রাখছেন? আমরা ওদের পায়ের বেড়ীগুলি সর্বদা খোলা দেখতে চাই। (দুই) সারা দেশের হাযার হাযার কয়েদী ও হাজতীদের শুক্রবারের জুম'আর ছালাত থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তারা যদি হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র কাছে বাদী হয় যে, কারা কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে দেয়নি, তাহ'লে সেদিন আল্লাহ্‌র কাছে আপনারা কি জবাবদিহী করবেন? স্যার বললেন, প্রত্যেক জেলখানার ভিতরে জামে মসজিদ তৈরী করতে হবে। সমস্ত মুসলিম কারাবন্দী যাতে শুক্রবারে এক সাথে ছালাত আদায় করতে পারে। সৎ ও তাক্বওয়াশীল বিজ্ঞ আলেমদের নিয়ে এসে খুৎবায় আল্লাহভীতির নছীহত করতে হবে। খারাপ পথ থেকে ভাল পথে ফিরে আসার উপদেশ দিতে হবে। আখেরাতে মুক্তির উপায় বলতে হবে। তবেই তো একজন পাপী জেলখানায় এসে পাপ মুক্ত হয়ে সৎ মানুষ হয়ে ফিরে যাবে। এআইজি বললেন, স্যার আপনার পরামর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। আমার জন্য দো'আ করবেন।

পরের দিন দেখা গেল সুবেদার এসে সবার ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দিলেন। কেবল আদালতে নেওয়ার সময় ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হ'ত। তাছাড়া সেলের মধ্যে কক্ষের বাইরে আসার অনুমতি দেওয়া হ'ল। ফলে দীর্ঘ দিনের কক্ষবন্দী এই মানুষগুলো মুক্ত আকাশের নীচে চলাফেরার সুযোগ পেয়ে ধন্য হ'ল। আমাদের পাশের কক্ষের ফাঁসির আসামীরা প্রতিদিন বিকালে বের হওয়ার সুযোগ পেল।

খাঁচায় বন্দী পাখি মুক্তি পেলে যেমন আনন্দে আকাশে উড়তে থাকে, ওরাও তেমনি বহুদিনের শিকল পরা বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে স্যারের প্রশংসায় উল্লাস করতে লাগল। *আলহামদুলিল্লাহ।* দেখা হ'লেই ওরা বলত, স্যারকেই আমরা এদেশের 'প্রেসিডেন্ট' পদে দেখতে চাই। স্যার আসার সাথে সাথে জেলখানার পরিবেশ উন্নত হয়েছে। খাবার মান ভাল হয়েছে। ম্যাটদের অত্যাচার কমেছে। সারা জেলখানায় যেন একটা স্বস্তি ও শান্তির বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

এই ঘটনার প্রায় ১০ বছর পর গত ২৯শে এপ্রিল'১৫ তারিখে রাজশাহী কারাগার থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজশাহী শহরের একটি প্রসিদ্ধ কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ছাহেব সাক্ষাৎ করতে এসে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে বলেন, স্যার! নওগাঁ জেলের আপনার একজন কারা সাথী আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি দীর্ঘ দিনের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী। তিনি বলেছেন, স্যারের কারণেই আমরা আজ বেড়ী মুক্ত। দীর্ঘদিন ডাণ্ডাবেড়ী পরার কারণে আমাদের পাগুলি কালো কুচকুচে ও শক্ত হয়ে গেছে। কখনো কখনো সেখানে পচন ধরে। আমার মত অসংখ্য বেড়ী মুক্ত কয়েদী স্যারের জন্য সর্বদা দো'আ করে থাকি। কত নেতা জেলে এসেছে, গিয়েছে, কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কারু কাছ থেকে কারাবন্দীরা সামান্য উপকার বা সহানুভূতি পায়নি। স্যার কোন রাজনৈতিক দলের নেতা নন। কেবলই মানবিক তাকীদ থেকে তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন, তা আমরা আমৃত্যু স্মরণ করব ও তাঁর জন্য প্রাণ ভরে দো'আ করব।

লাল পানি সমাচার : নওগাঁ জেলের পানি ছিল লাল। আয়রণে ভরা। আমাদের জন্য বাহির থেকে পানির বোতল আনার সুযোগ দেওয়া হ'ল। আযীযুল্লাহ সেই খালি বোতলে ইটের ও

Contents

কয়লার টুকরা এবং বালি ভরে তাতে লাল পানি ঢেলে নীচে স্যালাইনের খালি পাইপ ঢুকিয়ে দিয়ে পানি ফ্রেশ করার বুদ্ধি বের করল। যা দিয়ে পৃথক খালি বোতলে ফোঁটা ফোঁটা পানি জমত। যেটা পরে আমরা পান করতাম। আমাদের অতিরিক্ত খালি বোতলগুলি ক্রমে সারা কারাগারে চলে গেল ও সেখানে একই পদ্ধতিতে পানি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হ'ল। এমনকি জেলার ও সুপার ছাহেব নিজেরাও উক্ত পদ্ধতি নিজেদের বাসায় চালু করেন।

আমীরে জামা'আত সুপার ছাহেবকে বলেছিলেন, আপনি কয়েদীদের নিকট থেকে দশ টাকা করে নিয়ে হ'লেও যেলা শহরের মেইন লাইন থেকে লাইন টেনে ফ্রেশ পানি আনার ব্যবস্থা করুন। আমরা টাকা দিব। তিনি বললেন, এটা জানতে পারলে সাংবাদিকরা পিছে লাগবে এবং বলবে যে, আমি আপনাদের নিকট থেকে ঘুষ খেয়েছি। অথচ সরকারের কাছে বারবার আবেদন করেও টাকা পাচ্ছি না। ফলে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে।

নওগাঁ থানায় রিম্যাণ্ডে : কয়েকদিন একত্রে থাকার পর ২৯.০৩.০৫ তারিখে নওগাঁর দু'টি মামলায় আমাদের হাযিরা দেওয়ার জন্য আদালতে নেওয়া হ'ল। সেদিন ছিল আদালত প্রাঙ্গণে 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ মানুষের ঢল। অনেকের ছিল অশ্রুভেজা চক্ষু। আদালত থেকে চারদিনের রিম্যাণ্ডে থানা হাজতে নেওয়া হ'ল। ওসি ছাহেব থানা হাজতের একটি ঘর পরিচ্ছন্ন করে আমাদেরকে সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করলেন। ঐদিন অফিস সহকারী মুফাক্ষার ভাইয়ের পাঠানো নতুন বড় চাদরটি বিছিয়ে আমীরে জামা'আত পাশের কক্ষে একাকী শুয়েছিলেন। তিনি বারবার মুফাক্ষারের জন্য দো'আ করছিলেন। চাদর পাওয়ার আগে আমীরে জামা'আত পরিহিত কাপড় সহ মেঝেয় শুয়ে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে জনৈকা মহিলা পুলিশ অফিসার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। আমীরে জামা'আত বিষয়টি টের পেয়ে তাকে পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি কাঁপা গলায় বলেন, স্যার আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম। এরপর তিনি আর কোন কথা বলতে পারেন নি....। এই ঘটনার কিছু পর ওসি ছাহেব এসে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার আপনি কি একা থাকবেন, না পাশের রুমে আপনার সাথীদের সঙ্গে থাকবেন? তিনি বললেন, আমাকে সাথীদের সঙ্গে রাখুন। তখন তাঁকে আমাদের কক্ষে স্থানান্তর করা হ'ল।

পরদিন দুপুরে হঠাৎ দেখি আমীরে জামা'আতের মেজ ছেলে আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীবকে সঙ্গে নিয়ে ওসি ছাহেব দরজার মুখে হাযির। প্রিয়জনকে কাছে পেলে কত আনন্দ লাগে কারাজীবনে তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। আমাদের জন্য সে বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওসি ছাহেব বললেন, খাবার টেস্ট করতে হবে। তখন নাজীব বাটি থেকে একটু খেল। তারপর আমাদেরকে সেটা দেওয়ার অনুমতি হ'ল। বলা বাহুল্য, জেলখানায় যাওয়ার পর গত ৩৫ দিনে এটাই ছিল প্রথম বাড়ীর খাবার। সে তৃপ্তি ভুলবার নয়।

খাবার সময় ওসি ছাহেব নিজ বাসা থেকে কাঁচের প্লেট ও গ্লাস নিয়ে আসেন। বাহির থেকে খাবার আনার অনুমতি দেন। তার আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হ'লাম। সকালে সুইপার হিন্দু ছেলেটি এসে বলল, আপনারা কোনখানের মানুষ? আমার বাবা এখানে সুইপার ছিলেন। এখন আমি সুইপার। কিন্তু কখনো কোন এসপি-কে দেখিনি যে, রাত্রি ১২-টার পর এসে হারপিক নিয়ে নিজ হাতে টয়লেট-বাথরুম তদারকি করেন'। আমরা যাওয়ার আগেই হাজত কক্ষটির দেওয়াল চুনকাম করা হয়েছে। যাতে দেওয়ালের পানের পিক ও অন্যান্য ময়লা ছাফ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এসপি ছিলেন অতি ভদ্র মানুষ এবং আমীরে জামা'আতের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল।

পরদিন সকাল ১০-টায় রিম্যাণ্ড শুরু হয়। পোরশা থানার ব্যাংক ডাকাতি ও নওগাঁ রাণীনগর থানার খেজুর আলী হত্যা মামলার আসামী আমরা। আমাদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি পরিচয় লেখার পর আমীরে জামা'আতকে উদ্দেশ্য করে মাননীয় ডিসি মহোদয় বললেন, স্যার আপনাদের বিষয়ে আমরা সবই জানি। আপনারা পরিস্থিতির শিকার। অতএব আমাদের কিছু নছীহত করুন! তখন আমীরে জামা'আত দরদভরা কণ্ঠে প্রায় আধা ঘণ্টা নছীহত করলেন। ডিসি ছাহেব সেগুলি টেপ করে নিয়ে চলে গেলেন। পরদিন এসে পুনরায় একই দাবী করলেন এবং বললেন, আমার স্ত্রী টেপ শুনে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। তিনি আজকে পুনরায় আপনার নছীহত শুনতে চেয়েছেন। তখন আমীরে জামা'আত আখেরাতে মুক্তি লাভের শর্তের উপর মর্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ দেন। অতঃপর বিদায়ের সময় মাননীয় ডিসি ছাহেব বলেন, স্যার আপনার থিসিস আমি পড়েছি। আমি একজন 'আহলেহাদীছ'। এ সময় তাঁর কণ্ঠ ছিল ভারাক্রান্ত।

এভাবে চারদিনের রিম্যাণ্ড শেষে ১.০৪.০৫ইং তারিখে আমরা পুনরায় নওগাঁ যেলা কারাগারে ফিরে আসি।

জেলখানায় প্রথম সাক্ষাৎকার : আমীরে জামা'আত নওগাঁ জেলখানায় এসেই আমাদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা করলেন। তিনি বললেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আমরা ৪ জন কারাবন্দী। সরকারের মতি-গতি বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের বের হ'তে হয়তবা দেরী হবে। ভারপ্রাপ্ত আমীর নিয়োগ করা দরকার। আপনাদের পরামর্শ চাচ্ছি।

আমাদের পরামর্শক্রমে ঐ সেশনে প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. লোকমান হোসাইনকে ভারপ্রাপ্ত আমীর নিয়োগ দানের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। পরের দিন সুবেদার ছাহেব খবর দিলেন আজ আপনাদের 'দেখা' এসেছে। 'দেখা' জেলখানার একটি প্রিয় শব্দ। কারণ এদিন বন্দীদের প্রিয় ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সাধারণতঃ দশ দিন পরপর আধা ঘণ্টার জন্য এই সুযোগ দেওয়া হয়। তবে কেন্দ্রীয় কারাগার সমূহে এই নিয়মের কিছু ব্যত্যয় ঘটে থাকে।

আমীরে জামা'আতের সাথে আমাদেরও 'দেখা' এসেছিল। ফলে আমরাও গেলাম। গিয়ে দেখি সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. লোকমান হুসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ড. মুছলেহুদ্দীন, আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, নওদাপাড়া মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষক, মেহেরপুর যেলা সংগঠনের

দায়িত্বশীল তরীকুযযামান সহ অনেকেই উপস্থিত আছেন। পৃথক পৃথক ছোট্ট জানালার ফাঁক দিয়ে সালাম বিনিময়ের পর বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হ'ল। সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা শুরু হ'লে আমীরে জামা'আত আমাদের পরামর্শের কথা ঘোষণা দেওয়ার পূর্বেই অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ভাই বললেন, স্যার আমরা পরামর্শক্রমে ড. মুছলেহুদ্দীন ভাইকে 'ভারপ্রাপ্ত আমীর' বানিয়েছি। আমীরে জামা'আত একটু থেমে থাকলেন। পাশে আমি তাদের বিধি-বহির্ভূত অসাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নাকচ করে আমাদের পরামর্শের কথা জানাব বলে চিন্তা করছি। এমন সময় আমীরে জামা'আত বাইরের পরিস্থিতি ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেন এবং কিছু উপদেশ দিলেন। বেশ কিছু পরামর্শ দিলেন। যেমন- গ্রামে-গঞ্জে সাংগঠনিক মযবূতী সৃষ্টির জন্য ব্যাপক দাওয়াতী সফর করা। পেপার-পত্রিকায় ও সর্বস্তরে আমাদের অবস্থান, সাংগঠনিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, চিন্তা ও দর্শন তুলে ধরা এবং নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য লেখালেখি করা। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি ও মিটিং-মিছিল করা ইত্যাদি।

অধ্যাপক সিরাজ ভাই আমার কাছে রাজনৈতিক পার্টি খুলে তার মাধ্যমে সরকারকে চাপ দেওয়ার কথা বললেন এবং পার্টির নাম কি হবে এবিষয়ে আমাদের পরামর্শ চাইলেন। এ ব্যাপারে তদানীন্তন কোন একটি রাজনৈতিক মহলের পরামর্শের কথাও বললেন। আমি এত সংক্ষিপ্ত সময়ে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া যা আমাদের আদর্শ ও মূলনীতির বিরোধী, সেটা করা বৈধ হবে কি-না তা খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিলাম। অতঃপর আমাদের যামিনের বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

ড. লোকমান আমাকে রিম্যাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র রহমত যে, আমরা আমীরে জামা'আতের সাথে এ্যারেষ্ট হয়েছি। সকলকেই আল্লাহ সম্মানের সাথে রেখেছেন। তবে রিম্যাণ্ডে যেসব তথ্য নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তা আমাদের ঘরের লোকেরাই সরবরাহ করেছে। এমন কিছু কথা যা তারা ছাড়া কেউ জানতোনা সে বিষয়েও আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। কেননা একটি লিখিত কাগজ দেখে দেখে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। যা নিশ্চিতভাবেই আমাদের বহিস্কৃত ব্যক্তিটির সরবরাহ করা তথ্য। যাইহোক ইতিমধ্যে আমাদের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেল। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমরা আমাদের নির্ধারিত সেল কক্ষে ফিরে এলাম।

সিরাজগঞ্জের রিম্যাণ্ড : আমাদের উপর চাপানো মিথ্যা মামলা সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া থানায় 'নেওয়ার গাছা' গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় বোমা হামলার একটি মামলা। ঐ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিরাজগঞ্জের পুলিশ সুপার কর্তৃক গঠিত জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে পরপর দু'বার তিন দিন করে ছ'দিন রিম্যাণ্ডে নেওয়া হয়। প্রথমবার ২৯ হ'তে ৩১শে মে ২০০৫ পর্যন্ত তিনদিন রিম্যাণ্ড হয়। সে মতে ২৮ তারিখ দুপুরের মধ্যেই আমাদেরকে সিরাজগঞ্জ যেলা কারাগারে পৌঁছানো হয়। স্যার এলেন একাকী গাইবান্ধা কারাগার থেকে এবং আমরা তিনজন গেলাম নওগাঁ কারাগার থেকে। পৌঁছলাম প্রায় একই সময়ে। কারা অফিসে ঢুকে ডেপুটি জেলার হিসাবে পেলাম আমীরে জামা'আতের এক ছাত্রকে। অতঃপর যথারীতি কারাগারের সেলে নেওয়া হ'ল। রুমগুলি ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট। উপরন্তু নেই কোন ফ্যানের ব্যবস্থা। আমীরে জামা'আতকে পৃথক রুমে রাখা হ'ল। সকালে শুনলাম পানির পাইপ দিয়ে বড় এক গেছো ইঁদুর রাতভর ডিসটার্ব করেছে।

পরদিন আদালতে নেওয়া হ'ল। সেখানে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আদালত ভবন ও প্রাঙ্গণ নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষে ঠাসা। কোর্ট হাজতে প্রবেশ করলাম। একেবারেই ফাঁকা। আমাদের চারজনের জন্য একটা ঠেস বেঞ্চ। আমাদের কেইস পার্টনার কম্পিউটার সায়েন্সের জনৈক ছাত্র নীচে বসে আছে। আমীরে জামা'আত তাকে বারবার আমাদের সাথে বেঞ্চে বসার জন্য বললেন। কিন্তু ছেলেটি রাযী হ'ল না। পরে সে বলল, স্যার! আমি আপনাদের সাথে আসামী। আমি কয়েকবার এখানে হাযিরার জন্য এসেছি। কিন্তু আসামীদের ভিড়ে কখনো বসতেও জায়গা পাইনি। কিন্তু আজকে দৃশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। সব আসামীকে বারান্দায় লাইন দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। হাজতখানা ও টয়লেট চুনকাম করা হয়েছে। এখন বুঝলাম এসবই আপনাদের কারণে।

হঠাৎ আযীযুল্লাহ বলল, স্যার গেইটের দিকে চলুন। বলতেই তাকিয়ে দেখি একজন পুলিশ অফিসার স্যারের উদ্দেশ্যে স্যালুট ও সালাম দিচ্ছেন। আমরা সবাই এগিয়ে গেলাম। লোহার শিকের দরজার মাঝখান দিয়ে মুছাফাহা হ'ল। তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে নিজের পরিচয় দিলেন এডিশনাল এসপি ও রিম্যাণ্ডের প্রধান হিসাবে। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে কুশল বিনিময় শেষে তাঁর সাথীদের নিয়ে চলে গেলেন।

বেশ কিছু পরে আমাদেরকে আদালতের উদ্দেশ্যে বের করা হ'ল। কাউকে কাছে ভিড়তে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু মানুষ মানছে না। অশ্রু ছলছল নেত্রে সবাই সালাম করছে। ভীড়ের মধ্যে আমার বড় ভাই আমাকে একজোড়া স্যাণ্ডেল দিল। অতঃপর আদালত কক্ষে প্রবেশ করলাম। কিন্তু সেখানে দাঁড়ানোর জায়গা নেই। এমনকি আমাদের কাঠগড়াতেও উঠানো হ'ল না। আমাদের উকিল ও জজ-এর মধ্যে অল্পক্ষণ কথার পরেই আমাদেরকে পুলিশ বের করে আনল।

এবার পুলিশ ভ্যানে উঠার পালা। প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে চলেছি। ভ্যানে উঠছি। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এক ছড়া লিচু আমীরে জামা'আতের হাতে দিতে গেল। এটাই তার অপরাধ হ'ল। তখনই তাকে এ্যারেস্ট করা হ'ল। পরে তার নাম জেনেছি। তিনি সিরাজগঞ্জ বাজারে একটি ঔষধের দোকানের মালিক। তার এই অন্যায় গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী সমিতি ফুঁসে ওঠে। ফলে দু'সপ্তাহ কারাগারে থেকে তিনি মুক্তি পান।

এবার আমাদেরকে সরাসরি সদর থানায় নেওয়া হ'ল। কর্মীরা কেউ জানতে পারেনি আমাদের কোথায় নেওয়া হচ্ছে। ফলে আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাকিব ও তার সাথীরা জামতৈল থানা অতঃপর উল্লাপাড়া থানায় চলে যায়।

কিন্তু না পেয়ে গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে আসে। পরদিন আব্দুল লতীফ সদর থানায় গিয়ে আমাদের সন্ধান পায়। তার পরদিন ছাকিব ও সালাফী ছাহেবের ছেলে আব্দুল হামীদ সদর থানায় গিয়ে সাক্ষাৎ করে।

এখানে আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন মহিলা হাজত খানায় রাখা হয়। যেখানে কোন মহিলা হাজতী ছিল না। এডিশনাল এসপি ছাহেব নিজ হাতে বালতি ভরে বাথরুমে পানি এনে রাখলেন। যিনি ছিলেন রিম্যাণ্ড কমিটির প্রধান। আমীরে জামা'আত বিনয় প্রকাশ করে তাকে বললেন, আপনি এটা কি করছেন? এটুকু আমরাই তো পারি। জবাবে তিনি বললেন, আমাকে একটু খিদমতের সুযোগ দিন। তাঁর এই ভদ্রতায় আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হলাম।

যোহরের ছালাত শেষে আমরা বসে আছি। এমন সময় দেখি বারবার পুলিশ আসছে। আর আমাদেরকে সালাম দিয়ে দো'আ চেয়ে চলে যাচ্ছে। একজন পুলিশ জানালার ধারে অপেক্ষা করছে কিছু জানার জন্য। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই কিছু বলবেন কি? তিনি বললেন, স্যার! আজকে মসজিদে এক কাণ্ড ঘটে গেছে। এএসপি ছাহেব ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন, থানা হাজতে ড. গালিব ও তাঁর তিনজন সাথী এসেছেন। তোমরা যদি দো'আ নিতে চাও, তবে এখুনি গিয়ে সালাম দিয়ে দো'আ চেয়ে এসো। এমন মানুষ তোমরা হয়ত আর কাছে পাবে না'। স্যার এজন্য আমরা আপনার নিকট দো'আ নেওয়ার জন্য এবং এক নযর দেখার জন্য এখানে এসেছি। আপনারা আমাদের জন্য দো'আ করবেন যেন ভাল হয়ে চলতে পারি।

নওগাঁর ন্যায় এখানেও রিম্যাণ্ডে ডিসি ও এসপি মহোদয় অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেন। আমীরে জামা'আত বানান ভুল সহ্য করতে পারেন না। তিনি বললেন, টেপরেকর্ডার নিয়ে আসুন এবং আমার বক্তব্য রেকর্ড করুন। তাতে কর্তৃপক্ষ খুবই খুশী হ'লেন এবং সেটাই করা হ'ল। একপর্যায়ে যেলা ডিবি পুলিশের প্রধান বললেন, আপনার সহকর্মী প্রফেসর, যিনি একটি আহলেহাদীছ সংগঠনের প্রধান, তার নিকটে তথ্য নিতে গেলে তিনি বলেন, 'আমরা হ'লাম উদার এবং উনি হ'লেন কট্টর'। ঐ সময় এই ধরনের মন্তব্য যে কত কঠিন ছিল, ভুক্তভোগী মাত্রই তা বুঝতে পারেন। আমীরে জামা'আত কথাটি সহজভাবে নিয়ে বললেন, বেশ। আপনি একজন মুসলমান। কিন্তু ইসলামের বিধান সমূহ তেমন মেনে চলেন না। আপনি সব ব্যাপারে শিথিলতা দেখান। কিন্তু আরেকজন ভাই ইসলামের বিধান সমূহ সঠিকভাবে মেনে চলেন এবং অন্যকে মেনে চলার দাওয়াত দেন। এখন আপনিই বিচার করুন কাকে আপনি 'উদার' বলবেন ও কাকে আপনি 'কট্টর' বলবেন'। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ সকলে খুশী হ'লেন।

ঐদিন ডিবি কর্মকর্তার মুখে ঐ প্রফেসরের উপরোক্ত মন্তব্য শুনে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত ও বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ সে সময় চরমপন্থী জেএমবিদেরকে বাঁচিয়ে আমাদেরকে জঙ্গী প্রমাণের জন্য সরকারীভাবে সাধ্যমত চেষ্টা করা হচ্ছিল। অথচ একটি আহলেহাদীছ সংগঠনের নেতা হয়েও তার কাছ থেকে সামান্যতম সহানুভূতিও আমরা পাইনি।

স্যার কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে মিশতেন না। যদিও তিনি সমিতির সদস্য চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করতেন। তিনি সহকর্মীদের সাথে বলতেন, দলাদলির রাজনীতি পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও রেষারেষি সৃষ্টি করে। তার চাইতে এটাই কি ভাল নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম তিনজন প্রফেসরের মধ্য থেকে মহামান্য চ্যান্সেলর একজনকে ভাইস চ্যান্সেলর মনোনীত করবেন। একইভাবে অনুষদ ও বিভাগীয় ছাত্র সংসদে শ্রেণী ও মেধা তালিকায় সর্বোচ্চদেরকে নিয়ে 'ছাত্র সংসদ' গঠন করা উত্তম নয় কি? এর ফলে শিক্ষক ও ছাত্রদের দলাদলির প্রচলিত নোংরা রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে। সবাই মেধাকে সম্মান করবে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। কিন্তু এ কথা সমর্থন করলেও মেনে নেওয়ার মত কাউকে পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ সে কারণেই 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' স্যারের পক্ষে কোন বিবৃতি দেয়নি। আর এইসব দলীয় লেজুড় প্রফেসররা স্যারের মুক্তির দাবীতে রাবি শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেদের নিয়ে যাওয়া বিবৃতিতে স্বাক্ষর পর্যন্ত করেননি। তাদেরকে ক্যাম্পাসে মিছিলও করতে দেননি। অথচ তখন ভিসি, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, কলা অনুষদের ডীন এবং আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান সবাই ছিলেন 'আহলেহাদীছ'। ১৯৮০ সাল থেকে যাদের সঙ্গে স্যার একই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করে আসছেন। বস্তুতঃ দুনিয়াবী স্বার্থ ও দলীয় সংকীর্ণতা এদের জ্ঞানের চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে। সত্যকে স্পষ্টভাবে সত্য বলার সাহসহীন এই ধরনের উচ্চ শিক্ষিত মানুষ থেকে আল্লাহ সমাজকে রক্ষা করুন!

বস্তুতঃ দলবাজি রাজনীতির কারণেই সমাজে যেমন পচন ধরেছে, বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন মেধার লালন ক্ষেত্র না হয়ে দলীয় কর্মীদের পুনর্বাসন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফলে মেধাবীরা ক্রমেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র রাবি শাখার অন্তর্ভুক্ত ভূ-তত্ত্ব ও খনি বিদ্যা বিভাগের কর্মীদের প্রস্তাবক্রমে তৎকালীন সভাপতি প্রফেসর তাহের ছাহেব (পরে নিহত), তাঁর বিভাগে মেধা তালিকার ভিত্তিতে একবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন করেন। যা সাধারণ ছাত্রদের নিকটে প্রশংসার সাথে গৃহীত হ'লেও পরবর্তীতে দলবাজ শিক্ষক ও ছাত্রনেতাদের কারণে উক্ত নীতি আর টিকেনি বলে ছাত্রদের মাধ্যমে জেনেছি।

এ সময় আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহ' মামলা দেওয়ার জন্য বামপন্থী পত্রিকাগুলিতে খুব লেখালেখি চলছিল। সেমতে নাটোর যেলার সাধুপাড়া মসজিদ থেকে গ্রেফতারকৃত বারো জন জেএমবি সদস্যের বক্তব্যের সূত্র ধরে মামলা দায়ের করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় চাপ সৃষ্টি করা হয়। তখন নাটোর সদর থানা থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত জনৈক তরুণ পুলিশ কর্মকর্তা সিরাজগঞ্জ সদর থানায় আসেন। তিনি আমাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্যারের বক্তব্য সমূহ লিপিবদ্ধ করেন। শেষে বলেন, স্যার! আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আপনার সুনাম-সুখ্যাতি সম্পর্কে আমার জানা আছে। পত্র-পত্রিকায় যা কিছুই লেখা হৌক না কেন জেনে-শুনে আপনার

বিরুদ্ধে আমি কোন মিথ্যা রিপোর্ট করব না'। *আলহামদুলিল্লাহ* নাটোরে স্যারের বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি।

এভাবে তিনদিন রিম্যাণ্ড শেষে আমাদের পুনরায় কারাগারে নেওয়া হয়। সকালে বেরিয়ে জেল গেইট পার হওয়ার সময় গেইট প্রহরী পুলিশটি আমাদের সালাম দিয়ে কেঁদে ফেলল। অল্প দূরে দাঁড়ানো মাইক্রোর পাশে এসে তাকিয়ে দেখি প্রবীণ পুলিশটির লম্বা দাড়ি ভিজে চোখের পানি পড়ছে। সালাফী ছাহেব বললেন, উনার বাড়ী চাপাই নবাবগঞ্জ। উনার ছেলে আমাদের মারকাযের ছাত্র। এদিন আমাদের প্রিয়জনদেরকে দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু ওরা কাছে আসতে পারেনি। এডিশনাল এসপি ছাহেব নিজেই এসেছেন আমাদের বিদায় দেওয়ার জন্য। তাঁর এই সৌজন্য আমরা কখনই ভুলতে পারব না।

সিরাজগঞ্জ থানায় পুনরায় তিন দিনের রিম্যাণ্ডে নেওয়া হয় ১০.০৬.০৫ থেকে। এবারে আদালতে উঠালে জজ ছাহেব জিআরও-কে ধমক দিয়ে বললেন, আবার উনাদের এনেছেন কেন? তারপরেই আমরা ফিরে এলাম কারাগারে। এবার পৃথক নতুন সেলে।

জৈষ্ঠ্যের দুপুরের কনকনে কংক্রিটের গরম ছাদের নীচে রুমগুলো যেন আগুন হয়ে আছে। ফ্যান বিহীন রুমের ভিতর ঢুকলে মুহূর্তে জামা-কাপড় ঘামে ভিজে যায়। রাতের বেলা মাথার উপরে শত পাওয়ারের লাইট। সেই সাথে মশার উপদ্রব। সবকিছু সহ্য করেই থাকতে হ'ল। আমীরে জামা'আতকে পৃথক রুমে রাখা হ'ল। সকালে আমীরে জামা'আত বললেন, মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য বিছানার চাদরটা উঠিয়ে গায়ে দিয়েছি। তাতে গরমের উপরে গরম ভোগ করেছি। তবুও সান্ত্বনা। আল্লাহ্র পথেই কষ্ট করছি। তোমরাও ধৈর্য ধারণ কর।

এবারে রিম্যাণ্ড চলা অবস্থায় একদিন এএসপি ছাহেব টিভি অন করে দিয়ে আমাদেরকে লাইভ নিউজ দেখালেন। এক একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল একই খবর বিভিন্নভাবে প্রচার করেছে। ঐদিনের খবর হ'ল সিরাজগঞ্জ শহরে ৭জন সন্ত্রাসী পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আরেকটি চ্যানেল বলছে ৩জন। আরেকটি বলছে ১জন। আরেকটি বলছে ৫জন বন্দী হয়ে হাজতে রয়েছে। অথচ ১জন সশস্ত্র ক্যাডার ধরা পড়েছে। যে আপনাদের পাশের হাজত কক্ষে রয়েছে।

রিম্যাণ্ডের শেষ দিন এডিশনাল এসপি ছাহেব দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বললেন, স্যার! যে ধরা পড়েছে, সে সরকার দলীয় ক্যাডার। অতএব আমার স্ট্যাণ্ড রিলিজের অর্ডার হয়েছে। আমাকে কালই চলে যেতে হবে। দো'আ করবেন।

সিরাজগঞ্জ কারাগারে এসে স্যার জেলার ছাহেবের অনুমতি নিয়ে দিনের বেলায় সেলের বাইরে কাঁঠাল গাছের ছায়ার নীচে কংক্রিটের রাস্তার উপরে কম্বল বিছিয়ে আমাদের বসার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় স্যার কারা লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে সিরাজগঞ্জের বৃটিশ বিরোধী বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কীর্তিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১ খ্রিঃ) প্রায় পৌনে পাঁচশ' পৃষ্ঠার বিরাট জীবনী গ্রন্থটি পড়ে শেষ করেন। মাঝে-মধ্যে সেখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আমাদের শুনাতেন। যেমন একদিন তিনি বললেন, বৃটিশের বিরুদ্ধে সিরাজী ছাহেবের লিখিত 'অনল প্রবাহ' কাব্য বাযেয়াফ্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেয় এবং হুলিয়া জারী করে। তিনি কলকাতার এক বস্তিতে দিনের বেলা মশারী টাঙিয়ে রোগী সেজে দিন-রাত পরিশ্রম করে চলেছেন সম্ভবতঃ তাঁর স্পেন বিজয় মহাকাব্য রচনা শেষ করার জন্য। এক ইংরেজ ব্যারিষ্টার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, আমার কোন ফিস লাগবেনা। কেবল আদালতের বিভিন্ন খরচ মিটাতে দু'শ টাকা লাগবে। কিন্তু মাত্র এই দু'শ টাকা এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দেওয়ার মত লোক সেদিন পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁকে দু'বছর জেল খাটতে হয়।

তিনি প্রথম দিকে কংগ্রেস করতেন। পরে মুসলিম লীগে যোগ দেন। এই রাজনৈতিক মতবিরোধের জের ধরে খোদ সিরাজগঞ্জের লোকেরাই তাঁকে সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার নিকটে সর্বসমক্ষে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে আহত করে। তাঁর উদ্যোগে সে সময় সিরাজগঞ্জে সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাদের নিয়ে বড় বড় রাজনৈতিক সমাবেশ হ'ত। নিজের কোন আয় ছিল না। অথচ কবি নজরুল অসুস্থ হ'লে তিনি মানুষের কাছ থেকে নিয়ে মানি অর্ডার যোগে কলিকাতায় নজরুলের ঠিকানায় টাকা পাঠাতেন। অবশেষে তিনি কঠিন অসুখে পড়লেন। পিঠে বিষাক্ত ফোঁড়ার অসহ্য যন্ত্রণা। চিকিৎসার পয়সা নেই। স্ত্রীকে বললেন, বাসায় কি কিছু আছে? দেখা গেল এক টাকা তিন আনা আছে। বললেন, ওটা ছাদাক্বা করে দাও। স্ত্রী বললেন, চলবে কিভাবে? উনি বললেন, সে দায়িত্ব আল্লাহ্র। বিকালেই ডাক পিয়ন এসে হাক-ডাক শুরু করে। দেখা গেল ৬১ টাকার মানি অর্ডার এসেছে।

তাঁর কঠিন অসুখের কথা শুনতে পেয়ে কলিকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২) সহ বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা এসেছেন। সবাই তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। রাতের বেলায় নববিবাহিত ছেলে আসাদুল্লাহ সিরাজীকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন এবং বললেন, শিশু অবস্থায় তুমি যেমন আমার বুকের মধ্যে থাকতে, তেমনিভাবে আমার কাছে থাক। আর তুমি আমাকে জোরে জোরে সূরা রহমান শুনাবে। যাতে আমি জান্নাতের সুসংবাদ শুনতে শুনতে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যেতে পারি'। অতঃপর মাত্র ৫১ বছর বয়সে তিনি নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য যে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় আসাদুল্লাহ সিরাজীকে মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করে। থানা থেকে কারাগারে যাওয়ার সময় আমরা সিরাজী ছাহেবের কবরের পাশ দিয়ে যেতাম। আর তাঁর জন্য দো'আ করতাম। বলা বাহুল্য, সিরাজগঞ্জ কারাগারে গিয়ে সিরাজী ছাহেবের জীবনীর সাথে পরিচিত হওয়াটাই ছিল আমীরে জামা'আতের ভাষায় একটা বড় অর্জন। আল্লাহ তাঁর গোনাহ-খাতা মাফ করুন ও জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন- আমীন!

[ক্রমশঃ]

নেতৃত্বের মোহ

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৩য় কিস্তি)

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতির কারণ (أسباب حب الرئاسة) :

পৃথিবীর সকল কাজের পেছনেই কারণ রয়েছে। এটা মহান আল্লাহ্রই কৌশল ও ব্যবস্থাপনার অংশ। তাই এমন কোন কাজ নেই যার পেছনে কারণ নেই। এই কার্যকারণের কথা যে জানে সে জানে। আর যে জানে না সে জানে না। জানা-অজানা এ বিষয়ের একটি হ'ল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতির রোগ। নিম্নে এ রোগের প্রধান প্রধান কারণ উল্লেখ করা হ'ল।

১. অন্যের অধীনতা থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছা :

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কখনই চায় না যে তার উপরে কেউ থাকুক। বরং তার একান্ত আগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় যে, সেই সকলের জন্য একমাত্র আদেশদাতা ও নিষেধকারী হবে। এজন্যই সে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং ছোট-বড় প্রতিটি কাজে সে হস্তক্ষেপ করে। যা তার অধিকারে পড়ে না।

২. ক্ষমতালিপ্সা মনের আবেগ ও কামনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া :

মানুষ আদেশদাতা ও নিষেধকর্তা হ'তে ভালবাসে। সে আদেশ-নিষেধের মুখোমুখি হ'তে চায় না। মানুষের উপর ক্ষমতা খাটাতে ও তাদের প্রশংসা পেতে সে ভালবাসে। এছাড়া আরো অনেক বিষয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের সাথে সম্পৃক্ত।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, তুমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপারে যত কম ছাড় দেওয়া দেখতে পাবে, তত কম ছাড় প্রদান আর কোন ক্ষেত্রে দেখতে পাবে না। তুমি দেখতে পাবে কোন ব্যক্তি খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে ছাড় দিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হ'লে তা লাভের জন্য সে হামলে পড়ে এবং শত্রুতা শুরু করে দেয়।[১]

ইউসুফ বিন আসবাত্ব বলেন, الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি আসক্তি থেকে মুক্তি পৃথিবীর প্রতি আসক্তি থেকে মুক্তি অপেক্ষাও অনেক বেশী কঠিন'।[২]

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, উচ্চমর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের মোহে মানুষের মন যথাসম্ভব পরিপূর্ণ থাকে।[৩]

ইবনু হিব্বান বলেন যে, মুনতাছির বিন বেলাল আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন,

بلاء الناس مذ كانوا * إلى أن تأتي الساعة

بحب الأمر والنهي * وحب السمع والطاعة

'আমি আদেশ করব এবং নিষেধ করব, আর অন্যেরা তা শুনবে ও মানবে- এমন মানসিকতা সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষের উপর মুছীবত রূপে চেপে রয়েছে'।[৪]

৩. ঈমানী দুর্বলতা :

মানব মন ঈমান বিবর্জিত হওয়া অথবা তাদের মাঝে ঈমানী দুর্বলতা দেখা দেওয়া পৃথিবীর প্রতি মোহ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহ তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। তবে যাদের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ, ঈমানী শক্তি যাদের মাঝে বেশী ক্রিয়াশীল তারা নশ্বর দুনিয়ার সম্পদের মোহ থেকে বিমুখ। তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মব্যস্ততা কেবল আখেরাতকে ঘিরে। আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ- 'এটা হচ্ছে আখেরাতের ঘর। আমি এটা তাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছি যারা দুনিয়ায় কোন রকম প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় না এবং বিশৃংখলাও সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম তো আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

আল্লামা সা'দী বলেছেন, তাদের তো (প্রাধান্য লাভের) ইচ্ছাই নেই। সুতরাং পৃথিবীতে আল্লাহ্র বান্দাদের উপর বড়ত্ব দেখানো, তাদের উপর অহংকার ও সত্যের প্রতি নাক সিটকানোর মত কাজ তারা কেন করবে?[৫]

৪. আমানত বা দায়িত্ব বহনের ঝুঁকি বুঝে উঠতে না পারা :

[রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও তার অধীন যে কোন দাপ্তরিক নির্বাহী দায়িত্ব একটি বড় আমানত। এ আমানত ঠিক মত রক্ষা করা যেমন অতীব সম্মানের, তেমনি এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিণামও ভয়াবহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন নয়। বরং তারা উদাসীনতা দেখায়।-অনুবাদক] আল্লাহ তা'আলা মানুষের এহেন আচরণ সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُوْلاً-

'অবশ্যই আমরা (এক সময় কুরআনের দায়িত্ব বহনের) আমানত আসমান সমূহ, পৃথিবী এবং পর্বতমালার সামনে তুলে ধরেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং সবাই ভীত হয়ে পড়েছিল। অবশেষে মানুষ তা বহন করে নিল। নিঃসন্দেহে মানুষ খুবই যালিম এবং (আমানত বহন সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ' *(আহযাব ৩৩/৭২)*।

** কামিল, এম.এ, বি.এড; সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৭/৩৯।

২. ঐ, ৮/২৩৮।

৩. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূঊ ফাতাওয়া ৮/২১৮।

৪. রাওযাতুল উকালা ওয়া নুযাহাতুল ফুযালা, পৃঃ ২৭৩।

৫. তাফসীরে সা'দী, পৃঃ ৬২৪।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلاَّ أَتَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُوْلاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَدُهُ إِلَى عُنُقِه فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزْىٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

'আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'এমন কোন ব্যক্তি নেই যে দশ কিংবা তার বেশী লোকের উপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে তার গলার সাথে স্বীয় হাত শৃঙ্খলিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। তার নেকী তাকে মুক্ত করবে অথবা তার গোনাহ তাকে ধ্বংস করবে। ক্ষমতার প্রথম পর্ব ভর্ৎসনাযুক্ত, মধ্যপর্ব অনুশোচনাযুক্ত এবং শেষ পর্ব ক্বিয়ামত দিবসে লাঞ্ছনাকর'।[৬]

৫. কাল্পনিক তৃপ্তি লাভের অনুভূতি :

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতি, সম্পদের মোহ এবং ক্রোধের উসকানি নেশার অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মাঝে যখন এসব চিন্তা শক্তিশালী রূপ নেয়, তখন তাকে নেশায় পেয়ে বসে। এ জিনিসগুলো এজন্য নেশাকর যে, নেশা এমন কঠিন তৃপ্তির সাথে তুলনীয় যা বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তৃপ্তির মূলে রয়েছে প্রিয় জিনিস প্রাপ্তির অনুভূতি। সুতরাং যখন ভাল লাগা প্রচণ্ড রূপ নেয় এবং প্রেমিকের অনুভূতিও কাম্যবস্তু পাওয়ার জন্য তীব্র হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিবেক এবং ভাল-মন্দের পার্থক্য শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ক্ষমতার মোহ মাদকের মতই নেশায় রূপ নেয়। এক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতা কখনো ক্ষমতা প্রেমিকের মানসিক দুর্বলতার কারণে হ'তে পারে। আবার কখনো উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে হ'তে পারে। আসলে ক্ষমতা, অর্থ, প্রেম, মদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নবীনরা এমনই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যা পুরাতন ও অভ্যস্তদের বেলায় হয় না।[৭]

৬. দুনিয়াপ্রীতি :

আব্দুল্লাহ ইবনু ছালেহ বলেন যে, ঈসা বলেছেন, 'হে কুরআন পাঠক ও বিদ্বানমণ্ডলী! জানা-বোঝার পরেও তোমরা কিভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে? চোখ থাকতেও তোমরা কিভাবে অন্ধ হয়ে গেলে? আসলে নিকৃষ্ট দুনিয়া ও কুৎসিত লালসা তোমাদের এরূপ গোমরাহ ও অন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার জন্য তোমাদের দুর্ভোগ আর তোমাদের জন্য দুনিয়ার পরিতাপ'।[৮]

ইবনু রজব বলেছেন, وأصل محبة المال والشرف حب الدنيا وأصل حب الدنيا اتباع الهوى– 'ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার লালসার মূলে রয়েছে দুনিয়াপ্রীতি। আর দুনিয়াপ্রীতির মূলে রয়েছে খেয়াল-খুশির পেছনে চলা।

৬. আহমাদ হা/২২৩৫৪। আলবানী বলেছেন এর সনদ জাইয়িদ। দ্রঃ সিলসিলা ছহীহা হা/৩৪৯।
৭. আল-ইস্তিক্বামাত ২/১৪৬।
৮. জামেউ বায়ানিল ইলম ১/২৩৩।

ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেছেন, দুনিয়ার মোহ খেয়াল-খুশির অনুসরণের অন্তর্গত। আর দুনিয়ার মোহের মধ্যে রয়েছে ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা প্রাপ্তির আকর্ষণ ও ভালবাসা। আর ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার ভালবাসায় হারামকে হালাল করা হয়। দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ জন্ম নেয় অর্থ-সম্পদ ও খেয়াল-খুশির পেছনে ছোটার কারণে। খেয়াল-খুশির অনুসরণই দুনিয়ার প্রতি অনুরাগ এবং অর্থ লালসা ও মর্যাদাপ্রীতির দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়। কিন্তু তাক্বওয়া খেয়াল-খুশির অনুসরণে বাধা দেয় এবং দুনিয়ার ভালবাসার বিরোধিতা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى–

'অনন্তর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং (পরকালের তুলনায়) দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে অবশ্যই জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নিজেকে নফসের কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা' *(নাযি'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় জাহান্নামবাসীদের ধন-দৌলত ও ক্ষমতা নিয়ে আক্ষেপের কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِه فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، مَا أَغْنَى عَنِّيْ مَالِيَهْ، هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ–

'আর যার আমলনামা সেদিন তার বাম হাতে দেওয়া হবে (দুঃখ ও অপমানে) সে বলতে থাকবে, হায় আফসোস! (আজ যদি) আমাকে কোন আমলনামা না দেওয়া হ'ত। আমি যদি আমার হিসাবের খাতা না জানতাম। হায়! আমার প্রথম মৃত্যুই যদি আমার জন্য চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী হয়ে যেত! হায়! আমার ধন-সম্পদ আজ কোনই কাজে লাগল না। আমার সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আজ নিঃশেষ হয়ে গেল' *(হাক্কাহ ৬৯/২৫-২৯)*।[৯]

ইসহাক ইবনু খালাফ বলেছেন, الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرئاسة– 'কথা-বার্তায় সতর্কতা সোনা-রূপার ক্ষেত্রে সতর্কতা থেকেও বেশী কঠিন। আর রাষ্ট্র ক্ষমতার লালসা সোনা-রূপার প্রতি সাবধানতা থেকেও বেশী কঠিন। কেননা সোনা-রূপাতো রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনেই ব্যয় করা হয়'।[১০]

৯. শারহু হাদীছ মাযেবানে জায়ে'আনে, পৃঃ ৭১।
১০. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/২২।

৭. আত্মম্ভরিতা :

عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات، فأما المهلكات : فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات : فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى خشية الله في السر والعلانية.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি জিনিস ধ্বংসাত্মক এবং তিনটি জিনিস মুক্তিদাতা, তিনটি জিনিস পাপ মোচক এবং তিনটি জিনিস মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। ধ্বংসাত্মক তিনটি হ'ল অনুসরণীয় কৃপণতা, অনুসৃত খেয়ালখুশি এবং আত্মম্ভরিতা। আর মুক্তিদাতা তিনটি হ'ল) রাগ ও শান্ত অবস্থায় ইনছাফ বজায় রাখা, দরিদ্রতা ও ধনাঢ্যতায় মিতব্যয়িতা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা।[১১]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, অন্তরের আরও অনেক ব্যাধি রয়েছে। যেমন লৌকিকতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, হিংসা, গর্ব, নেতৃত্বের মোহ, যমীনে প্রাধান্য বিস্তার ইত্যাদি। এ সকল রোগ সন্দেহ ও লালসা যোগে সৃষ্ট। কেননা এতে অবশ্যই নষ্ট ভাবনা ও বাতিল ইচ্ছা বর্তমান রয়েছে। যেমন আত্মম্ভরিতা, গর্ব, অহংকার ও গৌরবের মত রোগ নিজেকে বড় ভাবা এবং মানুষের নিকট থেকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পাওয়ার মানসিকতা থেকে সৃষ্ট। সুতরাং অন্তরের কোন রোগই লালসা অথবা সন্দেহ কিংবা উভয়ের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়। আবার উল্লিখিত সকল রোগ অজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট। আর অজ্ঞতার ঔষধ হ'ল বিদ্যা।[১২]

রাষ্ট্র ক্ষমতাপ্রীতির প্রতিকার :

রোগের সাথে সাথে তার ঔষধ বা প্রতিকারের ব্যবস্থা বান্দাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহের অন্যতম। কাজেই রাষ্ট্র ক্ষমতাপ্রীতির ক্ষেত্রেও এমনটা প্রযোজ্য। নিম্নে তার কিছু প্রধান প্রধান চিকিৎসা উল্লেখ করা হ'ল।

১. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য খাঁটি মনে কাজ করা :

ইবনু রজব বলেন, ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ মাকহূলের নিকট একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও নবী করীম (ছাঃ)-কে ছালাত ও সালাম জানানোর পর তোমাকে বলছি, তুমি তো তোমার প্রকাশ্য বিদ্যা দ্বারা মানব সমাজে বেশ নাম-কাম ও মর্যাদা লাভ করেছ, এখন তোমার অপ্রকাশ্য বিদ্যা দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদা ও নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। জেনে রাখ, উল্লিখিত দু'টি অবস্থানের একটি অন্যের জন্য বাধা স্বরূপ'।

প্রকাশ্য বিদ্যা বলতে এখানে শরী'আতের বিধি-বিধান, ফাতাওয়া, কিচ্ছা-কাহিনী, ওয়ায-নছীহত ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো দ্বারা ঐ বিদ্বান ব্যক্তি মানব সমাজে একটি বিশেষ স্থান ও মর্যাদা তৈরী করতে পারে। পক্ষান্তরে অপ্রকাশ্য বিদ্যা মানুষের অন্তরে গচ্ছিত থাকে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র পরিচয়, তাঁর ভয়, তাঁকে ভালবাসা, তাঁকে মুরাকাবা বা ধ্যান করা, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় করা, তাঁর সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী হওয়া, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁর ফায়ছালার উপর সন্তুষ্ট থাকা, নশ্বর দুনিয়ার সম্পদকে উপেক্ষা করা, অবিনশ্বর আখিরাতের প্রতি মনোনিবেশ করা ইত্যাদি। এসবই এ ধরনের বিদ্যার মালিককে আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ স্থান ও মর্যাদার অধিকারী করে দেয়। কিন্তু দু'টি অবস্থানের একটি অন্যের জন্য বাধা। সুতরাং যে তার প্রকাশ্য বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীতে মর্যাদা বা উচ্চাসন চাইবে, তার লক্ষ্য হবে কী করে মানব সমাজে তার সম্মানের মুকুট ধরে রাখা যায়। সে পৃথিবীতে তার সম্মান ধরে রাখতে যা যা করার করবে এবং এ সম্মান কোন সময় চলে যায় তার আশঙ্কায় সে শঙ্কিত থাকবে। কিন্তু এতে করে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তার কোন মূল্য থাকবে না; বরং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এজন্যই জনৈক বিদ্বান বলেছেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বদলে যে দুনিয়া গ্রহণ করে তার জন্য বড়ই দুর্ভোগ।[১৩]

২. দায়িত্ব লাভের আবেদন মঞ্জুর না করা :

عَنْ أَبِى مُوسَى رضى الله عنه قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِىْ عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ-

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ও আমার চাচার সন্তানদের দু'জন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। ঐ দু'জনের একজন বলে বসে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ আপনাকে যে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তার কোন একটা দায়িত্ব আমাদের দিন। অন্যজনও তার মত বলে ওঠে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো এই কাজের দায়িত্ব তাকে দেই না যে তার আবেদন করে এবং তাকে দেই না যে তা পাওয়ার লোভ করে'।[১৪]

তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اتقوا الله فإن أَخْوَنَكُمْ عندنا من طلب العمل সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমাদের হিসাবে তোমাদের মধ্যকার ঐ লোকই সবচেয়ে বড় খিয়ানতকারী, যে (সরকারী) পদ লাভের আবেদন করে।[১৫]

---

১১. ত্বাবারানী হা/৫৭৫৪। আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন, ছহীহাহ হা/১৮০২।
১২. ইবনুল কাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ ১/১১১।
১৩. শারহু হাদীছ মাযেবানে জায়ে'আনে, ৮০ পৃঃ।
১৪. বুখারী হা/৭১৪৯।
১৫. ত্বাবারাণী। আলবানী একে হাসান বলেছেন। দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/১০৩।

৩. পরামর্শ গ্রহণ করা :

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে কি করবে না এ প্রসঙ্গে পরামর্শ করার দু'টি জায়গা রয়েছে।

প্রথম জায়গা : যখন রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয় কিংবা তা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন হিতাকাঙ্খী সত্যপন্থী লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে যে, সে এ কাজের যোগ্য কি-না?

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى؟ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِه عَلَى مَنْكِبِىْ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِىْ عَلَيْهِ فِيْهَا-

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি আমাকে আমেল বা কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন না? তখন তিনি আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন, 'আবু যার তুমি দুর্বল মানুষ। আর (রাষ্ট্রীয়) পদ একটি আমানত। ক্বিয়ামতের দিন এ আমানত অপমান ও অনুশোচনার কারণ হবে। কেবল তারাই রক্ষা পাবে, যারা যথাযথভাবে আমানত রক্ষা করবে এবং স্বীয় কর্তব্য পালন করবে'।[১৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ 'আবু যার! আমার নযরে তুমি একজন দুর্বল মানুষ। আর আমি নিজের জন্য যা ভালবাসি তা তোমার জন্যও ভালবাসি। তুমি কখনই দু'জন লোকেরও শাসক হ'তে যেও না এবং কখনই ইয়াতীমের মালের অভিভাবকত্ব করো না'।[১৭]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু যার (রাঃ)-কে শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা তিনি তাকে দুর্বল মনে করেছিলেন। অথচ তিনি নিজে তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِىْ ذَرٍّ- 'আকাশের নীচে মাটির উপরে আবু যার থেকে অধিক সত্যভাষী আর কেউ নেই'।[১৮]

দ্বিতীয় জায়গা : রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর পরামর্শ গ্রহণ করা। যাতে করে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি স্বৈরাচারী না হয়ে যায় এবং তার চিন্তা-চেতনাকে সে তীক্ষ্ণ করতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 'আর কাজে-কর্মে তাদের পরামর্শ গ্রহণ কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

১৬. *মুসলিম হা/১৮২৫।*
১৭. *ঐ হা/১৮২৬।*
১৮. *তিরমিযী হা/৩৮০১। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। ইবনু তায়মিয়া, আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়াহ পৃঃ ১৬।*

৪. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার খারাপ ফল স্মরণ করা :

ইবনু হিব্বান বলেছেন, 'দেশ ও জাতির নেতার দুশ্চিন্তা সবার চেয়ে বেশী। তার দুঃখের মাত্রা সর্বাধিক। তাকেই সবচেয়ে বেশী ব্যস্তমনা থাকতে হয়। তার বদনামও দেশজোড়া। শত্রুর সংখ্যা তার সবার উপরে পেরেশানীও তাকে বেশী পেয়ে বসে। বিব্রতকর পরিস্থিতিও তাকে বেশী সামলাতে হয়। ক্বিয়ামতে তাকেই সবচেয়ে বেশী হিসাব দিতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলা মাফ না করলে সেই ক্বিয়ামতে কঠিন আযাব ভোগ করবে'।[১৯]

ইবনু রজব বলেছেন, 'মানুষের কোন ক্ষমতাই চিরস্থায়ী নয়। কাজেই অস্থায়ী ও বিচ্ছিন্ন ক্ষমতা যা আগামী দিনে তার মালিকের জন্য আফসোস, অনুশোচনা, অপমান, লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা বয়ে আনবে তার ভাবনাই ক্ষমতা লাভের চিন্তা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে পারে।

এভাবে ক্ষমতা থেকে দূরে থাকার অনেক উপায় ভেবে বের করা যায়। যেমন, যে মানুষ পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা লাভের পর শাসনকেন্দ্রিক ইসলাম নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করে না, ক্বিয়ামতে তার ভয়াবহ পরিণতি কী হবে তা ভাবা যেতে পারে। আবার পৃথিবীতেও অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, অহঙ্কারী শাসকদের পরিণতি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ-

আমর ইবনু শু'আইব কর্তৃক তার পিতা হ'তে তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত দিবসে অহঙ্কারীদেরকে পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র করে মানুষের আকৃতিতে তোলা হবে। চারদিক থেকে অপমান তাদের ঘিরে ধরবে। তারপর তদেরকে জাহান্নামের একটি জেলখানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যার নাম বুলাস। আগুন তাদের ঘিরে ধরবে। জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ তাদের পান করতে দেওয়া হবে'।[২০]

এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-এর নিকট জনগণের মাঝে কিচ্ছা-কাহিনী বলে বেড়ানোর অনুমতি চাইল। তিনি তাকে বললেন, আমার ভয় হয় যে, তুমি তাদের মাঝে কিচ্ছা বা ইতিহাস বলতে গিয়ে নিজেকে তাদের থেকে বড় মনে করবে। তারপর ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাদের পায়ের তলা দিয়ে পিষবেন।[২১]

১৯. *রাওযাতুল উকালা ওয়া নুযহাতুল ফুযালা, পৃঃ ২৭৫।*
২০. *তিরমিযী হা/২৪৯২। তিনি হাদীছটিকে হাসান ছহীহ বলেছেন।*
২১. *শারহু হাদীছ মাযেবালে জায়ে'আনে, পৃঃ ৭৩-৭৫।*

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে ক্ষমতাধর শাসকরা তাদের ক্ষমতা লাভে সাহায্যকারীদের প্রতি অনুগত দাস হয়ে থাকে। তাদের নেতা ও গণ্যমান্য মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা তাদের অধীনস্ত সহযোগীদের সহযোগিতা আশা করে এবং অসহযোগিতার ভয়ে ভীত থাকে। এ কারণে তাদের জন্য তারা অর্থকড়ি, রাষ্ট্রীয় পদ ও সুযোগ-সুবিধা ব্যয় করে। তাদের সকল দোষ ও অপরাধ তারা মাফ করে দেয়। যাতে তাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও সহযোগিতা বজায় থাকে। সুতরাং খোলা চোখে তাদের রাষ্ট্র প্রধান ও মহামান্য মনে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের অনুগত দাস ছাড়া কিছু নয়।

মোটকথা, শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীরা একে অপরের দাস। তারা উভয়েই আল্লাহ্র প্রকৃত ইবাদত বর্জনকারী। তারা যেহেতু যমীনের বুকে নাহকভাবে ক্ষমতা লাভে একে অপরের সহযোগী তাই উভয় পক্ষই অশ্লীল কাজে কিংবা চুরি-ডাকাতিতে পরস্পর সাহায্যকারীর মত। ফলে উভয় শ্রেণীই খেয়াল-খুশির দাসত্ব করতে গিয়ে পরস্পরের দাস হয়ে যায়।[২২]

৫. সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা, তওবা ও আত্মসমালোচনা করতে থাকা :

ইবনু হিব্বান বলেছেন, যে মুসলমানদের শাসনকাজের দায়িত্ব বহন করে প্রতি মুহূর্তে তার আল্লাহ্র নিকট ধর্ণা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। যাতে ক্ষমতার ব্যাপারে তার কোন বাড়াবাড়ি হয়ে না যায়। সে আল্লাহ্র বড়ত্ব, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করবে। আল্লাহ্ই তো যালিমের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং নেককারদের প্রতিদান প্রদানকারী। সুতরাং শাসক তার কাজে অবশ্যই এমন আচরণ করবে, যাতে তার ইহলোক-পরলোক সবলোকেই কল্যাণ হয়। সে যেন তার পূর্ববর্তী শাসকদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা সে যে দায়িত্ব পেয়েছে সেজন্য অবশ্যই তাকে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। একইভাবে এজন্য তাকে ক্বিয়ামতে অবশ্যই আল্লাহ্র দরবারে হিসাব দিতে হবে।[২৩]

৬. বিদ্যা চর্চায় ব্যস্ত থাকা, কোন সময় তা বন্ধ করে না দেওয়া :

ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, تَفَقَّهُوْا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوْا 'নেতা হওয়ার আগে তোমরা বিদ্যা অর্জন কর'। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, নেতা হওয়ার পরেও তোমরা বিদ্যা অর্জন করতে থাক। নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ তো বৃদ্ধ বয়সে বিদ্যা শিখেছেন।[২৪]

হাসান বিন মানছূর আল-জাচ্ছাছ বলেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কত বছর পর্যন্ত একজন মানুষ লেখা পড়া শিখবে? তিনি বললেন, মৃত্যু পর্যন্ত।[২৫]

৭. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে আখেরাতের প্রতি আসক্ত হওয়া এবং আখেরাতের কাজে প্রতিযোগিতা করা :

ইবনু রজব বলেছেন, জেনে রাখ মানুষের মন সমকালীন সকল মানুষের উপর উঠতে ও তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে ভালবাসে। এখান থেকেই উৎপত্তি ঘটে অহঙ্কার ও হিংসার। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ স্থায়ী উচ্চতা লাভের চেষ্টা চালিয়ে যায়। যাতে রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও সাহচর্য। নশ্বর ও অস্থায়ী উচ্চতায় তার কোনই আগ্রহ থাকে না। যার পেছনে থাকে আল্লাহ্র অসন্তোষ, ক্রোধ তার থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং মানুষের অবনতি। এই দ্বিতীয় প্রকার উচ্চতারই নিন্দা করা হয়েছে। এ উচ্চতা অবাধ্যতামূলক এবং ভূপৃষ্ঠে নাহকভাবে অহংকার প্রদর্শন মাত্র।

পক্ষান্তরে প্রথম প্রকার উচ্চতা লাভের জন্য লোভ করা প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَفِيْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ 'এতে বিজয়ী হওয়ার জন্য সকল প্রতিযোগী যেন প্রতিযোগিতা করে' *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/২৬)*।[২৬]

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, দুনিয়া বিষয়টাই তুচ্ছ। তার বড়ও ছোট। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং ধন-সম্পদ লাভ। আর রাষ্ট্রের কর্ণধারের চূড়ান্ত লক্ষ্য ফেরাউনের মত (খোদায়ী দাবী) যাকে কিনা প্রতিশোধ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন এবং সম্পদশালীর লক্ষ্য কারূনের মত হওয়া। তাকে আল্লাহ মাটির নীচে পুঁতে দেবেছিলেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে মাটির নীচে যেতে থাকবে।[২৭]

৮. রাষ্ট্রক্ষমতা ত্যাগের বদলে আল্লাহ যে নে'মত দেবেন তা নিয়ে চিন্তা করা :

ইবনু রজব বলেছেন, মহান আল্লাহ তাঁর আধ্যাত্মিক সাধক বান্দাদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ ও মর্যাদার বদলে দুনিয়াতেই তাক্বওয়া ও আধ্যাত্মিক শক্তি দান করেন। যার ফলে অন্য সব মানুষ তাদের সমীহ করে চলে। এতো গেল তাদের বাইরের দিক, আর ভিতর দিক থেকে আল্লাহ্র মা'রেফাত, ঈমান ও আনুগত্যের মজা উপভোগ করেন। এটাই সেই পবিত্র জীবন যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নর-নারীকে দিয়েছেন। এ জীবনের স্বাদ দুনিয়াতে কোন রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রীয় পদাধিকারীরা কখনো পায়নি। এজন্যই ইবরাহীম ইবনু আদহাম (রহঃ) বলেছেন, لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف– 'রাজা-বাদশাহ ও তাদের সন্তানেরা যদি আমরা কী মজা ও সুখে-শান্তিতে আছি তা জানত, তাহ'লে তারা তা লাভের জন্য তলোয়ার নিয়ে আমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হ'ত।[২৮]

[চলবে]

২২. *আল-ফাতাওয়া ১০/১৮৯।*
২৩. *রাওযাতুল উকালা ওয়া নুযহাতুল ফুযালা, পৃঃ ২৭৭।*
২৪. *বুখারী তা'লীকান ১/৩৯।*
২৫. *ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ ১/১৪০।*
২৬. *শারহু হাদীছ মাযেবানে জায়ে'আনে, পৃঃ ৭২।*
২৭. *মাজমূউ ফাতাওয়া ২৮/৬১৫ পৃঃ।*
২৮. *শারহু হাদীছ মাযেবালে জায়ে'আনে, পৃঃ ৭৬।*

Contents

আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের স্বরূপ

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

ভূমিকা :

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের সার্বিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনয়নই ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। যার ঈমান বিশুদ্ধ নয়, তার সম্পূর্ণ জীবনটাই বৃথা। ভিত্তি ব্যতীত যেমন কোন ভবন নির্মাণ সম্ভব নয়, তেমনি বিশুদ্ধ ঈমান ব্যতীত নিজেকে প্রকৃত মুসলিম দাবী করাও অযৌক্তিক। কেননা ইহূদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ যাদেরকে আমরা কাফির বলে জানি তারাও আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আবু জাহল, আবু লাহাব, ফেরাউন সকলেই আল্লাহকে বিশ্বাস করত। একেবারেই আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এমন নাস্তিক পৃথিবীতে থাকলেও তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। আল্লাহ বলেন, 'তুমি যদি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে অজ্ঞ' *(লোকমান ৩১/২৫)*। আবার আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করি, তারাও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। সুতরাং বুঝা গেল, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেও এক শ্রেণীর মানুষ কাফির ও জাহান্নামী। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে এক শ্রেণীর মানুষ মুসলিম ও জান্নাতী। তাই আমাদের ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ কি? এটা না বুঝার কারণেই আজ মুসলমানরা কাফিরদের ঈমানের সাদৃশ্য গ্রহণ করে ঈমানে ভেজাল ঢুকিয়েছে। নিম্নে কাফিরদের ঈমান ও মুসলমানদের ঈমানের পার্থক্য নিরূপণ করতঃ ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হ'ল।-

মুসলমানদেরকে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ : নিজেকে মুসলিম দাবী করলেই প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়; বরং প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য ঈমানের বিশুদ্ধতা আবশ্যক। নিম গাছ লাগিয়ে আম ফলের আশা করা যেমন, ঈমানে ভেজাল ঢুকিয়ে নিজেকে প্রকৃত ঈমানদার ভাবা ঠিক তেমন। তাই তো মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا-

'হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র উপরে, তাঁর রাসূলের উপরে এবং ঐ কিতাবের উপরে যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপরে এবং ঐ সকল কিতাবের উপরে, যা তিনি নাযিল করেছিলেন ইতিপূর্বে। আর যে কেউ অবিশ্বাস করে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর, সে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ'ল' *(নিসা ৪/১৩৬)*।

উল্লিখিত আয়াত দু'টির আলোকে ঈমানদারদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) খাঁটি ঈমানদার (২) ভেজাল ঈমানদার। আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা ভেজাল ঈমানদারদেরকে ঈমানের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশের নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা অধিকাংশ মুসলমান আজ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেও মুশরিক। আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*।

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন উল্লিখিত আয়াত সমূহের প্রতি, আল্লাহ ঈমানদারদেরকেই পূর্ণ মুসলিম হওয়ার, ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। তাই মুসলমান নাম ধারণ করলেই খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না। খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য ঈমানের বিশুদ্ধতা অতীব যরূরী। তাই তো মুসলমানদের ৭২ দল যাবে জাহান্নামে, শুধুমাত্র একটি দল যাবে জান্নাতে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي-

'বনু ইস্রাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। তারা বললেন, সেটি কোন দল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে টিকে থাকবে (তারাই জান্নাতে যাবে)'।[২৯]

অতএব আসুন! আমরা আমাদের ঈমানকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিই। যদি কোন ক্ষেত্রে

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; প্রধান দা'ঈ, বাংলা বিভাগ, আল-ফুরক্বান সেন্টার, হূরা, বাহরাইন।

২৯. তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৪৩; তারাজু'আতুল আলবানী হা/১১।

আমাদের ঈমান কাফিরদের ঈমানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তাহ'লে অবশ্যই তা সংশোধন করে রাসূল (ছাঃ)-এর ঈমানের অনুকরণ করি।

ঈমানের আভিধানিক অর্থ : الإيمان من الأمن ضد الخوف والشك 'ঈমান অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, যা ভীতি ও সন্দেহের বিপরীত'। সন্তান যেমন পিতা-মাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয়, মুমিন তেমনি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়।

ঈমানের পারিভাষিক অর্থ :

اَلْإِيْمَانُ هُوَ اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ-

'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম হ'ল ঈমান। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঈমান হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা'।

সংজ্ঞা বিশ্লেষণ :

(১) اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ তথা অন্তরে এক আল্লাহকে বিশ্বাস করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلَكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-

'আরব বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম। তুমি বল, তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি মাত্র। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও নিষ্ফল করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১৪)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অন্তরকে ঈমানের প্রধান স্থান বলে উল্লেখ করেছেন। অন্তর থেকে আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে সে যতই ভাল কাজ করুক না কেন, এতে সে মুসলিম হ'তে পারবে না।

(২) وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ তথা মুখে আল্লাহ্র উপরে ঈমানের স্বীকৃতি দেওয়া : শুধু অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই তাকে ঈমানদার বলা যাবে না; বরং মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ.

'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল'।[৩০] অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) মৌখিকভাবে আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত তাকে ঈমানদার হিসাবে গণ্য করেননি; বরং তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন।

(৩) وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ তথা কর্মে বাস্তবায়ন : আন্তরিক বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকৃতি দিলেই প্রকৃত মুসলিম হওয়া যাবে না; বরং বিশ্বাস ও স্বীকৃতির সাথে সাথে আল্লাহ্র যাবতীয় বিধান সাধ্যমত মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ- أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। যারা ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে খরচ করে। এরাই হ'ল সত্যিকারের মুমিন। এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চমর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রূযী' *(আনফাল ৮/২-৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ-

'তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ' *(হুজুরাত ৪৯/১৫)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা ছালাত ও যাকাত আদায়কারীকে এবং জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীকে প্রকৃত মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্র বিধান কর্মে বাস্তবায়ন না করলে সে প্রকৃত মুমিন নয়।

(৪) يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ তথা আল্লাহ্র আনুগত্যে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় : অর্থাৎ ভাল কাজে ঈমান বৃদ্ধি হয় এবং পাপের কাজে ঈমান কমে যায়। আল্লাহ বলেন,

---

৩০. বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২১; মিশকাত হা/১২।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ–

‘নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে’ *(আনফাল ৮/২)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِيْمَانًا–

‘আমরা ফেরেশ্‌তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপই আমরা তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে এবং ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি হয়’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ– وَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كَافِرُوْنَ–

‘আর যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যেকার কিছু (মুশরিক) লোক বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যেকার কার ঈমান বৃদ্ধি করল? বস্তুতঃ যারা ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ আছে, এটি তাদের নাপাকির সাথে আরও নাপাকি বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে’ *(তওবা ৯/১২৪-১২৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাউকে ভালবাসে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ঘৃণা করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই দান করা থেকে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি ঈমানকে পূর্ণতা দান করে’।[৩১] তিনি অন্যত্র বলেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ‘ঈমানে পরিপূর্ণ মুমিন হ’ল, যার চরিত্র উত্তম’।[৩২] একদা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) আদী ইবনু আদী (রহঃ)-কে পত্র লিখেছিলেন এই বলে যে,

إِنَّ لِلْإِيْمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوْدًا وَسُنَنًا، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيْمَانَ–

‘ঈমানের কতগুলো ফরয, কতগুলো হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে। যে এগুলো পরিপূর্ণরূপে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান পূর্ণ হয় না’।[৩৩]

উল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নেকীর কাজে মুমিনের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে পাপের কাজে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী তা পানরত অবস্থায় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। কোন লুটতরাজকারী লুটতরাজকালে মুমিন থাকে না, এমতাবস্থায় লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে’।[৩৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الإِيْمَانُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন বান্দা যেনা করতে থাকে তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে তার মাথার উপর ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে থাকে। অতঃপর যখন সে উক্ত যেনার কাজ থেকে বিরত হয় তখন ঈমান তার নিকট ফিরে আসে’।[৩৫]

(৫) اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ তথা ঈমান হ’ল মূল এবং আমল হ’ল শাখা : কেউ আল্লাহ্‌র যে কোন বিধানকে অস্বীকার করলে সে অবশ্যই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে; মুখেও নিজেকে মুসলিম বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কর্মে বাস্তবায়ন করে না। তাকে যেমন ঈমানদার বলা যাবে না। তেমন তাকে হত্যাযোগ্য কাফির হিসাবেও গণ্য করা যাবে না। বরং তাকে

---

৩১. আবুদাঊদ হা/৪৬৮১; মিশকাত হা/৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৮০।

৩২. আবুদাঊদ হা/৪৬৮২; তিরমিযী হা/১১৬২; মিশকাত হা/৫১০১; ছহীহুল জামে‘ হা/১২৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৪।

৩৩. বুখারী, ঈমান অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১।

৩৪. বুখারী হা/২৪৭৫; মুসলিম হা/৫৭; মিশকাত হা/৫৩।

৩৫. আবুদাউদ হা/৪৬৯০; তিরমিযী হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৬০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫০৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৮৬।

দাওয়াত দিয়ে সংশোধন করতে হবে। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ।

উল্লেখ্য যে, খারেজীরা বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। ফলে তাদের মতে কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী।

পক্ষান্তরে মুরজিয়ারা কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে, আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আবুবকর (রাঃ) ও অন্যদের ঈমান সমান'। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। অতএব কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট যেমন হত্যাযোগ্য কাফের নয়, তেমনি পূর্ণ মুমিনও নয়। তাদেরকে হত্যা না করে দাওয়াত দিতে হবে।

যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস না করলে মুসলিম হওয়া যায় না : প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক। (১) توحيد الربوبية (তাওহীদুর রুবূবিয়াহ) তথা রব হিসাবে আল্লাহকে এক মানা (২) توحيد الألوهية/العبادة (তাওহীদুল উলূহিয়াহ/ইবাদত) তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানা ও (৩) توحيد الأسماء والصفات (তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত) তথা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁকে এক মানা। কেউ উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রের কোন একটিতে আল্লাহকে এক না মানলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কাফিররা শুধুমাত্র প্রথম ক্ষেত্রে (রুবূবিয়াহ) আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু দ্বিতীয় (ইবাদত) ও তৃতীয় ক্ষেত্রে (আসমা ওয়াছ ছিফাত) আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করে না। তাই তারা কাফির ও জাহান্নামী। নিম্নে উল্লিখিত তিন প্রকার তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

(১) توحيد الربوبية (তাওহীদুর রুবূবিয়াহ) : এটা হ'ল, إفراد الله عز وجل بالخلق، والملك، والتدبير 'আল্লাহকে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং নিয়ন্ত্রক হিসাবে বিশ্বাস করা'।[৩৬] যেমন-

(ক) إفراد الله بالخلق তথা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে এক মানা : অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। বরং তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ-

'তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। অতএব তোমরা তার ইবাদত কর। তিনি সকল বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক' *(আন'আম ৬/১০২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ 'সাবধান! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল আল্লাহ' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُوْنَ-

'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হ'তে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত (সত্য) কোন ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ'? *(ফাতির ৩৫/৩)*।

কারো মনে প্রশ্নের উদয় হ'তে পারে, যুগে যুগে মানুষ মোটর সাইকেল, বাস, ট্রাক, বিমান, রকেট ইত্যাদি তৈরী করেছে। ভবিষ্যতে আরো আশ্চর্যজনক অনেক কিছুই তৈরী করবে। তাহ'লে কি মানুষকে দুনিয়াবী এ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলা যায় না? উত্তরে বলা যায়, মানুষ মূলতঃ সৃষ্টিকর্তা নয়। সে আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করে। সে উদ্ভাবক মাত্র। প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ। আর এই নতুন নতুন আবিষ্কারের জ্ঞানও আল্লাহ প্রদত্ত।

আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে কাফিরদের বিশ্বাস : কাফিরেরা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। ফেরাউন, আবু জাহল, আবু লাহাব সকলেই আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করত। আল্লাহ বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُوْنَ- اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ-

'যদি তুমি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। তাহ'লে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। যদি তুমি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস কর, আকাশ হ'তে বৃষ্টি বর্ষণ করে কে ভূমিকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর

---

৩৬. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-ক্বাওলুল মুফীদ 'আলা কিতাবিত তাওহীদ ১/৯।*

পর? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুধাবন করে না' *(আনকাবূত ২৯/৬১-৬৩)*।

(খ) إفـــراد الله بالملـــك তথা সবকিছুর মালিক হিসাবে আল্লাহকে এক বিশ্বাস করা : আসমান-যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে এসব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّه مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض 'আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহই' *(আলে ইমরান ৩/১৮৯)*।

কারো মনে প্রশ্নের উদয় হ'তে পারে যে, মানুষও তো বাড়ী, গাড়ী সহ অনেক কিছুর মালিক হয়ে থাকে। তাহ'লে মানুষকে কি মালিক বলা যায় না?

জবাবে বলব, আসমান-যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষের মালিকানা প্রকৃত মালিকানা নয়। কেননা মানুষ চাইলেই তার মালিকানাধীন সম্পদ নষ্ট করতে পারে না। সে চাইলেই তার নিকটে গচ্ছিত টাকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে না। যদি কেউ তার সম্পদ অযথা নষ্ট করে তাহ'লে পরকালে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহকে সবকিছুর মালিক হিসাবে কাফিরদের বিশ্বাস : কাফিররা আল্লাহকে সবকিছুর মালিক হিসাবেও বিশ্বাস করে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ بِيَده مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُوْنَ- سَيَقُوْلُوْنَ للّه قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُوْنَ-

'জিজ্ঞেস কর, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দেন ও যার উপরে আশ্রয়দাতা কেউ নেই, যদি তোমরা জান। সত্বর তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তাহ'লে কিভাবে তোমরা জাদুগ্রস্ত হচ্ছ?' *(মুমিনূন ২৩/৮৮-৮৯)*।

(খ) إفراد الله بالتدبير তথা সব কিছুর নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক হিসাবে আল্লাহকে এক মানা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ-

'তুমি জিজ্ঞেস কর, কে তোমাদেরকে আকাশ ও ভূমি থেকে রিযিক দিয়ে থাকেন। কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃত হ'তে এবং কে মৃতকে জীবিত হ'তে বের করে আনেন এবং কে সবকিছু পরিচালনা করেন? নিশ্চয়ই তারা বলবে, আল্লাহ। অতএব তুমি বল, তাহ'লে কেন তোমরা তাঁকে ভয় কর না'? *(ইউনুস ১০/৩১)*।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহই সবকিছু পরিচালনা করে থাকেন। আর এটাও প্রমাণিত হ'ল যে, কাফিররা আল্লাহকে সবকিছুর পরিচালক হিসাবে বিশ্বাস করে।

সম্মানিত পাঠক! বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা, সব কিছুর মালিক ও পরিচালক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম توحيــد الربوبيــة (তাওহীদুর রুবূবিয়াহ)। ইহুদী, নাছারা, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রায় সকলেই এ প্রকার তাওহীদে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্র রুবূবিয়াতে বিশ্বাস করে না এমন নাস্তিক পৃথিবীতে থাকলেও তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। এক্ষেত্রে মুসলমানদের আক্বীদার সাথে অধিকাংশ কাফিরের মিল রয়েছে। কিন্তু কাফিরেরা রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করলেও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। বরং তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে বিভিন্ন কিছুকে শরীক করেছে। তারা কেউ মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করতে চাচ্ছে, আবার কেউ লিঙ্গ পূজা, গোপূজা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করতে চাচ্ছে। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِه أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى-

'যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, (তারা বলে) আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে' *(যুমার ৩৯/৩)*।

[চলবে]

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

মূল (উর্দূ) : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(৩য় কিস্তি)

আহলেহাদীছ একটি গুণবাচক নাম ও ইজমা :

সালাফে ছালেহীন-এর আছার হ'তে নিম্নে ৫০টি উদ্ধৃতি পেশ করা হ'ল। যেগুলোর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, আহলেহাদীছ উপাধি ও গুণবাচক নামটি সম্পূর্ণ সঠিক। আর এর উপরেই ইজমা রয়েছে।

১. বুখারী : ইমাম বুখারী (মৃঃ ২৫৬ হিঃ) 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেছেন, يعني أَهْلُ الْحَدِيث অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আহলেহাদীছ'।[৩৭]

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তানের (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) সূত্রে একজন রাবী (বর্ণনাকারী) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, لم يكن من أهل الحديث 'তিনি আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'।[৩৮]

২. মুসলিম : ইমাম মুসলিম (মৃঃ ২৬১ হিঃ) 'মাজরূহ' বা সমালোচিত রাবীদের সম্পর্কে বলছেন, هم عند أهل الحديث متهمون 'তারা আহলেহাদীছদের নিকটে (মিথ্যার দোষে) অপবাদগ্রস্ত'।[৩৯]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরো বলেছেন, وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله، 'আমরা হাদীছ ও আহলেহাদীছদের মাযহাব-এর ব্যাখ্যা করেছি'।[৪০]

ইমাম মুসলিম আইয়ূব আস-সিখতিয়ানী, ইবনে আওন, মালেক বিন আনাস, শু'বাহ বিন হাজ্জাজ, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান, আব্দুর রহমান বিন মাহদী এবং তাদের পরে আগতদেরকে আহলেহাদীছদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (من أهل الحديث) বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।[৪১]

৩. শাফেঈ : একটি দুর্বল বর্ণনার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (মৃঃ ২০৪ হিঃ) বলেছেন, لا يثبت أهل الحديث مثله، 'এ জাতীয় বর্ণনাকে আহলেহাদীছগণ প্রমাণিত মনে করেন না'।[৪২]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا، 'আমি যখন আহলেহাদীছ-এর কোন ব্যক্তিকে দেখি, তখন যেন আমি রাসূল (ছাঃ)-কেই জীবিত দেখি'।[৪৩]

৪. আহমাদ বিন হাম্বল : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (মৃঃ ২৪১ হিঃ)-কে 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟ 'সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি যদি আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ) না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'?[৪৪]

৫. ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান : ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) সুলাইমান বিন ত্বারখান আত-তায়মী সম্পর্কে বলেছেন, كان التيمي عندنا من أهل الحديث، 'আমাদের নিকট তায়মী আহলেহাদীছদের অন্যতম ছিলেন'।[৪৫]

হাদীছের একজন রাবী ইমরান বিন কুদামাহ আল-'আম্মী সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া আল-ক্বাত্তান বলেছেন, ولكنه لم يكن من أهل الحديث، 'কিন্তু তিনি আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'।[৪৬]

৬. তিরমিযী : আবু যায়েদ নামক একজন রাবীর ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (মৃঃ ২৭৯ হিঃ) বলেছেন, وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، 'আহলেহাদীছদের নিকটে আবু যায়েদ একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি'।[৪৭]

৭. আবুদাঊদ : ইমাম আবুদাঊদ আস-সিজিস্তানী (মৃঃ ২৭৫ হিঃ) বলেছেন, عند عامة أهل الحديث 'সাধারণ আহলেহাদীছদের নিকটে...'।[৪৮]

---

* *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

৩৭. *খত্বীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৭, সনদ ছহীহ; আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ, ১/২৪৬।*

৩৮. *আত-তারীখুল কাবীর, ৬/৪২৯; আয-যু'আফাউছ ছাগীর, পৃঃ ২৮১।*

৩৯. *ছহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃঃ ৬ (প্রথম অনুচ্ছেদের আগে); অন্য আরেকটি সংস্করণ, ১/৫।*

৪০. *ঐ।*

৪১. *ছহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃঃ ২২, 'মু'আন'আন' হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করার বিশুদ্ধতা' অনুচ্ছেদ; অন্য আরেকটি সংস্করণ, ১/২৬; তৃতীয় আরেকটি সংস্করণ, ১/২৩।*

৪২. *ইমাম বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, ১/২৬০, সনদ ছহীহ।*

৪৩. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৮৫, সনদ ছহীহ।*

৪৪. *হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ২, হা/২, সনদ হাসান; ইবনু হাজার আসক্বালানী এটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ফাৎহুল বারী, ১৩/২৯৩, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা।*

৪৫. *মুসনাদু আলী ইবনুল জা'দ, হা/১৩৫৪, ১/৫৯৪; সনদ ছহীহ; আরেকটি সংস্করণের হাদীছ নং ১৩১৪; ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল, ৪/১২৫, সনদ ছহীহ।*

৪৬. *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল, ৬/৩০৩, সনদ ছহীহ।*

৪৭. *তিরমিযী, হা/৮৮।*

৪৮. *রিসালাতু আবী দাউদ ইলা মাক্কা ফী ওয়াছফি সুনানিহি, পৃঃ ৩০; পাণ্ডুলিপি, পৃঃ ১।*

৮. নাসাঈ : ইমাম নাসাঈ (মৃঃ ৩০৩ হিঃ) বলেছেন, ومنفعةً لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقـرآن، 'ইসলামের অনুসারীগণ, আহলেহাদীছ, আহলে ইলম, আহলে ফিক্বহ এবং আহলে কুরআন-এর উপকারিতার জন্য'।[৪৯]

৯. ইবনে খুযায়মাহ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব ইবনে খুযায়মাহ নিশাপুরী (মৃঃ ৩১১ হিঃ) একটি হাদীছের ব্যাপারে বলেছেন, لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقـل، 'আমরা আহলেহাদীছ আলেমদের মাঝে কোন মতানৈক্য দেখিনি যে, এই হাদীছটি বর্ণনার দিক থেকে ছহীহ'।[৫০]

১০. ইবনু হিব্বান : হাফেয মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান আল-বুসতী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) একটি হাদীছের উপর নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন : ذكر خبر شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث، حيث حرموا توفيق الإصابة لمعنـاه، 'ঐ হাদীছের বর্ণনা, যার মাধ্যমে কতিপয় মু'আত্তিলা (নির্গুণবাদী) আহলেহাদীছদের প্রতি দোষারোপ করেছে। কেননা এরা এ হাদীছের সঠিক মর্ম অনুধাবনের তৌফিক থেকে বঞ্চিত হয়েছে'।[৫১]

অন্য এক জায়গায় হাফেয ইবনু হিব্বান আহলেহাদীছদের এই গুণ বর্ণনা করেছেন যে, ينتحلون السنن ويذبون عنـها ويقمعون من خالفهـا، 'তারা হাদীছের প্রতি আমল করেন, এর হেফাযত করেন এবং সুন্নাত বিরোধীদের মূলোৎপাটন করেন'।[৫২]

১১. আবু 'আওয়ানাহ : ইমাম আবু 'আওয়ানাহ আল-ইসফারাইনী (মৃঃ ৩১৬ হিঃ) একটি মাসআলা সম্পর্কে ইমাম মুযানী (রহঃ)-কে বলছেন, اختلاف بين أهل الحـديث 'এ বিষয়ে আহলেহাদীছদের মাঝে মতভেদ রয়েছে'।[৫৩]

১২. ইজলী : ইমাম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ আল-ইজলী (মৃঃ ২৬১ হিঃ) ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা সম্পর্কে বলেন, وكان بعض أهل الحديث يقول هو أثبت الناس في حديث الزهري، 'কতিপয় আহলেহাদীছ বলতেন যে, তিনি যুহরীর হাদীছ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত'।[৫৪]

১৩. হাকেম : আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকেম নিশাপুরী (মৃঃ ৪০৫ হিঃ) ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, إمام أهل الحديث 'তিনি আহলেহাদীছদের ইমাম'।[৫৫]

১৪. হাকেম কাবীর : আবু আহমাদ আল-হাকেম আল-কাবীর (মৃঃ ৩৭৮ হিঃ) شعار أصحاب الحـديث 'আহলেহাদীছদের নিদর্শন' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটির অনুবাদ লেখকের তাহকীক সহ প্রকাশিত হয়েছে।[৫৬]

১৫. ফিরইয়াবী : মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী (মৃঃ ২১২ হিঃ) বলেছেন, رأينا سفيان الثوري بالكوفـة وكنـا جماعة من أهل الحديث، 'আমরা সুফিয়ান ছাওরীকে কুফাতে দেখেছি। এমতাবস্থায় আমরা আহলেহাদীছদের একটা জামা'আত ছিলাম'।[৫৭]

১৬. ফিরইয়াবী : জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আল-ফিরইয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ) ইবরাহীম বিন মূসা আল-ওয়াযদূলী (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, وله ابن من أصحاب الحديث يقال لـه اسـحاق 'তার এক আহলেহাদীছ পুত্র রয়েছে। যার নাম ইসহাক্ব'।[৫৮]

১৭. আবু হাতিম আর-রাযী : আসমাউর রিজালের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হাতিম আর-রাযী (মৃঃ ২৭৭ হিঃ) বলেছেন, واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، 'কোন বিষয়ের উপরে আহলেহাদীছদের ঐক্যমত হুজ্জাত বা দলীল হিসাবে গণ্য হয়'।[৫৯]

১৮. আবু ওবাইদ : ইমাম আবু ওবাইদ ক্বাসেম বিন সাল্লাম (মৃঃ ২২৪ হিঃ) একটি আছার সম্পর্কে বলেছেন, وقد يأخذ بهذا بعـض أهـل الحـديث، 'কতিপয় আহলেহাদীছ এই আছারটি গ্রহণ করেছেন'।[৬০]

১৯. আবুবকর বিন আবুদাঊদ : ইমাম আবুদাঊদ আস-সিজিস্তানীর অধিকাংশের নিকট বিশ্বস্ত পুত্র আবুবকর বিন আবুদাঊদ বলছেন,

ولا تك من قوم تلهو بدينهم * فتطعن في أهل الحديث وتقدح

---

৪৯. *নাসাঈ, হা/৪১৪৭, ৭/১৩৫; আত-তা'লীক্বাতুস সালাফিইয়াহ, হা/৪১৫২। [এখানে হাদীছকে অস্বীকারকারী প্রচলিত 'আহলে কুরআন' নামক ভ্রান্ত দলটিকে বুঝানো হয়নি। আর যারা হাদীছকে অস্বীকার করে তাদেরকে আহলে কুরআন বলে সম্বোধন করাও ঠিক নয়। কারণ তারা কুরআনের অনুসরণ করে না; বরং তারা প্রবৃত্তিপূজারী-অনুবাদক]।*

৫০. *ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ, হা/৩১, ১/২১।*

৫১. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান, হা/৫৬৬; আরেকটি সংস্করণ, হা/ ৫৬৫; [যারা মহান আল্লাহ্র ছিফাতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরকে মু'আত্তিলা বলা হয়।-অনুবাদক]।*

৫২. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান, হা/৬১২৯; অন্য আরেকটি সংস্করণ, হা/৬১৬২; আরো দেখুন : আল-ইহসান, ১/১৪০, ৬১ নং হাদীছের পূর্বে।*

৫৩. *মুসনাদু আবী 'আওয়ানাহ, ১/৪৯।*

৫৪. *মা'রিফাতুছ ছিক্বাত, ১/৪১৭; নং ৬৩১; আরেকটি সংস্করণের নং ৫৭৭।*

৫৫. *আল-মুস্তাদরাক, হা/৭১০, ১/১৯৮।*

৫৬. *দেখুন: মাসিক 'আল-হাদীছ', ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৪-২৮।*

৫৭. *আল জারহু ওয়াত তা'দীল, ১/৬০, সনদ ছহীহ।*

৫৮. *ইবনে আদী, আল-কামিল, ১/২৭১; আরেকটি সংস্করণ, ১/৪৪০, সনদ ছহীহ।*

৫৯. *কিতাবুল মারাসীল, পৃঃ ১৯২, অনুচ্ছেদ ৭০৩।*

৬০. *আবু ওবাইদ, কিতাবুত তুহূর, পৃঃ ১৭৪; ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত্ব, ১/২৬৫।*

‘তুমি ঐ লোকদের দলভুক্ত হয়ো না, যারা স্বীয় দ্বীনকে নিয়ে খেল-তামাশা করে। নতুবা তুমিও আহলেহাদীছদেরকে তিরস্কার ও দোষারোপ করবে’।[৬১]

২০. ইবনু আবী আছিম : ইমাম আহমাদ বিন আমর বিন আয-যাহহাক বিন মাখলাদ ওরফে ইবনে আবী আছিম (মৃঃ ২৮৭ হিঃ) একজন রাবী সম্পর্কে বলছেন, رجل من أهـــل الحديث ثقة ‘তিনি আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি’।[৬২]

২১. ইবনু শাহীন : হাফেয আবু হাফছ ওমর বিন শাহীন (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ) ইমরান আল-‘আম্মী সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া আল-ক্বাত্ত্বানের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, ولكن لم يكن من أهـــل الحـــديث ‘কিন্তু তিনি (ইমরান) আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’।[৬৩]

২২. আল-জাওযাজানী : আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম বিন ইয়াকূব আল-জাওযাজানী (মৃঃ ২৫৯ হিঃ) বলেছেন, ثم الشائع في أهل الحـــــديث ‘অতঃপর আহলেহাদীছদের মাঝে প্রসিদ্ধ রয়েছে...’।[৬৪]

২৩. আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী : ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী (মৃঃ ২৫৯ হিঃ) বলেছেন, ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ‘দুনিয়াতে এমন কোন বিদ‘আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না’।[৬৫]

প্রতীয়মান হ’ল যে, যে ব্যক্তি আহলেহাদীছদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা আহলেহাদীছদেরকে মন্দ নামে ডাকে, সে ব্যক্তি পাক্কা বিদ‘আতী।

২৪. আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী : ইমাম বুখারী ও অন্যান্যদের উস্তাদ ইমাম আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী (মৃঃ ২৩৪ হিঃ) একটি হাদীছের ব্যাখ্যায় বলছেন, يعني أهل الحـــديث ‘অর্থাৎ তারা হ’লেন আহলেহাদীছ (আছহাবুল হাদীছ)’।[৬৬]

২৫. কুতায়বা বিন সাঈদ : ইমাম কুতায়বা বিন সাঈদ (মৃঃ ২৪০ হিঃ) বলেছেন, ... إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنــه علـــى الـــسنة ‘যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে সে আহলেহাদীছদেরকে ভালোবাসে, তবে বুঝবে সে সুন্নাতের উপরে আছে’।[৬৭]

২৬. ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী : বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুহাদ্দিছ ইমাম ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ)। ‘তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ ফির রদ্দি আলা আ‘দায়ে আহলিল হাদীছ’ (تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحـــديث) নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থে তিনি আহলেহাদীছ-এর দুশমনদের কঠিনভাবে জবাব প্রদান করেছেন।

২৭. বায়হাক্বী : আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী (মৃঃ ৪৫৮ হিঃ) মালেক বিন আনাস, আওযাঈ, সুফিয়ান ছাওরী, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, হাম্মাদ বিন যায়েদ, হাম্মাদ বিন সালামাহ, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ প্রমুখকে আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত (من أهـــل الحديث) লিখেছেন।[৬৮]

২৮. ইসমাঈলী : হাফেয আবু বকর আহমাদ বিন ইবরাহীম আল-ইসমাঈলী (মৃঃ ৩৭১ হিঃ) একজন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, لم يكن من أهـــل الحـــديث، ‘তিনি আহলেহাদীছ ছিলেন না’।[৬৯]

২৯. খত্বীব : খত্বীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) আহলেহাদীছদের ফযীলত সম্পর্কে ‘শারফু আছহাবিল হাদীছ’ (شـــرف أصـــحاب الحـــديث) নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেটি প্রকাশিত। ‘নাছীহাতু আহলিল হাদীছ’ (نصيحة أهـــل الحـــديث) নামক গ্রন্থখানাও খত্বীবের দিকে সম্পর্কিত।[৭০]

৩০. আবু নু‘আইম ইস্পাহানী : আবু নু‘আইম ইস্পাহানী (মৃঃ ৪৩০ হিঃ) একজন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, لا يخفى علـــى علماء أهل الحـــديث فـــساده، ‘আহলেহাদীছ আলেমদের নিকটে তার ফাসাদ গোপন নয়’।[৭১]

তিনি বলেছেন, وذهب الشافعي مذهب أهل الحديث ‘ইমাম শাফেঈ আহলেহাদীছের মাযহাবের অনুকূলে গেছেন’।[৭২]

৩১. ইবনুল মুনযির : হাফেয মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আন-নায়সাপুরী (মৃঃ ৩১৮ হিঃ) স্বীয় সঙ্গী-সাথী এবং ইমাম শাফেঈ ও অন্যান্যদেরকে আহলেহাদীছ বলেছেন।[৭৩]

---

৬১. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুর্রী, কিতাবুশ শরী‘আহ, পৃঃ ৯৭৫, সনদ ছহীহ।
৬২. আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, ১/৪২৮, হা/৬০৪।
৬৩. ইবনে শাহীন, তারীখু আসমাইছ ছিক্বাত, হা/১০৮৪।
৬৪. আহওয়ালুর রিজাল, পৃঃ ৪৩, রাবী নং ১০। আরো দেখুন : পৃঃ ২১৪।
৬৫. মা‘রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪, নং ৬, সনদ ছহীহ।
৬৬. তিরমিযী, হা/২২২৯; আরিযাতুল আহওয়াযী, ৯/৭৪।
৬৭. শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/১৪৩, সনদ ছহীহ।
৬৮. বায়হাক্বী, কিতাবুল ই‘তিকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবীলির রাশাদ, পৃঃ ১৮০।
৬৯. মুহাম্মাদ বিন জিবরীল আন-নিসবী, কিতাবুল মু‘জাম, ১/৪৬৯, নং ১২১।
৭০. তারীখু বাগদাদ, ১/২২৪, নং ৫১।
৭১. আল-মুস্তাখরাজ আলা ছহীহ মুসলিম, ১/৬৭, অনুচ্ছেদ ৮৯।
৭২. হিলয়াতুল আওলিয়া, ৯/১১২।

৩২. আজুর্রী : ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুর্রী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) আহলেহাদীছদেরকে নিজ ভাই সম্বোধন করে বলেছেন, نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، 'আমার ভ্রাতৃমণ্ডলী আহলে কুরআন, আহলেহাদীছ, আহলে ফিক্বহ এবং অন্যান্য সকল মুসলিমের প্রতি আমার নছীহত'।[৭৪]

সতর্কীকরণ : হাদীছ অস্বীকারকারীদেরকে আহলে কুরআন বা আহলে ফিক্বহ বলা ভুল। আহলে কুরআন, আহলেহাদীছ, আহলে ফিক্বহ প্রভৃতি উপাধি ও গুণবাচক নাম একই জামা'আতের নাম। *আল- হামদুলিল্লাহ*।

৩৩. ইবনু আব্দিল বার্র : হাফেয ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বার্র আল-আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বলেছেন, وقالت طائفة من أهل الحديث، 'আহলেহাদীছদের একটি দল বলেছে...'।[৭৫]

৩৪. ইবনু তায়মিয়া : হাফেয ইবনু তায়মিয়া আল-হার্রানী (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فَإِمَامَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ. وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَنَحْوُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. لَيْسُوا مُقَلِّدِينَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا هُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ- 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। ইমাম বুখারী ও আবুদাঊদ ফিক্বহের ইমাম ও মুজতাহিদ (মুত্বলাক্ব) ছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মাহ, আবু ই'য়ালা, বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। আর তারা মুজতাহিদ মুত্বলাক্বও ছিলেন না'।[৭৬]

সতর্কীকরণ : উক্ত বড় বড় মুহাদ্দিছ ইমামগণের সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার এমনটা বলা যে, 'তারা কোন মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ছিলেন না' অগ্রহণযোগ্য।

৩৫. ইবনে রশীদ : ইবনে রশীদ আল-ফিহরী (মৃঃ ৭২১ হিঃ) ইমাম আইয়ূব আস-সিখতিয়ানী এবং অন্যান্য বড় বড় আলেমদের সম্পর্কে বলেছেন, من أهل الحديث 'তারা আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন'।[৭৭]

৩৬. ইবনুল ক্বাইয়িম : হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (মৃঃ ৭৫১ হিঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ 'ক্বাছীদা নূনিয়া'তে লিখেছেন,

يا مبغضا أهل الحديث وشاتما * أبشر بعقد ولاية الشيطان

'হে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ও গালি প্রদানকারী! তুমি শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুসংবাদ গ্রহণ কর'।[৭৮]

৩৭. ইবনু কাছীর : হাফেয ইসমাঈল ইবনে কাছীর আদ-দিমাশক্বী (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ) সূরা বনু ইসরাঈলের ৭১ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. 'কতিপয় সালাফ বলেছেন, আহলেহাদীছদের জন্য এটি সবচেয়ে বড় মর্যাদা। কেননা তাদের ইমাম হ'লেন নবী করীম (ছাঃ)'।[৭৯]

৩৮. ইবনুল মুনাদী : ইমাম ইবনুল মুনাদী আল-বাগদাদী (মৃঃ ৩৩৬ হিঃ) ক্বাসেম বিন যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া আল-মুতার্রিয সম্পর্কে বলেছেন, وكان من أهل الحديث والصدق 'তিনি আহলেহাদীছ ও সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন'।[৮০]

৩৯. শীরাওয়াইহ আদ-দায়লামী : দায়লামের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমাম শীরাওয়াইহ (মৃঃ ৫০৯ হিঃ) বিন শাহারদার আদ-দায়লামী আব্দূস (আব্দুর রহমান) বিন আহমাদ বিন আব্বাদ আছ-ছাক্বাফী আল-হামাদানী সম্পর্কে স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন, روى عنه عامة أهل الحديث ببلدنا وكان ثقة متقنا- 'আমাদের এলাকার আম আহলেহাদীছগণ তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন'।[৮১]

৪০. মুহাম্মাদ বিন আলী আছ-ছূরী : বাগদাদের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আছ-ছূরী (মৃঃ ৪৪১ হিঃ) বলেছেন,

قل لمن عاند الحديث * وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه

أبعلم تقول هذا، أبن لي * أم بجهل فالجهل خلق السفيه

أيعاب الذين هم حفظوا * الدين من الترهات والتمويه-

'হাদীছের সাথে শত্রুতা পোষণকারী এবং আহলেহাদীছদেরকে দোষারোপকারীদেরকে বলে দাও! আমাকে বল যে, তুমি কি জেনে-বুঝে নাকি অজ্ঞতাবশে

---

৭৩. *দেখুন: আল-আওসাত্ব, ২/৩০৭, হা/৯১৫-এর আলোচনা।*
৭৪. *আশ-শারী'আহ, পৃঃ ৩; অন্য আরেকটি সংস্করণ, পৃঃ ৭।*
৭৫. *আত-তামহীদ, ১/১৬।*
৭৬. *মাজমূঊ ফাতাওয়া, ২০/৪০।*
৭৭. *আস-সুনানুল আবয়ান, পৃঃ ১১৯, ১২৪।*
৭৮. *আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ ফিল ইনতিছার লিল ফিরক্বাতিন নাজিয়াহ, পৃঃ ১৯৯, 'নিশ্চয়ই আহলেহাদীছরাই রাসূল (ছাঃ)-এর সাহায্যকারী এবং তাদের বৈশিষ্ট্য' অনুচ্ছেদ।*
৭৯. *ইবনে কাছীর, ৪/১৬৪।*
৮০. *তারীখু বাগদাদ, ১২/৪৪১, নং ৬৯১০, সনদ হাসান।*
৮১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/৪৩৮। আল-হামাদানীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সঠিক। কারণ যাহাবী তার কিতাব হ'তে বর্ণনা করেন।*

এমনটি বলছ? আর অজ্ঞতা তো নির্বোধের স্বভাব। তাদেরকে কি দোষারোপ করা যায়, যারা দ্বীনকে বাতিল ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা থেকে হেফাযত করেছে'?[৮২]

৪১. সুয়ূত্বী : يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ '(স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা (অর্থাৎ নবী অথবা আমলনামা সহ) আহ্বান করব' *(বনু ইসরাঈল ৭১)* আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) বলেন, ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك لأنه لا إمام لهم غيره– 'আহলেহাদীছদের জন্য এর চাইতে অধিক ফযীলতপূর্ণ বক্তব্য আর নেই। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছাড়া আহলেহাদীছদের কোন ইমাম নেই'।[৮৩]

৪২. ক্বিওয়ামুস সুন্নাহ : ক্বিওয়ামুস সুন্নাহ (হাদীছের ভিত্তি) খ্যাত ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল (মৃঃ ৫৩৫ হিঃ) ইস্পাহানী বলেছেন, ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة– 'আহলেহাদীছদের বর্ণনা। আর এরাই ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত হক্বের উপরে বিজয়ী থাকবে'।[৮৪]

৪৩. রামহুরমুযী : কাযী হাসান বিন আব্দুর রহমান বিন খাল্লাদ আর-রামহুরমুযী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) বলেছেন, وقد شرف الله الحديث وفضل أهله 'আল্লাহ হাদীছ ও আহলেহাদীছদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন'।[৮৫]

৪৪. হাফছ বিন গিয়াছ : হাফছ বিন গিয়াছ (মৃঃ ১৯৪ হিঃ)-কে আছহাবুল হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, هم خير أهل الدنيا 'তারা (আহলেহাদীছ) দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি'।[৮৬]

৪৫. নাছর বিন ইবরাহীম আল-মাক্বদেসী : আবুল ফাতহ নাছর বিন ইবরাহীম আল-মাক্বদেসী (মৃঃ ৪৯০ হিঃ) লিখেছেন, باب فضيلة أهل الحديث، 'আহলেহাদীছদের মর্যাদা সম্পর্কে অনুচ্ছেদ'।[৮৭]

৪৬. ইবনু মুফলিহ : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুফলিহ আল-মাক্বদেসী (মৃঃ ৭৬৩ হিঃ) বলেছেন, أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق– 'আহলেহাদীছরাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যারা হক্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছেন'।[৮৮]

৪৭. আল-আমীর আল-ইয়ামানী : মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-আমীর আল-ইয়ামানী (মৃঃ ১১৮২ হিঃ) বলেছেন, عليك بأصحاب الحديث الأفاضل تجد عندهم كل الهدي والفضائل– 'মর্যাদাবান আহলেহাদীছদেরকে আঁকড়ে ধরবে। তুমি তাদের নিকটে সব ধরনের হেদায়াত ও গুণাবলী পাবে'।[৮৯]

৪৮. ইবনুছ ছালাহ : ছহীহ হাদীছের সংজ্ঞা প্রদানের পরে হাফেয ইবনুছ ছালাহ আশ-শাহরাযূরী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ) লিখেছেন, فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، 'এটি ঐ হাদীছ, যাকে ছহীহ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে আহলেহাদীছদের মাঝে কোন মতভেদ নেই'।[৯০]

৪৯. আছ-ছাবূনী : আবূ ইসমাঈল আব্দুর রহমান বিন ইসমাঈল আছ-ছাবূনী (মৃঃ ৪৪৯ হিঃ) عقيدة السلف أصحاب الحديث 'সালাফ : আহলেহাদীছদের আক্বীদা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন । এতে তিনি বলেছেন, ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه– 'আহলেহাদীছগণ এ আক্বীদা পোষণ করেন এবং (এ কথার) সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাত আসমানের উপরে তাঁর আরশের উপরে রয়েছেন'।[৯১]

৫০. আব্দুল ক্বাহির আল-বাগদাদী : আবূ মানছূর আব্দুল ক্বাহির বিন ত্বাহের বিন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের সীমান্তবর্তী অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنة 'তারা সকলেই আহলুস সুন্নাহ-এর মধ্য থেকে আহলুল হাদীছ-এর মাযহাবের উপরে আছেন'।[৯২]

উক্ত ৫০টি উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, মুহাজির, আনছার এবং আহলে সুন্নাত-এর মতই মুসলমানদের অন্যতম গুণবাচক নাম ও উপাধি হ'ল 'আহলেহাদীছ'। এই (আহলেহাদীছ) উপাধিটি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে। কোন একজন ইমামও আহলেহাদীছ নাম ও উপাধিকে কখনো ভুল, নাজায়েয বা বিদ'আত বলেননি। এজন্য কতিপয় খারেজী এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের আহলেহাদীছ নামটিকে অপসন্দ করা, এটাকে বিদ'আত এবং দলবাজি বলে আখ্যায়িত করে হাসি-

---

৮২. *যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ৩/১১১৭, নং ১০০২, সনদ হাসান; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৭/৬৩১; ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম, ১৫/৩২৪।*
৮৩. *তাদরীবুর রাবী, ২/১২৬, ২৭তম প্রকার।*
৮৪. *আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ওয়া শারহু আক্বীদাতি আহলিস সুন্নাহ, ১/২৪৬।*
৮৫. *আল-মুহাদ্দিছুল ফাছিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়া'ঈ, পৃঃ ১৫৯, নং ১।*
৮৬. *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৩, হা/৩, সনদ ছহীহ।*
৮৭. *আল-হুজ্জাতু 'আলা তারিকিল মাহাজ্জাহ, ১/৩২৫।*
৮৮. *আল-আদাবুশ শারঈয়াহ, ১/২১১।*
৮৯. *আর-রাওযুল বাসিম ফিয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল ক্বাসিম, ১/১৪৬।*
৯০. *মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ (ইরাকীর ব্যাখ্যা সহ), পৃঃ ২০।*
৯১. *আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ১৪।*
৯২. *উছূলুদ দ্বীন, পৃঃ ৩১৭।*

ঠাট্টা করা আসলে সকল মুহাদ্দিছ এবং মুসলিম উম্মাহ্র ইজমার বিরোধিতা করার শামিল।[৯৩]

এগুলো ব্যতীত আরো অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে। যেগুলোর দ্বারা 'আহলুল হাদীছ' বা 'আছহাবুল হাদীছ' প্রভৃতি গুণবাচক নামসমূহের প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্মানিত মুহাদ্দিছগণের উক্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য সমূহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, আহলেহাদীছ ঐ সকল ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন মুহাদ্দিছ ও সাধারণ জনগণের উপাধি, যারা তাক্বলীদ ছাড়াই সালাফে ছালেহীনের বুঝের আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ্র উপরে আমল করেন। আর তাদের আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার অনুকূলে। স্মর্তব্য যে, আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাত একই দলের গুণবাচক নাম।

কতিপয় বিদ'আতী একথা বলে যে, শুধু মুহাদ্দিছগণকেই 'আহলেহাদীছ' বলা হয়ে থাকে। চাই তিনি (মুহাদ্দিছ) আহলে সুন্নাতের মধ্য থেকে হোন বা বিদ'আতীদের মধ্য থেকে হোন। তাদের এ বক্তব্য সালাফে ছালেহীনের বুঝের বিপরীত হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। বিদ'আতীদের উক্ত বক্তব্য দ্বারা একথা মেনে নেয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় যে, পথভ্রষ্ট লোকদেরকেও 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' বলে অভিহিত করতে হবে। অথচ এ ধরনের বক্তব্য বাতিল হওয়ার বিষয়টি সাধারণ জনগণের কাছেও পরিষ্কার। কতিপয় রাবীর ব্যাপারে স্বয়ং মুহাদ্দিছগণ একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি আহলেহাদীছের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[৯৪]

দুনিয়ার প্রত্যেক বিদ'আতী আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। তবে কি প্রত্যেক বিদ'আতীই নিজের প্রতিও ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে? অতএব হক এটাই যে, 'আহলেহাদীছ'-এর বৈশিষ্ট্যগত নাম ও উপাধির হকদার স্রেফ দু'শ্রেণীর লোক। ১. হাদীছ বর্ণনাকারীগণ (মুহাদ্দিছগণ)। ২. হাদীছের উপরে আমলকারীগণ (মুহাদ্দিছগণ এবং তাঁদের অনুসারী সাধারণ জনগণ)। হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলছেন, ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً واتباعه باطناً وظاهراً وكذلك أهل القرآن– 'আমরা আহলেহাদীছ বলতে কেবল তাদেরকেই বুঝি না যারা হাদীছ শুনেছেন, লিপিবিদ্ধ করেছেন বা বর্ণনা করেছেন। বরং আমরা আহলেহাদীছ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকি, যারা হাদীছ মুখস্থকরণ এবং গোপন ও প্রকাশ্যভাবে তার জ্ঞান লাভ ও অনুধাবন এবং অনুসরণ করার অধিক হকদার। অনুরূপভাবে আহলে কুরআনও'।[৯৫] হাফেয ইবনে তায়মিয়ার উক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, আহলেহাদীছ দ্বারা মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের অনুসারী সাধারণ জনগণ উদ্দেশ্য।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আহলেহাদীছ কোন বংশানুক্রমিক ফিরক্বা নয়। বরং এটি একটি আদর্শিক জামা'আত। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি আহলেহাদীছ, যিনি কুরআন, হাদীছ ও ইজমার উপরে সালাফে ছালেহীনের বুঝের আলোকে আমল করেন এবং এর উপরেই স্বীয় বিশ্বাস পোষণ করেন। আর নিজেকে আহলেহাদীছ (আহলে সুন্নাত) বলার অর্থ আদৌ এটা নয় যে, এখন এই ব্যক্তি জান্নাতী হয়ে গেছে। এখন নেক আমল সমূহ বর্জন, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নিজের মন মতো জীবন যাপন করা যাবে। বরং ঐ ব্যক্তিই সফলকাম, যিনি আহলেহাদীছ (আহলে সুন্নাত) নামের মর্যাদা রক্ষা করে স্বীয় পূর্বসূরীদের মতো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন। প্রকাশ থাকে যে, মুক্তির জন্য কেবল নামের লেবেলই যথেষ্ট নয়। বরং হৃদয় ও মস্তিষ্কের পবিত্রতা এবং ঈমান ও আক্বীদার পরিশুদ্ধিতার সাথে সাথে সৎ কর্ম সমূহের উপরেই কেবল নাজাত নির্ভরশীল। এরূপ ব্যক্তিই আল্লাহ্র অনুগ্রহে চিরস্থায়ী মুক্তির হকদার হবে ইনশাআল্লাহ।

[চলবে]

---

৯৩. *এই সাথে পাঠ করুন বিগত যুগের ৩০৪ জন শ্রেষ্ঠ আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের তালিকা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বিরচিত ডক্টরেট থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' পৃঃ ৫০-৫২ এবং ৬৬-৭৩।-অনুবাদক।*

৯৪. *ঐ, ২১ ও ২৮ নং উদ্ধৃতি দ্রঃ।*

৯৫. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/৯৫।*

আদালত পাড়ার সেই দিনগুলো

*শামসুল আলম**

(শেষ কিস্তি)

২০০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে চার দলীয় জোট সরকারের ঐতিহাসিক মিথ্যাচারে আমরা আদৌ বিচলিত ও ভীত ছিলাম না। কারণ আমাদের মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল যে, 'আমরা হকের ওপরে আছি। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই আমরা ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। যার ফল আমরা পরবর্তীতে পেয়েছি। এ অংশে বগুড়ার আদালত, জেলখানা সহ অন্যান্য কিছু স্মরণীয় ঘটনা তুলে ধরা হ'ল।-

বগুড়ার কিছু স্মরণীয় ঘটনা :

মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে বগুড়া জেলখানায় ফাঁসির সেলে ফ্যানবিহীন ছোট একটি প্রাচীন কক্ষে রাখা হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ও প্রস্থ ৬ ফুট। তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকার আমীরে জামা'আতকে এখানে রাখার মাধ্যমে সম্ভবতঃ আমাদেরকে এ বার্তাই দিতে চেয়েছিল যে, এবার ডঃ গালিবকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার কেউ নেই। কিন্তু তাদের এ খাহেশ ও অপকৌশল আল্লাহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

এখানে ফাঁসির আসামীদের ও পাশের কক্ষগুলিতে আগত হাজতী আসামীদের হৈ চৈ ও নানা আচরণে তাঁর কষ্ট হ'ত। ফ্যান, চেয়ার-টেবিল পাওয়া তো দূরের কথা সামান্য মশারীও দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে প্রচণ্ড গরমে ঐ ছোট কক্ষে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তিনি সবই হাসিমুখে ছবর করতেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। হাজতী-কয়েদীরা স্যারকে খুবই সম্মান করত। স্যারের সংস্পর্শে এসে অনেকে বিড়ি-সিগারেট ও নেশা ছেড়েছে। অনেকে নিয়মিত ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়েছে। তিনি প্রতিদিন সকালে তাদেরকে কুরআনের তাফসীর শুনাতেন এবং বিভিন্ন দো'আ-দরূদ মুখস্ত করাতেন। অনেকে প্রকাশ্যে আহলেহাদীছ হয়ে গেছেন। *আলহামদুলিল্লাহ*। শুধু এখানে নয়, যে জেলখানায় তিনি থেকেছেন, সেখানেই দাওয়াতী কাজ করেছেন এবং অনেকের মধ্যে এরূপ বিরাট একটা পরিবর্তন এসেছে। অনেক কারারক্ষী আজও স্যারের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করেন। এমনকি আমরা তাদের অনেককে রাজশাহী মারকাযে এসে সরাসরি স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখেছি।

(১) ৯.০৩.০৫ইং সকালে বগুড়া আদালতে প্রথম ওঠানোর দিন স্যারের যামিন আবেদনের জন্য কোন উকিল রাযী হয়নি। হাফীযুর ভাই উকিল বারে বসে সিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তারা বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যান। তখন অন্যান্যদের মধ্যে ১০/১২ জন উকিল একযোগে বলে ওঠেন, আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। স্যার সম্পর্কে আমরা ভালভাবেই জানি। তাঁকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হয়েছে। কেউ তাঁর পক্ষে না দাঁড়ালেও আমরা দাঁড়াবো। কোন পয়সা লাগবে না। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হিন্দু উকিল। তিনি জোরে শোরে বলেন, স্যার কখনো রাজনীতি করতেন না। অথচ আজ তিনি নোংরা রাজনীতির শিকার। আমরা তাঁর জন্য সাধ্যমত ফাইট করব'। একই কথা বলেছিলেন, পিরোজপুর যেলার কৌরিখাড়া মহিলা কলেজের জনৈক হিন্দু অধ্যাপক। যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন।

তরুণ উকিলদের এইরূপ ভক্তি ও ভালবাসা দেখে হাফীযুর ভাই তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেন।

(২) স্যারের মুক্তির দাবীতে বগুড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' মিছিল বের করবে। সেজন্য এসপি ছাহেবের কাছে তারা গিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোন পার্টি করেন? আপনাদের লীডার কে? জবাবে তারা স্যারের নাম করেন। তাতে এসপি ছাহেব খুশী হয়ে বলেন, আমি রিম্যাণ্ডে তাঁকে দেখেছি ও সামনা-সামনি তাঁর কথা শুনেছি। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। তাঁর সংগঠন প্রকৃত অর্থেই ইসলামী সংগঠন। আপনারা মিছিল করুন। আমরা জানি আপনারা গাড়ী ভাংচুর করবেন না। জনগণের জান-মালের কোন ক্ষতি করবেন না। আমাদেরও কোন পুলিশ লাগবে না। অন্যদল হ'লে তাদের ১০ জনকে সামাল দিতে আমাদের ২০ জন পুলিশ লাগে।

অতঃপর বিশাল মিছিল বের হয়। যা জেলখানা সহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সাত মাথায় এসে জনসভায় মিলিত হয়। স্যারের ভক্ত জমাদার ও কারারক্ষীগণ মিছিলের এ দৃশ্য এবং শ্লোগান ও জনসভার খবর স্যারকে জানিয়ে দেন।

(৩) ২০০৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী। নতুন আইজি প্রিজন এসেছেন জেল পরিদর্শনে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ সুপারকে প্রশ্ন করলেন, এখানে ডঃ গালিব আছেন না? অতঃপর ফিরে এলেন ফাঁসির সেলে। আর্মী অফিসার তার নিজস্ব ঢংয়ে স্যারের সেলের সামনে গিয়ে সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করে বলেন, স্যার আপনার কি প্রয়োজন? তড়িঘড়ি করে স্যার বলেন, কয় দিন পরেই তো গ্রীষ্মকাল শুরু হবে। একটা ফ্যান হ'লে ভাল হয়। সাথে সাথে জেল সুপারকে নির্দেশ দিলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফ্যান টাঙিয়ে দিতে। পরে সুপারের অনুমতি নিয়ে স্যারকে ফ্যান, মশারী, চেয়ার ও টেবিল কিনে দেওয়া হয়। ডেপুটি জেলার-এর ভাষ্য হ'ল আমার ২৯ বছরের চাকুরী জীবনে একজন হাজতী আসামীর জন্য আইজি প্রিজনের পক্ষ থেকে এরূপ সম্মান করার ঘটনা কখনো দেখিনি।

(৪) কারাগার লাইব্রেরীতে কিছু বই দিতে হবে। আমি ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম ভাই সংগঠনের কিছু বই নিয়ে গেলাম কারাগার লাইব্রেরীতে দেয়ার জন্য। জেল সুপার ছাহেব বইগুলো চেক করতে করতে স্যারের ডক্টরেট থিসিসটি (আহলেহাদীছ আন্দোলন

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ) তাঁর হাতে পড়ে গেল। তিনি চমকে উঠলেন। বললেন, 'এই যে আন্দোলন, এটা আবার কি?' বললাম, কেন? সমস্যা কোথায়? উনি বললেন, 'আপনারা তাবলীগ করবেন, আন্দোলন কেন'? বিষয়টি আমরা তাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি যেন বুঝতে চান না। বরং তারা 'আন্দোলন' শব্দটাকেই ভয় পায়।

(৫) ২০০৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর ঘটনা। আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে বগুড়া আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে একটি সম্মেলন হবে। ড. মুছলেহুদ্দীন, মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আমীরে জামা'আতের ছেলে নাজীব সহ কয়েকজন আমরা সকালে আখতার মাদানীর বাসায় অবস্থান করছি। আমার আশঙ্কা ছিল প্রশাসন আমাদের সম্মেলন করতে দিবে না। প্রথমে ডিসি ছাহেব আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে অনুমতি দিয়েছিলেন। পরক্ষণে তা বাতিল করে সাত মাথায় পৌরপার্কে অনুমতি দেন। ড. মুছলেহুদ্দীন ভাই বললেন, আপনি সম্মেলন স্থলে চলে যান। আমি গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য। যেতে না যেতেই জানলাম, পুলিশ সম্মেলন বন্ধ করে দিয়েছে এবং মাইক খুলে নিয়ে চলে গেছে। সমাবেশস্থল পুলিশ ঘিরে রেখেছে। ভাবলাম, কি করা যায়? এদিকে হাযার হাযার মানুষ সমবেত হচ্ছে। দায়িত্বশীলসহ সকলকে বলা হ'ল কেউ যাবেন না এবং ধৈর্য হারাবেন না। দেখি কি করা যায়। বললাম, ডিসি অফিসে যেতে হবে। আমি, আব্দুর রহীম ভাই, আখতার মাদানী, ছহীমুদ্দীন গামা ভাইসহ বেশ কয়েকজন গেলাম ডিসি অফিসে। প্রথমে ডিসি'র পিএস-এর সাথে সবকিছু খুলে বলা হ'ল। বললাম, আমরা ডিসি ছাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। উনি বললেন, স্যার ব্যস্ত। শিক্ষক নিয়োগের ভাইভা চলছে। এখন দেখা করা যাবে না। অনেক কিছু বুঝিয়েও যখন আমাদের অনুরোধ রক্ষা করা হ'ল না। তখন জোরে চিৎকার করে পি.এস-এর টেবিল চাপড়িয়ে বললাম, 'আপনার বসকে বলে দেন আমরা আমাদের নির্ধারিত প্রোগ্রাম করতে চললাম। পারলে পুলিশ বাধা দিয়ে বন্ধ করুক'! এই বলেই আমরা বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। উনি বললেন, হুযুর! হুযুর! আপনারা একটু থামুন, দেখি ডিসি স্যার কি বলেন! উনি ডিসি ছাহেবের কাছে গেলেন এবং হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে আমাদেরকে বললেন, 'আপনারা ডিসি স্যারের সাথে দেখা করতে পারবেন, তবে ৩ জন যান। আব্দুর রহীম ভাই, আখতার ভাই ও আমি গেলাম। ডিসি ছাহেব আমাদেরকে দেখেই স্বাভাবিক হয়ে হাসিমুখে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে বসালেন। দেখলাম, একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ও আর একজন মিলে ভাইভা বোর্ড চলছে। আমাদের কথা বললাম এবং প্রোগ্রাম করতে চাইলাম। উনি বললেন, দেখেন তারেক জিয়া আজ আসার কথা আছে। আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত হ'তে পারে। আমি বললাম, আমাদেরকে সম্মেলন করতে না দিলে বরং আইন-শৃংখলা আরও বেশী বিঘ্নিত হ'তে পারে। তাছাড়া আপনার লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে আমরা শান্তি-শৃংখলার সাথে কেবল আমাদের নেতা প্রফেসর ড. গালিব স্যার সহ নেতৃবৃন্দের মুক্তির কথা বলতে চাই। অন্য কিছু নয়। বললাম, আমাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চলছে। এদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা আমাদের কথা দেশের মানুষের সামনে পেশ করতে পারব না, তা তো হ'তে পারে না? উনি আমাদের গঠনমূলক কথা শুনে ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে বললেন, 'ঠিক আছে আপনারা সম্মেলন করেন'। এই বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এসপিকে ফোনে বলে দিলেন। উনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা চলে আসলাম।

অতঃপর সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন হ'ল। সেদিন অগ্নিঝরা বক্তব্য প্রদান করেন বক্তাগণ। আমি যখন বক্তব্য দিই তখন ড. মুছলেহুদ্দীন ভাই এবং মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ মঞ্চে উঠলেন। পরে উনারা আমাকে বললেন, আপনি এমন বক্তব্য দিতে পারেন, তা তো আগে জানতাম না। বাস্তবে আমি কোন বক্তা নই। বক্তব্য দিতেও জানি না। তবে সেদিনের বিষয়টি ছিল ভিন্ন। সত্যি সেদিন যেন আমাদের হৃদয়-মন থেকে যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাস্তব কথাগুলো নির্ভয়ে জাতির সামনে তুলে ধরার সাহস দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। মুছলেহুদ্দীন ভাই বললেন, আজ আমীরে জামা'আত গ্রেফতার হয়েছেন বটে; তবে এখন দেশে এমনি করে কেউবা বক্তা, কেউবা শিল্পী, কেউবা কবি, কেউবা প্রতিবাদী হয়ে ময়দানে নেমে সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য বড় পাওয়া।

(৬) আমি ও স্যারের মেজ ছেলে নাজীব স্যারের সাথে দেখা করতে গিয়ে কিছু খাবার দিচ্ছি। আমরা একটু তাড়াতাড়ি করছিলাম। ডেপুটি জেলার কিছুটা বিরক্তির সুরে বললেন, 'আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ড. গালিব স্যার কোন সাধারণ মানুষ নন, উনি কেবল এদেশের নন, বরং আন্তর্জাতিক মানের একজন ব্যক্তিত্ব। উনি আমাদের জাতীয় সম্পদ। উনার জন্য আপনারা কি দিচ্ছেন, সেটা কি আমরা পরীক্ষা করে দেখব না? যদি তাঁর সামান্যতম ক্ষতি হয়, এর জন্য আমাদের চাকুরী থাকবে না।

(৭) বগুড়া কারাগারের কর্মকর্তাগণ আমাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতেন। একদিন এক জমাদার ভাইকে বললাম, 'ভাই এখন তো নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আমরা এখনও যামিন পাচ্ছি না, কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন, 'আপনাদের সম্পর্কে সবারই ধারণা খুবই ভাল। বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগ দিয়ে ড. গালিব স্যার সম্পর্কে ভিতরে-বাইরে নিখুঁতভাবে যাচাই করা হয়েছে। এমনকি এখনও হচ্ছে। মনে হয়, স্যার এখন সোনার চেয়েও খাঁটি। শুধু তাই নয় আমার মনে হয়, স্যার এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে ভাল এবং নিখুঁত মানুষ। উনার ওপর আল্লাহ্র বিশেষ রহমত আছে। দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি উনি যামিনে বেরিয়ে আসবেন।

(৮) বগুড়ায় স্যারের মামলা পরিচালনাকারী উকিলদের উপর বিশেষ মহল থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। এসময়

জনৈক হিন্দু এ্যাডভোকেট-এর সাথে কোর্টে প্রায়ই দেখা হ'ত। উনি আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন। একদিন তিনি বললেন, 'জামায়াতে ইসলাম ড. গালিব স্যারকে ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি তিনি একজন নির্দোষ ব্যক্তি। উনার মত একজন স্বনামধন্য মানুষকে ওরা নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি এবং পারবেও না। আপনারা কোন চিন্তা করবেন না'।

(৯) ২০০৫ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট যামিনে মুক্তি লাভের সময় পর্যন্ত স্যার অধিকাংশ সময় বগুড়া জেলেই থাকতেন। বিস্ফোরণ ও খুনের মামলা সহ তিনটি মামলায় হাযিরা দেওয়ার জন্য যখনই তাঁকে আদালতে আনা হ'ত, তখনই আদালত প্রাঙ্গণে ও বারান্দায় শত শত মানুষের ভিড় জমে যেত। রক্ষী পুলিশেরা প্রায়ই বলত, স্যারের লোকগুলি সবাই যেন একই রকম। যখন তিনি বারান্দা দিয়ে নেমে এসে পুলিশের গাড়ীতে উঠতেন, এটুকু সময়ের মধ্যে শত শত মানুষ একটু মুছাফাহা করার জন্য এবং এক নযর দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত। অনেকের চোখে থাকত পানি।

(১০) যেদিন স্যারের ছেলেরা দেখতে যেত, সেদিন জেল গেইটের সামনে বহু মানুষ জমে যেত গেইটের ফাঁক দিয়ে এক নযর দেখার জন্য। আদালত থেকে ফিরে জেল গেইটে প্রবেশের সময় একই অবস্থা হ'ত। রক্ষী পুলিশেরা এটা জানতেন। ফলে তারাও সম্মান করে একটু সুযোগ দিতেন। এমনকি শুনেছি যে, ফাঁসির সেল থেকে বেরিয়ে জেল গেইট পর্যন্ত আসার সামান্য দূরত্ব অতিক্রমের সময় জেলখানার বিভিন্ন ওয়ার্ডের হাজতী-কয়েদীরা স্ব স্ব গেইটের সামনে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে থাকত স্যারকে দেখার জন্য। দূর থেকে তারা হাত উঁচু করে সালাম জানাত।

(১১) অন্য যারা ঐ সময় বগুড়া জেলে ছিলেন, তাদের কাছে শুনেছি বগুড়া জেলে প্রথম প্রবেশের কিছু পরে ঈদুল ফিৎরের ছালাতের জন্য সেল থেকে বের করে স্যারকে ময়দানে আনা হয়। তখন ইমাম ছাহেব ও অন্যান্য মুছল্লীদের অনুরোধে স্যারকে ইমামতি করতে বলা হয়। স্যার রাযী হ'লেন না। আহলেহাদীছ কয়েদীরা যিদ করলে তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তাকবীর কমবেশী হ'লেও পরস্পরের পিছনো ছালাত আদায় করা জায়েয। আমি নিজেই ইমামের ইক্তেদা করব। তোমরাও ইক্তেদা কর। তখন তারা শান্ত হয়। ছালাত শেষে ইমাম ও সকলের অনুরোধে স্যার খুৎবা দেন। আরবীতে হামদ ও ছানা শেষে বাংলায় খুৎবা কিছুটা হ'তেই কারা কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে স্যার দ্রুত খুৎবা শেষ করেন। অতঃপর আসার সময় হাজতী-কয়েদীরা স্যারের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং ভক্তি ভরে দো'আ চায়। স্যারের আরবী খুৎবা ও তেলাওয়াত শুনে অনেকের উক্তি আজ যেন বগুড়া জেলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতা নাযিল হয়েছে'। পরে সুপার ছাহেব বললেন, স্যার আপনাকে কেন বাইরে আনি না এখন বুঝতে পারছেন কি? সরকার আপনাকে ভয় পায়। যদি আপনি আজকে পুরাপুরি খুৎবা দিতেন, তাহ'লে কালই সরকারের কাছে খবর হয়ে যেত এবং আমাদের চাকুরী যেত।

(১২) যামিন লাভের পর মামলায় হাযিরা দেওয়ার জন্য স্যার যখনই বগুড়া আদালতে যেতেন, তখনই বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার শত শত মানুষের ভিড় জমে যেত। এরই মধ্যে চোখে পড়ত কয়েকজন অতিবৃদ্ধ মানুষ। তারা হ'লেন, জনাব জসীমুদ্দীন, রামেশ্বরপুর, গাবতলী; যার বয়স ৯০-এর ওপরে। ২য় জন আব্বাস আলী মাস্টার, (বেড়েরবাড়ি, ধুনট) বয়স ১০০-এর উপর। ৩য় জন জনাব রহীমুদ্দীন, বয়স তখন ১০৮ বছর (বৃ-কুষ্টিয়া)। ঐ শরীর নিয়ে অতি কষ্টে তিনি ৩য় তলায় আদালত কক্ষের সামনে গিয়ে বসতেন। ২০১৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ১১২ বছর বয়সে ইনি মৃত্যুবরণ করেন। ৪র্থ জন হ'লেন মাস্টার তোযাম্মেল হোসাইন, গাবতলী। ২০১৪ সালের ১৩ই আগস্ট ৭৯ বছর বয়সে তিনিও মারা যান। স্যার তাদের প্রত্যেককে নতুন জামা-কাপড় হাদিয়া দেন। ৩য় জনের মৃত্যুর পরে স্যার সেখানে যান ও তার কবর যিয়ারত করেন। ৪র্থ জনের মৃত্যুতে গাবতলী হাইস্কুল ময়দানে বৃষ্টিপাতের মধ্যে স্যার স্বয়ং তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। স্যারের জন্য এঁদের কষ্ট, ত্যাগ ও প্রাণখোলা দো'আ করা দেখে আমাদের মনে আরও সাহস ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হ'ত। আমরা মৃত-জীবিত সকলের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করি। আল্লাহ যেন ইহকাল ও পরকালে তাদেরকে এর উত্তম জাযা দান করেন।

(১৩) বগুড়ায় একজন ভক্ত ছিলেন এখনও আছেন। যিনি স্যারকে 'স্পিরিট হাউজ' বলেন। ১৯৮৯ সালের দিকে তিনি একবার রাজশাহী সাধুর মোড়ে স্যারের ভাড়া বাসায় আসেন। না বসেই তিনি চলে যেতে উদ্যত হ'লে স্যার তাকে আটকান। তখন তিনি বলেন, আমি আপনার গবেষণায় ক্ষতি করব না। কেবল দেখতে এসেছিলাম Spirit House ঠিক আছে কি না। কারণ সারা দেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন চলছে এই হাউজ থেকেই'। আজও পর্যন্ত ঐ মহব্বত তিনি বজায় রেখে চলেছেন। হাযিরার প্রায় প্রতিটি দিনেই তাঁকে আমরা দেখতাম।

(১৪) আদালত থেকে স্যার জেল গেইটে নেমেছেন। এমন সময় বগুড়া শাহারপুকুর থেকে এক মুরব্বী তার ছেলেকে সাথে এনেছেন, স্যারের কাছ থেকে দো'আ নেওয়ার জন্য। কারণ ছেলেটি চাকুরীর জন্য সিঙ্গাপুর যাবে। ছেলেটি 'যুবসংঘে'র কর্মী। স্যার তাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দো'আ করলেন, বাবা যেখানেই থাক দ্বীনকে হাত ছাড়া করো না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে ভুলো না। ঐ ছেলেটির নাম মো'আযযাম। যার মাধ্যমে এখন সিঙ্গাপুরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তুঙ্গে অবস্থান করছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

(১৫) **'ডিভিশন' লাভ :**

ফখরুদ্দীন আহমাদের দু'বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আসেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সেক্যুলার শিক্ষকও গ্রেফতার হন। যারা ছিলেন স্যারের

চাইতে অনেক জুনিয়র। তারা রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে ‘ডিভিশন’ পান। এ বিষয়টি প্রমাণ হিসাবে পেশ করে আপিল করলে বগুড়া যেলা আদালত এক প্রকার বাধ্য হয়েই স্যারের জন্য ১৯শে সেপ্টেম্বর’০৭ থেকে ‘ডিভিশন’ মঞ্জুর করেন। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ স্যারকে ফাঁসির সেলেই রাখার চেষ্টা করেন। সংকীর্ণ সেলে চৌকি প্রবেশ করাতে ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে পার্শ্ববর্তী বহু দিনের পরিত্যক্ত টিন শেড কিশোর ওয়ার্ডের এক পাশে তাঁকে রাখা হয়। যা ছিল মশার ডিপো। যার সামনের দিকে ছিল ৪তলা ওয়ার্ডের ২২টি টয়লেটের সারি। স্যার আপত্তি করেও কোন লাভ হয়নি। এখানে বসেই স্যার ‘তাফসীরুল কুরআন’-এর কাজ শুরু করেন । এখানে আসার প্রথম দিন বিকালে সামনের ৪তলা ওয়ার্ড থেকে কারাবন্দী ভাই আব্দুর রহীম (বগুড়া যেলা সভাপতি) স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পরবর্তীতে ১৬ই জানুয়ারী’০৮ বুধবার সন্ধ্যায় স্যারকে কারা মেডিকেলের দোতলায় স্থানান্তরিত করা হয়। যেখানে ‘ডিভিশন’ প্রাপ্ত বিভিন্ন এমপি-মন্ত্রীদের রাখা হয়। এখানেও আসার পরদিন আব্দুর রহীম ভাই স্যারকে দেখতে আসেন। এখানে বগুড়ার তিন তিনবারের এমপি হেলালুযযামান তালুকদার লালুকে তিনি কারাবন্দী হিসাবে পান। এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় বেক্সিমকো-র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ রহমানের সাথে। যিনি ৩.০৫.০৮ইং শনিবার দিবাগত রাতে এসে ১০.০৫.০৮ইং শনিবার বিকালে পুনরায় কাশিমপুর কারাগারে চলে যান।

(১৬) **ঈদুল ফিৎরের ছালাত থেকে বঞ্চিত :**

১৪.১০.০৭ইং জেলখানায় ঈদুল ফিৎরের জামা‘আত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্যার ভাবছেন অন্যবারের ন্যায় এবারও তাঁকে জামা‘আতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু না। কর্তৃপক্ষের কোনরূপ সাড়া না পেয়ে অবশেষে নিজ কক্ষেই একাকী দু’রাক‘আত ঈদের ছালাত আদায় করেন। বস্তুতঃ এটাই ছিল তাঁর জীবনে প্রথম ঈদ, যা তিনি প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জামা‘আতে পড়তে পারেন নি।

ঈদুল আযহার ছালাতেও তাঁকে বাইরে জামা‘আতে নেওয়া হয়নি। তখন তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে কারারক্ষীদের সহায়তায় কিশোর ওয়ার্ডের ছেলেদের নিয়ে ওয়ার্ডের মধ্যে খোলা স্থানে নিজ ইমামতিতে ঈদের ছালাত আদায় করেন।

উল্লেখ্য যে, কিশোর ওয়ার্ড ছেড়ে মেডিকেলে যাওয়ার কয়েক কাশিমপুর কারাগার থেকে বগুড়া যেলা কারাগারে ট্রান্সফার করা হ’লে তাকে তিনদিন উক্ত কিশোর ওয়ার্ডে রাখা হয়। পরে এখান থেকে পুনরায় তাঁকে কাশিমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়।

(১৭) বগুড়াতে আমীরে জামা‘আতের তিনটি মামলা। একটি গাবতলীতে বোমা বিস্ফোরণ মামলা। অন্য দু’টি হ’ল শাহজাহানপুর থানার লক্ষ্মীকোলায় গানের প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা ও মানুষ হত্যা মামলা। বোমা বিস্ফোরণ ও হত্যা মামলাকে দু’টি মামলায় পরিণত করা হয়েছে স্রেফ মামলাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য ও আসামীকে দীর্ঘ দিন কারাগারে রাখার জন্য। গাবতলী বোমা বিস্ফোরণ মামলায় স্যার বেকসুর খালাস পান ৩০.৯.১০ইং তারিখে। অতঃপর শাহজাহানপুর বিস্ফোরণ মামলায় বেকসুর খালাস পান ৩১.৭.১১ইং তারিখে। অথচ একই ঘটনায় পৃথকভাবে দায়েরকৃত হত্যা মামলায় তিনি বেকসুর খালাস পান ২০.১১.১৩ইং তারিখে। বিস্ফোরণেই যিনি নির্দোষ প্রমাণিত হ’লেন, সেখানে তিনি কিভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটালেন? এই ভিত্তিহীন বিষয়টির বিচার করতে আদালতের লাগল প্রায় আড়াই বছর। বিচারের এই দীর্ঘসূত্রিতা স্রেফ সরকারী ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ বিরোধী কুচক্রীমহল ও জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা স্যারকে ফাঁসাতে চেয়েছিল এই মামলাগুলোতেই। অবশেষে দেখা গেল মূল আসামী সরকার ধরতে পারেনি বা ইচ্ছাকৃতভাবে ধরেনি। কারণ জনশ্রুতি ছিল যে, সে ছিল একজন জেএমবি সদস্য। যে অন্য মামলায় কারাগারে ছিল এবং তার সাথীদের কাছে বিষয়টি জানিয়েছিল। অথচ নিরপরাধ মানুষগুলিকে নিয়ে বিচারের নামে সরকার প্রহসন করল এবং বাদী পক্ষ ও জনগণকে প্রতারণা করল।

অতিরিক্ত যেলা জজ আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসা গাবতলী থানার আই,ও’র বক্তব্য ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ ষড়যন্ত্রের শিকার এবং আমরা যা করেছি উপরের নির্দেশে করেছি মাত্র’। ডঃ গালিব স্যারের মত এমন একজন উঁচুমানের মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসরের সামনে তাঁরই বিরুদ্ধে আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হ’ল’। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি স্যারের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

পরবর্তীতে হাইকোর্ট বগুড়ার গাবতলী ও শাহজাহানপুর থানার দু’টি মামলায় ডাইরেকশনের (২০.০২.০৮ইং) মাধ্যমে যথাক্রমে ৩ মাস ও ৬ মাসের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। উক্ত সময়ের মধ্যে মামলা শেষ করতে না পারলে যেলা আদালত তাঁকে যামিন দিবে। পরে ঠিক সেভাবেই যামিন দিয়েছিল বগুড়ার যেলা আদালত।

হাইকোর্টে শুনানীর সময় জাস্টিস খাদেমুল ইসলাম এক পর্যায়ে বলেন, ‘ডঃ গালিব ইউনিভার্সিটির একজন সিনিয়র প্রফেসর হয়ে তিনি কি করে একটা যাত্রা মঞ্চে বোমা হামলা করতে পারেন ও মানুষ খুন করতে পারেন, এটা আমার বোধগম্য নয়। ধরে নিলাম বাংলা ভাই ও আব্দুর রহমান আহলেহাদীছ এবং এই অপরাধে তারা দোষী। কিন্তু এদেশে যে লক্ষ লক্ষ আহলেহাদীছ বাস করেন, তারা কি সকলে একই দোষে দোষী হ’তে পারে’? সেদিন সরকারী উচ্চ আইন কর্মকর্তাগণ মাথা নীচু করে চুপ থেকেছিলেন। প্রথম দিনে যামিন হবে কিন্তু জুনিয়র জাস্টিসের অস্বীকৃতির কারণে পারেননি। অতঃপর বেশ কয়েক দিন ধরে জোরালো শুনানীর পর এই ডাইরেকশন দিয়েছেন সম্মিলিতভাবে। যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে নিম্ন আদালত যামিন দিয়েছিল।

Contents

(১৮) **যামিনে মুক্তি লাভ :**

হাইকোর্টের ডাইরেকশন অনুযায়ী বিচার শেষ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে বগুড়া স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল স্যারের যামিন মঞ্জুর করেন। সকাল থেকে অগণিত নেতা-কর্মী জেল গেইটের অদূরে ও শহরের বিভিন্ন স্থানে জমা হয়েছেন। আমরা সবাই গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে আছি কখন তিনি বের হবেন। ভয় হচ্ছে অন্য অনেকের মত জেল গেইট থেকে বের হওয়ার পরেই পুনরায় তাঁকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে ফিরিয়ে নেয় কি না। দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আমাদের তখন হার্টফেল করার মত অবস্থা। ইতিমধ্যে সাদা পোষাকে গোয়েন্দাদের উপস্থিতি ও গাড়ী দেখে পিলে চমকানোর মত অবস্থা। প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে থাকলাম আর মহান আল্লাহ্র বারগাহে হৃদয় নিংড়ানো আকুতি জানাতে থাকলাম। অবশেষে সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও হতাশাকে ছিন্ন করে স্যার বেরিয়ে আসলেন। *আলহামদুলিল্লাহ*। মনে হ'ল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। মজার ব্যাপার হ'ল, সাদা পোষাকে আসা গোয়েন্দা সদস্যরাই এসকর্ট করে স্যারকে রাজশাহী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমীরে জামা'আতের যামিনে মুক্তির সেই দিনটি আমাদের নিকট চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(১৯) স্যারকে নিয়ে বগুড়া জেল গেইট থেকে সন্ধ্যার পর রওয়ানা হয়ে মাইক্রোতে শাকপালা পর্যন্ত এসেছি। চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে মোবাইল ফোনে এক মহিলার জিজ্ঞাসা, বাবা কি সত্যিই বেরিয়েছেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ। মহিলার বিশ্বাস হয় না। অবশেষে স্যার মোবাইলে তাকে সালাম দিলেন। বৃদ্ধা মহিলা বললেন, বাবা তোমার জন্য মাগরিবের ছালাতের পর থেকে জায়নামাযে বসে আছি তুমি মুক্তি পেলে শুকরিয়ার ছালাত আদায় করবো বলে। বাবা তুমি ভাল থাক'।

(২০) যামিনে মুক্তি লাভের পর শুরু হ'ল বাকী আইনী লড়াই। সরকার চান শাহজাহানপুর থানার খুনের মামলায় জিতে গিয়ে তাঁকে পুনরায় কারাগারে নিতে। বগুড়ার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারক জনাব আনোয়ার হোসাইন-এর আদালতের ঘটনা। এখানে অনেক দিন ধরে উক্ত মামলার সাক্ষী চলছে। তবুও সরকারী পক্ষ সাক্ষী হাযির করতে পারছে না। মামলা দীর্ঘায়িত করার জন্য তারা বার বার তারিখ পিছিয়ে দিতে বলেন। আমাদের উকিল সাক্ষী ক্লোজ করার আবেদন করেন। সে সময় শাহজাহানপুর থানা থেকে ওসির প্রতিনিধি এসেছিলেন সময় নেওয়ার জন্য। বিজ্ঞ বিচারক এবার পিপিকে বললেন, 'আপনি সাক্ষী হাযির করেন না কেন? উনি বললেন, আমরা তো অনেক সাক্ষী নিয়ে এসেছি। জজ তখন বললেন, এ সাক্ষী তো আসামী পক্ষই নিয়ে এসেছে, আপনারা কি করেন? পিপি বললেন, মাননীয় আদালত সাক্ষী নিয়ে আসার দায়িত্ব আমার নয়, থানার ওসির। তখন পাশে অবস্থানরত এসআইকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, সাক্ষী নিয়ে আসতে পারেন না কেন? তিনি মাথা নিচু করে থাকলেন। বিচারক সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন- 'একে কাষ্টডিতে দাও'। মুহূর্তে তাকে কাঠ গড়ার মধ্যে কিছু সময় জেল খাটতে হ'ল। এই দৃশ্য দেখে কোর্টে অবস্থানরত সকলে হতবাক হয়ে গেল। অর্থাৎ বিচারক সেদিন বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, এভাবে একজন নিরীহ সম্মানিত ব্যক্তিকে আপনারা (প্রশাসন) আর কত দিন কষ্ট দিবেন?

এই দৃশ্য দেখে আমরা সেদিন বলেছিলাম, এখনও দেশে কিছু ভাল বিচারক আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য পরবর্তী তারিখের আগেই তাঁকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়।

এরপর আসলেন আর এক বিচারক। তিনি মামলাটি আবার দীর্ঘায়িত করতে চাইলেন। ৩/৪ মাস পরপর তারিখ দেন। এক পর্যায়ে জানতে পারলাম, এ মামলা তিনি শেষ করবেন না। আমরা বললাম, মামলা এখান থেকে ট্রান্সফার করতে হবে। আবেদন অনুযায়ী অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত-৩-য়ে মামলা চলে গেল। *আলহামদুলিল্লাহ*। কিন্তু এখানে কোন জজ না থাকায় ১নং আদালতে এর সাক্ষী চলতে থাকে। 'এই ১নং আদালতে ইতিপূর্বে আমীরে জামা'আতের ২টি মামলার রায় হয়। জজ সাক্ষী ক্লোজ করলেন। কিন্তু রায় আর দেন না। শুনলাম উনিও রায় দিবেন না। বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। স্যারও বিরক্ত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, দেখ আর কতকাল এভাবে এই মামলায় সময়, শ্রম, অর্থ নষ্ট হবে! এদেশে আইন বলে কি কিছু নেই। কিছুদিন পর নতুন জজ এল। ভাবলাম ভালই হ'ল। আমি পরপর দুই তারিখে যাইনি। সম্ভবতঃ ঢাকায় যরূরী কোন কাজে ছিলাম। শুনলাম নতুন জজ এসেও আবার দীর্ঘদিন পরপর তারিখ দিচ্ছে। জানা গেল তিনিও এই মামলার রায় দিবেন না। তিনিও নানা অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করছেন। ভাবলাম এর জন্য আবার হাইকোর্টে যেতে হবে না কি?

(২১) **সর্বশেষ মামলা থেকে খালাস :** অবশেষে ২০.১১.১৩ইং বুধবার রায় ঘোষণার দিন ধার্য হ'ল। স্যার সহ আমরা সকলে উপস্থিত। শত শত মানুষের ভিড়। সকলের চোখে-মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। কারণ কি রায় হয়? তবে আমার মনের জোর ছিল, যেহেতু মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণে কেউই স্যারের নাম উচ্চারণ করেনি, সেহেতু আল্লাহ্র ইচ্ছায় অবশ্যই আমাদের পক্ষে রায় হবে। রায়ের অপেক্ষায় সময় পার হ'তে লাগলো। অবশেষে দুপুর গড়িয়ে বিকাল ৪.১২ মিনিটে সকলের কাংখিত এই ঐতিহাসিক রায়টি ঘোষিত হ'ল। সংক্ষিপ্ত ৩ মিনিটে বিচারক রায়ের মূল অংশ পাঠ করে ঘোষণা করলেন, 'ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ অন্যান্য আসামীগণকে অত্র মামলা থেকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হ'ল'! *আলহামদুলিল্লাহ।* অতঃপর আদালতের মসজিদে গিয়ে সকলে শুকরিয়ার সিজদা করেন।

চারিদিকে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করল। শত শত মানুষ, সংগঠনের কর্মী, সুধী এবং আদালত পাড়ার উকিল, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আনন্দের দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নব বিজয়ের নিশান উড়ছে। আর এ বিজয় আমাদের অতীতের সকল কষ্ট-ক্লেশ দূর করে দিয়েছে। এই রায়ের মাধ্যমে চারদলীয় জোট সরকারের চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্তি পেলেন আমীরে জামা'আত।

কলংকমুক্ত হল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। যা আনুষ্ঠানিকভাবে আজ (২০.১১.২০১৩) প্রমাণিত হ'ল দীর্ঘ ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন আইনী লড়াইয়ের পর।

সেদিন এ আনন্দের খবর শুনে ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত স্যারের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব যে মেসেজটি আমার কাছে প্রেরণ করেছিল তা আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছিল। তার মেসেজের সারকথা ছিল-

'প্রফেসর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব জোট সরকারের দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা সমূহ থেকে বেকসুর খালাস পাওয়াতে বাংলাদেশের আহলেহাদীছগণ যেন ঈদের আনন্দ অনুভব করছে। বিদেশে থেকেও আমরা তা পূর্ণভাবে অনুভব করছি। চিরকাল এভাবেই হক বিজয়ী হয়। *ফালিল্লাহিল হামদ*'।

এ সময় আদালতে উপস্থিত গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান স্যারের বেকসুর খালাসের খবর জানিয়ে ৪.৩৩ মিনিটে ছাকিবকে নিম্নোক্ত মেসেজ পাঠান-

we were anxiously waiting for a judgement which is expected to just fill our poor hearts with endless joy and pleasure and Alhamdulillah just now we have got it.

('আমরা গভীর উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করছিলাম একটি রায়ের জন্য, যা আমাদের দুর্বল হৃদয়গুলিকে সীমাহীন আনন্দ ও খুশীতে ভরে দেবে। আলহামদুলিল্লাহ! এইমাত্র আমরা সেটা পেলাম')।

এর উত্তরে ৪.৩৬ মিনিটে 'ছাকিব' নিম্নোক্ত জবাবটি প্রেরণ করে।- Alhamdulillah, Chacha! Thank you so much for your inspiring message. It just made us feel so delighted of having Allah beside us. May Allah be with us always and continue to guide us to the way of Jannah, and let us fulfill our duties to the Ummah as much as possible. Ameen!

(আলহামদুলিল্লাহ, চাচা! অনুপ্রেরণাদায়ক মেসেজটি পাঠানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এটি আমাদেরকে খুবই আনন্দিত করেছে এজন্য যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ সর্বদা আমাদের সহায় থাকুন এবং আমাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করুন! তিনি যেন আমাদেরকে উম্মতের প্রতি আমাদের কর্তব্য সমূহ সাধ্যমত পালনের তাওফীক দান করেন- আমীন!)।

এত দ্রুত এত সুন্দর জওয়াব পাঠানোর জন্য প্রধান ছাহেব তার জন্য প্রাণভরে দো'আ করেন।

দীর্ঘ দিন পর মামলার রায় হ'ল বটে। কিন্তু প্রকৃত আসামী ধরা পড়লো না। মাঝখানে স্যারকে প্রধান আসামী বানিয়ে তাঁর সাথে কয়েকজন নিরীহ মানুষকে কারা নির্যাতন ভোগ করানো হ'ল। বগুড়ার জয়নাল সরকার ও তার স্ত্রীকে যে অন্যায়ভাবে নির্যাতন করা হ'ল। দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর যাবৎ পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী পরিয়ে সীমাহীন কষ্ট দেওয়া হ'ল। গরীব ভ্যান চালক জয়নালকে সবকিছু হারিয়ে ভিটেসর্বস্ব করা হ'ল। এর শাস্তি হিসাবে সরকারের বিরুদ্ধে আদালত কোন রায় দেননি। তাহ'লে কি সরকার সকল কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে? সরকারী নির্যাতনের শাস্তি কি তাহ'লে দুনিয়াতে নেই? সরকারকে যুলুম করার অবাধ লাইসেন্স দেওয়ার নামই কি তাহ'লে 'গণতন্ত্র'? আমরা আজও দাবী করি লক্ষ্মীকোলার গানের প্যাণ্ডেলে হামলাকারী প্রকৃত খুনীকে গ্রেফতার করে বিচার করা হৌক ও তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হৌক। আমাদের উপরে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আরোপিত মিথ্যা অপবাদ এবং তাদের অবর্ণনীয় যুলুমের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র আদালতে মামলা রইল।

উপসংহার :

সে সময়ে যারা কারা নির্যাতিত হয়েছেন আজ তাদের কথা স্মরণ করছি। বিশেষ করে 'আন্দোলন'-এর আমেলা সদস্য জনাব গোলাম মুক্তাদির (খুলনা), জনাব ছদরুল আনাম (সাতক্ষীরা), জুবায়ের হুসাইন (বাগেরহাট), শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), আব্দুর রহীম (বগুড়া) প্রমুখ প্রায় ৪০ জন নিরীহ দায়িত্বশীল ও কর্মী, যাদের অন্যায় কারা নির্যাতনে আমরা দারুণভাবে ব্যথিত। আর মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনায় এবং অন্যান্য সকল কর্মকান্ডে যাদের কথা প্রায় স্মরণ করতে হয় তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণ করি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সম্পাদক জনাব হাফীযুর রহমান ভাইকে (জয়পুরহাট)। যার অতুলনীয় মেধা ও নিঃস্বার্থ সেবা 'আন্দোলন'-এর ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। অতঃপর ঐ সময়কার ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুছলেহুদ্দীন (টাঙ্গাঈল), কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম. আব্দুল লতীফ (সিরাজগঞ্জ), মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), স্যারের দুই ছেলে আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), মারকাযের শিক্ষক ও আন্দোলন-এর অফিস সহকারী মোফাক্ষার হোসাইন (পাবনা), আব্দুর রহীম (বগুড়া), আখতার মাদানী (নওগাঁ), আল-রাযী (ঢাকা), মোশাররফ হোসাইন (ঢাকা), আফযাল হোসাইন (নওগাঁ), নওগাঁ বারের দলিল লেখক সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম প্রমুখকে। সবচেয়ে বেশী স্মরণ করতে হয় বগুড়া যেলা সংগঠনের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দকে। কারণ বগুড়া জেলখানায় স্যারের দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে এবং যামিনের পর কোর্টে স্যার ও আমাদেরকে যেভাবে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাষা আমাদের জানা নেই। মহান আল্লাহ সকলকে সর্বোত্তম জাযা দান করুন-আমীন!

আলোচ্য নিবন্ধে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ থেকে ২০শে নভেম্বর ২০১৩ইং পর্যন্ত আদালত পাড়ার ও কারাগার সংশ্লিষ্ট কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হ'ল। তবে আদালত পাড়ার সেই আনন্দঘন মুহূর্ত কখনও ভুলতে পারি না। যখন মুহতারাম আমীরে জামা'আত যামিনে মুক্ত হ'লেন এবং সর্বশেষ মামলায় বগুড়া অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত-৩ থেকে বেকসুর খালাস পেলেন।

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা‘বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে ‘শবেবরাত’ বা ‘লায়লাতুল বারাআত’ (ليلة البراءة) বলা হয়। ‘শবেবরাত’ শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত ‘সৌভাগ্য রজনী’ হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতের ও ভাগ্যের রেজিষ্ট্রার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে ‘ছালাতে আল্ফিয়াহ’ (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক‘আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক‘আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ’ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি : মোটামুটি দু’টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১. ঐ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভাল-মন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২. ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু’মাস পূর্বে শা‘বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপ:

১. সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত- إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ، فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْـــرٍ حَكِيْمٍ– অর্থ: (৩) আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়’। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, ‘এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর’। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَـــةِ الْقَـــدْرِ ‘নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে’। আর সেটি হ’ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَـــهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، ‘এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে’।

এই রাতে এক শা‘বান হ’তে আরেক শা‘বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা ‘মুরসাল’ ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ’তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ’তে।

অতঃপর ‘তাক্বদীর’ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ’ল, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ، وكُـــلُّ صَـــغِيْرٍ وَّكَبِيْـــرٍ مُسْتَطَرٌ– ‘তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ’ *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْـــفَ سَـــنَةٍ.. ‘আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন’ *(মুসলিম হা/২৬৫৩)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে’ (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না) *(বুখারী হা/৫০৭৬)*। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং ‘লায়লাতুল বারাআত’ বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী‘আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি

রাক‘আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে ‘ক্বুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ’ পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক‘আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ:

১. আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا الخ– ‘মধ্য শা‘বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব’।

এই হাদীছটির সনদে ‘ইবনু আবী সাব্রাহ’ নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে ‘যঈফ’ *(বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৩২)*।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ ‘হাদীছে নুযূল’ ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ’তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং ‘কুতুবে সিত্তাহ’ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ‘মধ্য শা‘বান’ না বলে ‘প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ’ বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা‘বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২. মা আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার ‘বাক্বী’ গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা‘বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং ‘কল্ব’ গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন’। এই হাদীছটিতে ‘হাজ্জাজ বিন আরত্বাত’ নামক একজন রাবী আছেন, যার সনদ ‘মুনক্বাত্বা’ হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে ‘যঈফ’ বলেছেন *(যঈফুল জামে‘ হা/৬৫৪)*।

প্রকাশ থাকে যে, ‘নিছফে শা‘বান’-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩. ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি ‘সিরারে শা‘বানের’ ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, ‘না’। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু’টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৮)*।

জমহূর বিদ্বানগণের মতে ‘সিরার’ অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা‘বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা‘বানের শেষের ছিয়াম দু’টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাত : এই রাত্রির ১০০ শত রাক‘আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা ‘মওযূ’ বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) ‘আল-লাআলী’ কেতাবের বরাতে বলেন, ‘জুম‘আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে ‘ছালাতে আলফিয়াহ’ নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ‘আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ‘আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন’।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা‘আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমন : এই রাত্রিতে ‘বাক্বী‘উল গারক্বাদ’ নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯)* যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা‘ তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ’ল, এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ’তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মহিলাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫নং আয়াত দু’টি পেশ

করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে, تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ– 'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসের করণীয় : রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন' *(নাসাঈ হা/২১৭৯, সনদ ছহীহ)*। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল
হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে
সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েল :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[৯৬]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[৯৭]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৯৮] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'*। অর্থঃ 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল'।[৯৯]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[১০০]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারারা

৯৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
৯৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৯৮. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৯৯. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
১০০. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।

ইফতার দেরীতে করে'।[১০১] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[১০২]

৫. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[১০৩] বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[১০৪]

৬. ছালাতুত তারাবীহ : ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ **১১** রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত **১১** রাক'আতের বেশী ছিল না।[১০৫]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে **১১** রাক'আত তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১০৬] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১০৭]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১০৮] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১০৯]

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১১০] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১১১]

৮. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১১২] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত **১২** তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১১৩] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১১৪]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[১১৫] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[১১৬] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[১১৭] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[১১৮] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[১১৯]

---

১০১. আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
১০২. নায়লুল আওত্বার (কায়রো : ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
১০৩. বুখারী হা/১৯১৯, মুসলিম হা/১০৯২, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।
১০৪. নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।
১০৫. বুখারী হা/২০১৩; মুসলিম হা/৭৩৮; আবূদাঊদ হা/১৩৪১; নাসাঈ হা/১৬৯৭; তিরমিযী হা/৪৩৯; আহমাদ হা/২৪১১৯; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৯৪।
১০৬. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
১০৭. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।
১০৮. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ 'সনদ হাসান' ২/১৩৮ পৃঃ; মির'আত ৪/৩২০।
১০৯. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরূত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।
১১০. মিশকাত হা/১৩০২।
১১১. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১১২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১১৩. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১১৪. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
১১৫. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
১১৬. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
১১৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
১১৮. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
১১৯. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

সমাজ বিপ্লবের পদধ্বনি

(১) 'আন্দোলন'-এর একজন যেলা সেক্রেটারীকে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক বিভাগীয় কর্মকর্তা মোবাইল ফোনে ডাক দিলেন। সেক্রেটারী নিজেও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য। তিনি গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর 'সংগঠন' সম্পর্কে বহু কথা জিজ্ঞেস করলেন। নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি সবকিছুর উত্তর দিলেন। এক পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করা হ'ল, আপনারা কোন দলকে ভোট দেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমরা দলীয় নির্বাচনে বিশ্বাসী নই। আমরা দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচনে বিশ্বাসী। **প্রশ্ন :** সেটা কিভাবে সম্ভব? **উত্তর :** বর্তমান প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রের কয়েকজন বিজ্ঞ ইসলামী ব্যক্তিত্বের নাম প্রস্তাব করবেন। সেই সাথে আরও কয়েকটি নামের স্থান ফাঁকা রাখবেন। নির্বাচন কমিশন তাদের প্রস্তাবের অনুকূলে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সীমিতভাবে পরিচিতি মূলক প্রচার চালাবেন। অতঃপর সর্বাধিক নিরাপদ ও সহজ পদ্ধতিতে দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের নিকটে রায় চাইবেন। অতঃপর সর্বাধিক সমর্থনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে **প্রেসিডেন্ট** ঘোষণা করবেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়ে একটি ছোট মন্ত্রীসভা গঠন করবেন। যাদের সাথে পরামর্শক্রমে তিনি দেশ পরিচালনা করবেন। এই পদ্ধতিতে কারু প্রতি কারো দলীয় বিদ্বেষ পোষণের অবকাশ থাকবে না। বরং সকলের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। এরপর সর্বস্তরে সিলেকশন চলবে, ইলেকশন নয়।

প্রশ্ন : প্রচলিত ইলেকশনে সমস্যা কোথায়? **উত্তর :** প্রচলিত ইলেকশন প্রথা একটা ধোঁকা মাত্র। এতে ইলিশ মাছ ও পুটি মাছে কোন প্রভেদ নেই। এই নির্বাচন ব্যবস্থায় একজন বিজ্ঞ ও অজ্ঞ ব্যক্তির ভোটের মূল্য সমান। দ্বিতীয়তঃ এখানে নেতৃত্ব চেয়ে নিতে হয়। তাতে প্রার্থীর মধ্যে একটা আগ্রাসী মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে সশস্ত্র ক্যাডারদের কদর বাড়ে ও কালো টাকার ছড়াছড়ি হয়। তৃতীয়তঃ এর ফলে বিজয়ী প্রার্থী সর্বদা পরাজিত প্রার্থীকে ও তার সমর্থকদের শত্রুর দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং তাদেরকে ধ্বংসের চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বস্তুতঃ সকল গণতান্ত্রিক দেশে ব্যাপক অশান্তির মূল কারণই হ'ল প্রচলিত দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। আমরা এর অবসান চাই।

প্রশ্ন : আপনারা তাহ'লে ক্ষমতায় যাবেন কিভাবে? **উত্তর :** কোন নবীই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য দুনিয়ায় আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহমুখী করতে এবং মানুষকে শয়তানের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে নিতে। আমরা সে কাজটিই করে থাকি। ক্ষমতা দেওয়া না দেওয়ার মালিক আল্লাহ।

প্রশ্ন : আপনাদের উপর যুলুম হ'লে তার প্রতিকার কিভাবে করবেন? **উত্তর :** ইসলামী পন্থায় আমরা তার প্রতিবাদ করব। তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করব। বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করব। সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করব। অবশেষে প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করব।

প্রশ্ন : আপনারা হরতাল-ধর্মঘটে বিশ্বাসী নন? **উত্তর :** না। এগুলি গণতন্ত্রে বৈধ হ'লেও ইসলামে অবৈধ। এতে একজনের বা একটি দলের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আপামর জনগণকে কষ্ট দেওয়া হয়। আমাদের আমীরে জামা'আত বিগত চারদলীয় জোট সরকারের চাপানো মিথ্যা মামলায় ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। কিন্তু আমরা কোনদিন হরতাল-ধর্মঘট বা গাড়ী ভাংচুর করিনি। আল্লাহ্র রহমতে তিনি ও আমাদের অন্যান্য নেতা-কর্মীগণ বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন। *আলহামদুলিল্লাহ*।

কর্মকর্তা : ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাদের আমীরের সব বই ও বক্তৃতার সিডি আমাদের কাছে আছে। আমরা তাঁর খুৎবা নিয়মিত শুনে থাকি। খুশী হ'লাম নেতা ও কর্মীদের চিন্তার ঐক্য দেখে। আমরা আপনাদেরকে সম্মান করি।

(২) একটি পত্র, তাং ১০/০৪/১৫ইং কলারোয়া, সাতক্ষীরা। [আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি]

হাম্দ ও ছালাতের পর সকল রাগ প্রকাশ করছি হে আমীরে জামা'আত! আপনার বিরুদ্ধে। কারণ আপনার কারণেই আজ আমি নানা সমস্যায় পড়েছি। আগে আমার কোন অভাব ছিল না। ছাত্রজীবনে দলের বড় পদ ছিল আমার। তখন মানুষ আমাকে দাম দিত। তারপর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে চাকরী হ'ল। বেতন-ভাতা বাড়তে শুরু হ'ল। আপনার মেজ ছেলের কথায় বাদ দিলাম। তারপর ব্যবসা শুরু করলাম। কিন্তু সূদের মাধ্যমে ছাড়া কেউ ঋণ দিতে চায়না। সেটা হ'ল না। এখন হালালভাবে কোন মতে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি। আজ অভাব থাকলেও মানসিক দিক দিয়ে অনেক সুখে আছি *আলহামদুলিল্লাহ*। স্যার! হালাল-হারাম বাছতে গিয়ে প্রতি পদে পদে কত ক্ষতি হয়েছে আমার। আর এসব কিছু ক্ষতির জন্য আপনিই দায়ী। যে ক্ষতি করেছিলেন আমাদের প্রিয় রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের।

স্যার! বিদেশ যেতে চেয়েছিলাম অনেক টাকা আয় করার জন্য। কিন্তু পারিনি তিনটি কারণে। ১- সেখানে আমার প্রিয় সংগঠনটি পাব না। ২- সেখানে পাব না আমার হৃদয় জুড়ে যিনি আছেন, আমাদের প্রিয় আমীরে জামা'আতকে এবং ৩- তাঁর প্রিয় সহকর্মীদেরকে।

স্যার! গত ২৮.০৩.১৫ইং তারিখে কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা থেকে ফিরে কিছু ভাল লাগছিল না। মনটা নওদাপাড়ায় রেখে এসেছি। একবার ইজতেমা প্যাণ্ডেল আর একবার মাদরাসা ময়দান। অতঃপর বক্তব্য শোনা। ঠিকমত খাওয়া না, গোসল না, তারপর ঘুম তো নেই। অনেক কষ্ট হয়ে যায় তবুও খুব ভাল লাগে। কিন্তু যেদিন শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ শেষ রাত্রি থেকে মনটা খারাপ হ'তে থাকে। তারপর

Contents

আপনার হৃদয় বিদারক বিদায়ী ভাষণ। যা শুনে চোখের পানি আটকে রাখতে পারিনা। এবার রেকর্ড করেছি। স্যার! বাচ্চাদের মত অনেক কিছু ভাবি। ইজতেমা বছরে একবার না হয়ে যদি দু'বার হ'ত! আজ এক সপ্তাহ হয়ে গেল, তবু যেন সেই সব ভাষণ কানে বাজে। ভুলতে পারিনা।

স্যার! আজ যদি এই সংগঠন না থাকত, তাহ'লে আমার মত কত মানুষ অন্ধকারে হারিয়ে যেত। আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে। সে সময় একটু কষ্ট লাগলেও চোখে পানি আসেনি। কিন্তু কোন ধার্মিক লোকের কষ্টের কথা শুনলে চোখে পানি এসে যায়।.. এবার ইজতেমায় আমাদের এলাকার একজন ধনী হানাফী মুরব্বী গিয়েছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ 'আহলেহাদীছ' হয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি অনেক মানুষের সাথে উঠাবসা করি। কিন্তু এত ভাল মানুষ আমি কোথাও দেখিনি।...

স্যার! আমাদের এলাকায় কিছু দুষ্ট লোক সন্দেহ করে বলত, এরা ইজতেমায় ফ্রি গাড়ীতে যায়। এমনকি টাকা পায়'। এবার ঐ ধরনের লোকদের কয়েকজন আমাদের গাড়ীতে গিয়েছিল। আমাদের গাড়ী ভাড়ায় ২৫০০ টাকা ঘাটতি পড়ে। এগুলি স্বচক্ষে দেখে ঐসব লোকেরা এখন বলছে, যেমন গালিব ছাহেব তেমনি তাঁর কর্মীরা। স্যার! আমরা ভাল কিছু করলে আপনার প্রশংসা হয়। আর আমরা এটাই চাই।

স্যার! আমাদের এলাকার দায়িত্বশীলদের মধ্যে একজন মাওলানাও ছিলেন না (তারা আমাদের বিরোধিতা করতেন)। অথচ ১৫-১৬ বছর আগে ঐ সকল মাওলানা ও খতীবদের সাথে আমরা যা বলেছিলাম, আস্তে আস্তে তারা তা এখন কার্যকর করছেন। আমাদের ঘৃণা করলেও আমরা যা বলি, তারা পরে তা মানতে শুরু করেন।

পরিশেষে দো'আ করি, আল্লাহ যেন আপনাকে দীর্ঘায়ু দান করেন এবং আপনার কলমটা যেন শেষ সময় পর্যন্ত চালু রাখেন- আমীন! -ইতি।... একজন নগণ্য কর্মী, ... বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, সাতক্ষীরা যেলা।

['আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মাধ্যমে সমাজে তৃণমূল পর্যায়ে যে নীরব বিপ্লব সূচিত হচ্ছে, তার কিছু কিছু নমুনা এখন থেকে এই কলামে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। সংশ্লিষ্টদেরকে পাঠাতে অনুরোধ রইল- সম্পাদক]

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

কবিতা

আলোর প্রার্থনা

সাইফুল ইসলাম
শ্যামপুর, মতিহার, রাজশাহী।

হে প্রভু! হে মহান সৃষ্টিকর্তা!
আমাদের আলো দাও পথ দেখার জন্য
আরো আলোকিত কর আমাদের সত্তাকে।
আমাদের উপলব্ধিতে আলো নেই
রোজগারে সচ্ছতা নেই।
পৃথিবী জুড়ে দুঃসহ অন্ধকার!
আমাদের আলোর ভীষণ দরকার।
এখানে যারা নিত্যদিনে আলো ফেরি করে
তাদের নিজের ঘরেই জমাট অন্ধকার।
দুনিয়াতে এখন শুধুই কথার বাজার
অপরাধের শাস্তি নেই মন্ত্রী-রাজার।
হে আমাদের রব!
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন মোদের জীবন নৌকার পাল
চরম দুঃখ কেঁটেছে হেথায় সর্বনাশের খাল।
ফাঁকা ভিটায় জমেছে যেন নির্জনতার কালো
তুমি আলো দাও প্রভু, অহি-র নির্মল আলো।

হকের পথে বাধা

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

হকের পথে দাওয়াত দিয়ে
হকের পথে চল
আখেরাতে মুক্তি পাবে
দুনিয়াতে ভাল।
রাসূলের দাওয়াত নিয়েছিল
ছাহাবায়ে কেরামগণ
বাতিল ধর্ম ছেড়ে দিয়ে
ইসলামকে করেছেন গ্রহণ।
হকের পথে কাঁটা আছে
সাবধানেতে যাবে
অসাবধানে গেলে পরে
কাঁটার আঘাত পাবে।
হকের পথে যারা আছে
তারাই খাঁটি মুসলমান
তাদের জন্য এই দুনিয়া
দেখবে যে জাহান্নাম।
তোমরা বুঝি আজব মানুষ
বাতিল ভালবাস
হকের কথা বলতে গেলে
চোখ টিপে হাস।
মুখের কথায় হয় না ভাল
প্রমাণ কর কাজে
সত্যিই যদি হক বুঝতে
মরতে ভীষণ লাজে।

ছহীহ ছালাত

মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
গোপালপুর, রাণীনগর, নওগাঁ।

জায়নামাযের দো'আ পড়ে মানুষ ছালাতে
জায়নামাযের দো'আ নেই কুরআন-হাদীছে।
ছালাতের নিয়ত অন্তরে হয়
মুখে পড়ার জন্য নয়।
ছহীহ হাদীছ মতে হাত বাঁধতে হবে বুকে
যঈফ হাদীছ মতে হাত বাঁধে নাভির নীচে।
সূরা ফাতিহা পড়তে হয় প্রতি ছালাতে
হাদীছটা লেখা আছে ছহীহ বুখারীতে।
জোরে আমীন বললে গুনাহ মাফ হয়
ছহীহ হাদীছে থাকলেও তা হানাফী মাযহাবে নয়।
ছালাত শেষে সবাই মিলে করছে মুনাজাত
কেউ ভেবে দেখে না কাজটা বিদ'আত।
জাল হাদীছের ভিত্তিতে চলছে নবীর ছালাত
এভাবে ছালাত আদায় করে কেউ পাবে না নাজাত।
আসুন সবাই ছহীহভাবে ছালাত আদায় করি
ছহীহ ছালাত আদায় করে জান্নাতী জীবন গড়ি।

কাজের মেয়ে

মুহাম্মাদ শামীম মিয়া

ছোট্ট খুকি কাজের মেয়ে
সোমা তার নাম
কাজ না করলে নেই
এক পয়সা দাম।
এক বেলা খেতে গেলে
দুই বেলা লাগে ডর
মালিকের বউ মানুষ নয়
যেন পশু ভয়ংকর।
একটা ভুল হয়ে গেলে
ঝাটার বাড়ি দরদর
ফাঁস করলেই করবে ছাড়া ঘর।
মার খেয়ে গায়ে আসে জ্বর
রাখে বেঁধে অন্তর।
ওরা তো ছাড়ে না,
মনে মনে বলি আর কত?
চেপে দেয় তার উপর
কষ্টকর ভারী কাজ যত।
কাজের মেয়ে ছোট্ট সোমা
কাকে বলে মনের ব্যথা
অসহায় দরিদ্র তার পিতা-মাতা।
মূর্খ সে জানে না পড়া-লেখা।
ওদের অনেক প্রভাব আছে অনেক টাকা
তাই বলে কি থাকবে না
সোমাদের স্বাধীনতা?

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. তারা বিভিন্নভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করত।
২. তারা মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছানোর মাধ্যম মনে করত।
৩. বিপদে পড়লে তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকত।
৪. বর্তমানে অনেক লোক বিপদে পড়লে শিরকে লিপ্ত হয়, মাযারে ধর্ণা দেয়, পীরের দরগায় মানত করে, তাবীয ব্যবহার করে ইত্যাদি।
৫. 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের হক কোন মা'বূদ নেই' *(আ'রাফ ৭/৫৯)*।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সি. এফ. কার্লসন (আমেরিকা)। ২. লন মোয়ার। ৩. ওপেন হেইমার। ৪. আলেকজন্ডার গ্রাহাম বেল (আমেরিকা)। ৫. এস.এস.হুইলার (আমেরিকা)। ৬. ইমাইল বার্লিনার (আমেরিকা)। ৭. জ্যাকোব পারকিন্স (ইংল্যাণ্ড)। ৮. চার্লস ব্যাবেজ (ইংল্যাণ্ড)। ৯. সি. হাইজেন্স (ডেনমার্ক)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)

১. তাবীয-কবচ ব্যবহার করার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কি?
২. ইবাদতে রিয়া বলতে কি বুঝায়?
৩. গণক বা জ্যোতিষীর কাছে যাওয়ার ক্ষতি কি?
৪. গণক বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করার পরিণাম কি?
৫. কুরআনের আয়াত লিখে তাবীয ব্যবহার করার হুকুম কি?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী বিষয়ক)

১. একটি রাণী মৌমাছি কত বার ডিম পাড়ে?
২. কোন প্রাণীর রক্ত বর্ণহীন? ৩. কোন পাখী দিনে চোখে দেখে না?
৪. মৌমাছির পা কয়টি? ৫. মাকড়সার পা কয়টি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ হাসানুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারীকুয্যামান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুনীরুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক সা'দ আহমাদ, সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-গালিব এবং রাজশাহী কলেজের সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রাকীবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে তাসনীমুয্যামান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে তানভীর।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'সোনামণি' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী এলাকার উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সাধারণ জ্ঞান (কুইজ) প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার 'সোনামণি' পরিচালক মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস ও সহ-পরিচালক সাখাওয়াত হুসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয তোফাযযল হুসাইন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মারকায এলাকার সহ-পরিচালক সাখাওয়াত হুসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল হাসীব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাসনা হেনা শাখার পরিচালক শহীদুল্লাহ।

কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তালিকা :

১ম স্থান : নাজমুল ইসলাম (৪র্থ শ্রেণী), ২য় স্থান : রুবেল মিয়া (৭ম শ্রেণী), ৩য় স্থান : সুমী খাতুন (৫ শ্রেণী)। এছাড়াও ৫জনকে বিশেষ পুরস্কার এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় মোট প্রতিযোগী ছিল ২৯৯ জন।

বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী ২৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় বালানগর কামিল মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আয়নুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি' পরিচালক ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও অত্র মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা শফীকুল ইসলাম, অত্র উপযেলার 'সোনামণি' পরিচালক আনোয়ার হুসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয ইসমাঈল ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাহবূবুর রহমান।

শাহাজিপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী ২৪ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৭-টায় শাহাজিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ধুরইল এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি' পরিচালক ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন, সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান, 'যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুরতাযা ও ধুরইল এলাকার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ তুহিন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে উজ্জ্বল হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে যুবায়ের।

Contents

স্বদেশ

এশিয়ার সর্বোচ্চ ওয়াচ টাওয়ার ভোলায়

ভোলার চরফ্যাশনে নির্মিত হচ্ছে এশিয়ার সর্বোচ্চ ওয়াচ টাওয়ার। টাওয়ারটির উচ্চতা হবে প্রায় ১৭০ ফুট। যাতে ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার নানা কিছু দেখা যাবে অনায়াসে। সেজন্য থাকবে উচ্চ ক্ষমতার বাইনোকুলার। টাওয়ারটিতে লিফটের সংযোজন করা হবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭ তলা বিশিষ্ট ঐ দৃষ্টিনন্দন টাওয়ারটি পর্যটকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যে চর কুকরী-মুকরী ইকোপার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। যেখানে দাঁড়ালেই পশ্চিমে তেঁতুলিয়া নদীর পানিপ্রবাহ, পূর্বে মেঘনা নদীর উথাল-পাথাল ঢেউ, দক্ষিণে দৃষ্টিনন্দন পর্যটন এলাকা চর কুকরী-মুকরীসহ বঙ্গোপসাগরের বিরাট অংশ নযরে আসবে। চরফ্যাশনের দক্ষিণে সাগর মোহনার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চর কুকরী-মুকরী, ঢালচর ও তারুয়া'র সমুদ্র সৈকত যেন প্রকৃতির এক অপার সৃষ্টি। চর কুকরী-মুকরীর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে রয়েছে হরিণ, বানর সহ নানান প্রজাতির সাপ ও বন্যপ্রাণী। প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা অপার সৌন্দর্যের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছে স্থানটি আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে নির্মিত হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন এই ওয়াচ টাওয়ারটি।

মিসরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী হাফেযের বিশ্বজয়

মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত ২২তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় ৭০টি দেশের মধ্যে এবারো প্রথম হয়েছে বাংলাদেশী ক্ষুদে হাফেয মুহাম্মাদ নাহিয়ান কায়ছার। সে ঢাকার যাত্রাবাড়ী তাহফীযুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসার ছাত্র। কায়রোতে প্রথম স্থান অধিকারীর নাম ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন ধর্মমন্ত্রী মুখতার জমা, দুবাই আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতা কমিটির প্রধান এবং রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রধান আবদুল বাসকাত। মিসরে ২২তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৭০টি দেশ থেকে ১০০ জনের অধিক প্রতিনিধি অংশ নেন। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের আগামী রামাযানে পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার অনুষ্ঠানে মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসি উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

'নামায' শব্দটিকে 'ছালাত' বলায় এক দম্পতিকে পুনরায় বিবাহ প্রদান

রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী যেলা মানিকগঞ্জের ঘিওর উপযেলার হিজুলিয়া গ্রামে গত ২৭শে এপ্রিল'১৫ সোমবার 'নামায' শব্দটিকে 'ছালাত' বলায় মামূন বেপারী (৪০) ও শিল্পী বেগম (৩৬) নামে এক দম্পতির 'ঈমান' নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যকার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে এমন ফৎওয়া দিয়ে একটি মাদ্রাসার সুপার ও সমাজপতিরা জোর করে তাদের কালেমা পড়িয়ে নতুনভাবে বিবাহ দিয়েছে। ১৮ বছর দাম্পত্য জীবনে তাদের দু'টি ছেলে রয়েছে। ঐ গ্রামের কাযী ফখরুদ্দীন লোকজন নিয়ে সালিশ বৈঠকে বসে এই ফৎওয়া দিয়ে তা কার্যকর করেন।

মামূন বেপারী জানান, গত ২২শে এপ্রিল একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'নামায' নয় 'ছালাত' প্রবন্ধ পড়ে তিনি এ নিয়ে একই গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আলাউদ্দীন ও হাবীবের সাথে আলোচনা করেন। একপর্যায়ে তারা বিষয়টি স্থানীয় একটি ইয়াতীমখানা ও মাদ্রাসার সুপার মাওলানা কাযী ফখরুদ্দীনকে জানালে তিনি তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে বলে জানান। অতঃপর একাধিক বৈঠকের পর গত ২৭শে এপ্রিল মসজিদে বিষয়টি নিয়ে কাযী ফখরুদ্দীন, মুফতী হান্নান ও স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার রামাযান আলীসহ এলাকার লোকজন সালিশী বৈঠকে বসেন। সেখানে মামূন ও তার স্ত্রীকে নানা ভয়-ভীতি দেখিয়ে কালেমা পড়িয়ে পুনরায় বিয়ে দেয়া হয়।

[ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। যা স্রেফ অজ্ঞতাপ্রসূত। আর এটুকু বলাতেই একটি মুসলিম দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ হবে, এমন ফৎওয়া যারা দিয়েছেন ও যারা সালিশ করেছেন, তারা আরও বড় মূর্খ। 'নামায' ও 'রোযা' ফার্সী শব্দ। যার অর্থ উপাসনা ও উপবাস। অমুসলিমরা তাদের ঈশ্বরের জন্য উপাসনা করে বা উপবাস থাকে। কিন্তু মুসলমানরা 'ছালাত' ও 'ছিয়াম' পালন করে আল্লাহর রহমত ও ছওয়াব লাভের জন্য শরী'আত নির্ধারিত ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুযায়ী। অতএব অন্যদের উপাসনা ও উপবাস এবং মুসলমানদের ছালাত ও ছিয়াম এক নয়। বরং সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। ইসলামের ৫টি বুনিয়াদ কালেমা শাহাদাত, যাকাত ও হাজ্জকে আমরা আরবীতে বলি। বাকী ছালাত ও ছিয়ামকে আরবীতে তার মূল নামে বলতে হবে। ফার্সীতে নামায-রোযা নয়। কেননা ছালাত ও ছিয়ামের অন্য ভাষায় কোন যথার্থ অনুবাদ হয় না। একইভাবে 'আল্লাহ' নামের কোন অনুবাদ হয় না (স.স.)]

২৫০০ ফুট উঁচুতে সড়ক : অসম্ভবকে সম্ভব করল সেনাবাহিনী

সমুদ্র সমতল থেকে আড়াই হাযার ফুট উঁচুতে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু সড়কপথের নির্মাণ কাজ অবশেষে শেষ হ'ল। এটা দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সড়কপথ। বান্দরবানের থানচি থেকে আলীকদম হয়ে এ পথ চলে গেছে আরেক পর্যটন নগরী কক্সবাজারে। মে মাসে এ সড়কপথের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে সব ধরনের গাড়ি চলাচলের জন্য তা খুলে দেওয়া হবে। এরপর পাহাড় আর বন-বনানী ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য অবগাহন করে ঘুরে বেড়ানোর এ সুযোগ দেশের পর্যটন শিল্পকে করে তুলবে আরো সম্ভাবনাময়।

টানা এক যুগের চেষ্টায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন ৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সড়কের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে। স্থল যোগাযোগ না থাকায় বান্দরবান সদর থেকে নদীপথে থানচি যেতে দু'দিন লাগত। কিন্তু এখন পাহাড়ী রোমাঞ্চকর পথ বেয়ে পৌনে দুই ঘণ্টায় থানচি এবং মাত্র আড়াই ঘন্টায় যাওয়া যাবে আলীকদম। ফলে সারি সারি পাহাড় ও বিচিত্র সব ঝর্ণা-ঝিরি সমৃদ্ধ বান্দরবানের অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবগাহনের ক্ষেত্রে পর্যটকদের জন্য থানচি-আলীকদম সড়ক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বিদেশ

নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্প : নিহতের সংখ্যা ১০ হাযার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশংকা

গত ২৫শে এপ্রিল শনিবার ৭.৮ মাত্রায় নেপালের ইতিহাসে শতাব্দীর ভয়াবহতম ভূমিকম্প হয়েছে। ভূমিকম্পটি নেপালের লামজংয়ের দক্ষিণ-পূর্ব কেন্দ্রস্থলে প্রায় ১৫ কি.মি. গভীরে সংগঠিত হয়ে প্রায় বিশ সেকেণ্ড ধরে চলে। এর আঘাতে কেবল নেপালেই এ পর্যন্ত ৭ হাযার ৪০ জনের মৃত্যু এবং ১৪ হাযার ২৩ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রতিবেশী দেশ ভারত, চীন ও বাংলাদেশে শতাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। ভূমিকম্পের সময় তুষার ধসে মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে এ পর্যন্ত ১৮ পর্বতারোহীর মৃত্যু এবং ৬১ জনের গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বতে ঘেরা নেপালের বহু স্থানে এখনো উদ্ধারকর্মীরা পৌঁছাতে না পারায় নিহতের সংখ্যা ১০ হাযার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। ভয়াবহ এ ভূমিকম্পে আড়াই লাখেরও বেশি বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়েছে, প্রায় ৮০ লাখ লোক বা নেপালের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ২৮ লাখ লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এছাড়া প্রায় ১৬ হাযার বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভূমিকম্পের পর উদ্ধার কাজের সময় বেশ কিছু বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা হয়েছে। যেমন ভূমিকম্পের ২২ ঘন্টা পর ৪ মাসের শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। এছাড়া ৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এক ১৫ বছর বয়সী কিশোর এবং ৭ দিন পর ১০৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধকেও জীবিত উদ্ধার করা হয়।

আমেরিকার মারণাস্ত্রের নাম এজেন্ট অরেঞ্জ : যার শিকার হয়ে ৪৮ লাখ ভিয়েতনামী আজও ধুকছে!

ভিয়েতনামের দানাং বিমানবন্দর। বিমান বাহিনীর মাধ্যমে স্প্রে করার জন্য এখানেই নামানো হ'ত হাযার হাযার গ্যালন এজেন্ট অরেঞ্জ। চার দশক পর অবশেষে এখানকার মাটি এজেন্ট অরেঞ্জের দূষণমুক্ত হ'লেও স্পষ্টভাবেই সেই দাগ রয়ে গেছে। চার দশকে স্নায়ুযুদ্ধও বন্ধ হয়েছে। পাল্টে গেছে ভিয়েতনাম। কিন্তু পাল্টায়নি ভিয়েতনামে এজেন্ট অরেঞ্জের শিকার মানুষগুলোর দুর্বিষহ জীবন। প্রায় ১০ বছর ধরে ভিয়েতনামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মার্কিন সামরিক বাহিনী ভয়াবহ রাসায়নিক এজেন্ট অরেঞ্জ ছড়িয়ে দেয়। এর তেজস্ক্রিয়তায় সৃষ্টি হয় দুনিয়ার ইতিহাসে মানবসৃষ্ট স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সবচেয়ে জঘন্যতম অধ্যায়গুলোর একটি।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট গেরিলাদের পরাস্ত করতে বিমান থেকে বিপুল পরিমাণ এজেন্ট অরেঞ্জ স্প্রে করে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। ঐ অভিযানে ভিয়েতনামের ৬০ লাখ একর জমিতে প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ গ্যালন বিষাক্ত রাসায়নিক ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মারাত্মক বিষাক্ত রাসায়নিক ডায়োক্সিন-যৌগের একটি বিশেষ মিশেল এই এজেন্ট অরেঞ্জ। যা ছিটিয়ে দিলে গাছপালা মরে যায়, কৃষিজমি ফসলশূন্য হয়ে পড়ে এবং সেখানকার জমির উর্বরা শক্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। রাসায়নিকের প্রভাবে মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা থেকে ক্যানসার এমনকি আক্রান্তদের সন্তানরা জন্মগত বৈকল্য নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।

ভিয়েতনাম অ্যাসোসিয়েশন অব ভিকটিমস অব এজেন্ট অরেঞ্জ (ভিএভিএ) জানিয়েছে, দেশটির প্রায় ৪৮ লাখ মানুষ এজেন্ট অরেঞ্জের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ৩০ লাখ মানুষ এজেন্ট অরেঞ্জের কারণে ক্যানসারসহ নানা মারাত্মক স্বাস্থ্য সংকটে পড়েছেন। এছাড়া অন্ততপক্ষে ৪ লাখ মানুষ এজেন্ট অরেঞ্জের শিকারে পরিণত হয়ে মারা গেছেন বা বিকলাঙ্গ হয়েছেন। আর পরবর্তী সময়ে ভিয়েতনামে এজেন্ট অরেঞ্জের শিকার প্রায় ৫ লাখ শিশু মারাত্মক জন্মগত বৈকল্য নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। বস্তুতঃ এজেন্ট অরেঞ্জ অনেক ছোট ছোট ট্রাজেডির সমন্বয়ে একটা বিশাল ট্র্যাজেডি যা সম্পূর্ণ মানুষের তৈরী। গত ৩০শে এপ্রিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ অবসানের ৪০ বছর পূর্তিতে সেই জঘন্য ইতিহাস আবারও স্মরণ করল বিশ্ববাসী।

সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের দেশ চীন

২০১৪ সালে বিশ্বে মৃত্যুদণ্ড দেয়ায় ক্ষেত্রে বরাবরের ন্যায় শীর্ষে রয়েছে চীন। আনুমানিক সহস্রাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ বছর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে চীনের আদালত। চীন সরকার এ সংক্রান্ত পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করলে সেখানকার আরো ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠতো। তবে এ বছর এর সংখ্যা অনেক কম। কারণ ২০১৩ সালে চীনে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তের সংখ্যা ছিল ২৪০০। মৃত্যুদণ্ড নিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সারা বিশ্বে ২০১৪ সালে মোট ১৯ হাযার ৯৪ জনের মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়। আর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার তালিকায় চীনের পরে শীর্ষে রয়েছে ইরান। দেশটিতে গত বছর ২৪৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এরপর রয়েছে সঊদী আরব (৯০ জন), ইরাক (৬১ জন) এবং যুক্তরাষ্ট্র (৩৫ জন)।

রাসূল (ছাঃ)-এর কার্টুন আর আঁকবে না শার্লি এবদোর সেই কার্টুনিস্ট

আলোচিত ফরাসি ব্যঙ্গাত্মক সাময়িকী শার্লি এবদোর অন্যতম প্রধান কার্টুনিস্ট রেনাল্ড লুজিয়ার ওরফে লুজ আর কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওপর কার্টুন আঁকবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। গত জানুয়ারীতে প্যারিসে সাময়িকীটির কার্যালয়ে হামলার পর ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্রটি আঁকার ঘৃণ্য দায়িত্ব সেই পালন করেছিল। ফরাসী সাময়িকী 'ইনরকস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লুজ জানিয়েছে, 'সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কার্টুন আঁকতে আর আগ্রহী নয়'। সে বলেছে, এসব কার্টুন এঁকে গোটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছাই আমার নেই।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবের নতুন যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন নায়েফ

বাদশাহ আব্দুল আযীযের সর্বশেষ সন্তান, সঊদী আরবের সদ্য সাবেক বাদশাহ আব্দুল্লাহ কর্তৃক নিয়োগকৃত বর্তমান যুবরাজ মুকরিন বিন আব্দুল আযীযকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বর্তমান বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীয তাঁর স্থলে নিজের ভাতিজা মুহাম্মাদ বিন নায়েফকে নতুন যুবরাজ নিয়োগ করেছেন। তিনি আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপ-যুবরাজ ছিলেন। তাছাড়া নিজের ছেলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুহাম্মাদ বিন সালমানকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন বাদশাহ সালমান। এছাড়া পররাষ্ট্র, শ্রম, স্বাস্থ্য ও অর্থ প্রভৃতি মন্ত্রাণালয়েও পরিবর্তন এসেছে এবং উপ-যুবরাজ মুহাম্মাদকে রাজকীয় আদালতের প্রধান হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আযীয বিন সঊদের ছেলের পরিবর্তে তার পৌত্রকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করা হ'ল। উল্লেখ্য, ছাত্র জীবনে অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিশ্রমী প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান একমাত্র প্রিন্স যিনি সঊদী আরবের বাইরে কোন শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশুনা করেননি। তিনি কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিভাগ থেকে অনার্স শেষ করেছেন।

কঙ্গোতে চরমপন্থী কার্যকলাপ ঠেকাতে নেকাব নিষিদ্ধ করল ইসলামিক কাউন্সিল

চরমপন্থী কার্যকলাপ ঠেকাতে অবশেষে মহিলাদের জন্য নেকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ইসলামিক উচ্চ কাউন্সিল। গত ৩রা মে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এক বিবৃতিতে ঘোষণাটি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এদেশের প্রায় আশি হাযার মুসলিম ঘোষণাটিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন। কঙ্গো খৃষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হ'লেও সেখানে ১০ শতাংশ নিবন্ধিত মুসলমান রয়েছে।

[কিছু সংখ্যক জঙ্গি-সন্ত্রাসীর জন্য সাধারণ মুসলমানরা আজ এভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জানি না জঙ্গিরা নিজেদের বুদ্ধিতে চলে, না ইসলামের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব ঈমানদার তরুণরা সাবধান হও (স.স.)]

গাজার মানুষের দুর্দশা সহ্য করার মতো নয়

-জিমি কার্টার

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ফিলিস্তীন সফরের পর গাজা উপত্যকার মানুষের দুর্দশা দেখে 'সেখানকার পরিস্থিতি সহ্য করার মতো নয়' বলে মন্তব্য করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করা কার্টার গত ২রা মে শনিবার একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে পশ্চিম তীর সফর শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমরা সেখানে যা দেখেছি তা সহ্য করার মতো নয় এবং এসব দেখে শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আরো জোরালোভাবে কাজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি। 'ভয়ংকর যুদ্ধ শেষ হওয়ার দীর্ঘ আট মাস পরও গাজায় ধ্বংস করে দেয়া একটি বাড়িও নতুন করে তৈরী করা যায়নি। সেখানকার মানুষজন যে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার কথা তা পারছে না'। উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাই মাসে হামাস এবং ইসরাইলের মধ্যে ৫০ দিন ধরে চলমান এক অসম যুদ্ধে দু'হাযারের বেশি ফিলিস্তীনীকে হত্যা করে ইসরাঈলী বাহিনী। এসময় গাজার কয়েক হাযার বাড়ি-ঘর, স্কুল ও হাসপাতাল ধ্বংস করে দেয়া হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

প্রবীণদের পরিচর্যায় রোবট-ভালুক

রোগীকে প্রয়োজনে কোলে করে বিছানা থেকে তুলে হুইল চেয়ারে বসিয়ে দেবে এমন রোবট তৈরী করেছেন জাপানের একদল বিজ্ঞানী। তারা রোবিয়ার নামে ভালুকের মতো করে একটি রোবট বানিয়েছেন। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এটির বিভিন্ন সামর্থ্যের মধ্যে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নমনীয় চলাফেরা আর শক্তিশালী দু'টি হাত। যেগুলো ব্যবহার করে একজন মানুষকে মেঝে থেকে অনায়াসে ওপরে তুলে ফেলা যায়। আশা করা হচ্ছে, মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপনে এই রোবিয়ার নতুন মাত্রা যোগ করবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হ'ল, রোবটটি বুদ্ধিমান ও বন্ধুভাবাপন্ন। আর দেখতেও বেশ সুন্দর। ভবিষ্যতে বয়স্ক লোকজনের পরিচর্যাকে সহজ করে তোলার জন্যই এ উদ্যোগ। কারণ জাপানে প্রবীণ জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং তা দেশটির জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে পারে। তাই প্রবীণবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছেন সেখানকার বিজ্ঞানীরা।

[ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা না থাকলে অবশেষে রোবটই ভরসা। মানুষ মানুষের কাছেই শান্তি পায়, রোবটের কাছে নয়। অতএব আসুন! আমরা পরস্পরে মহব্বতপূর্ণ সত্যিকারের মুসলিম পরিবার গড়ে তুলি (স.স.)]

মাত্র ২ টাকায় ফলের কৃত্রিম রং সনাক্তকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

বেশ কয়েক বছর ধরে লাল এবং হলুদ বর্ণের ফল ও সবজি আকর্ষণীয় করার জন্য এবং কাঁচা বা অর্ধ পাকা ফলকে পাকা দেখানোর জন্য কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কাপড় রঙ্গীন করার জন্য ব্যবহৃত কৃত্রিম রং বিভিন্ন কৌশলে ব্যবহার করছে। এ সকল রং মানব দেহের জন্য বিষাক্ত যা ক্যান্সার, কিডনী বিকল, অটিজম, খাদ্য বিষক্রিয়া, ডায়রিয়া, বমিসহ নানা প্রাণঘাতি রোগ সৃষ্টি করে, যা মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দেয়। সাধারণ ক্রেতারা বাজারের এসব কৃত্রিম রং দেওয়ায় স্বাস্থ্যসম্মত ফল সনাক্ত করতে পারে না। তাই কম মূল্যের সহজে ব্যবহার উপযোগী এবং নিরাপদ একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুহাম্মাদ ফারূক। তিনি জানান, এ কিট ব্যবহার করে ক্যারোটিনয়েড ও লাইকোপিন পিগমেন্ট সমৃদ্ধ লাল এবং হলুদ বর্ণের ফল এবং সবজিতে কৃত্রিম রং ব্যবহৃত হয়েছে কি-না তাৎক্ষণিক জানা যাবে। তরমুজ, টমেটো, চেরী এবং গাজরের ক্ষেত্রে এ কিট ব্যবহার করে সঠিকভাবে ব্যবহৃত কৃত্রিম রং এর উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব। আর প্রতিটি টেষ্টের জন্য খরচ হবে ২ থেকে ৩ টাকা মাত্র।

১৯ দিনে ৫৭ তলা ভবন!

মধ্য চীনের একটি নির্মাণ সংস্থা মাত্র ১৯ দিনে ৫৭ তলা বিশিষ্ট একটি বহুতল ভবন তৈরী করেছে, যেটি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত নির্মিত ভবন। মধ্য চীনের হুনান প্রদেশের চাংসা শহরের 'মিনি স্কাই সিটি'-তে কাঁচ ও স্টিল দিয়ে এই বহুতল ভবনটি নির্মিত হয়েছে। সংস্থাটি দাবী করেছে, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন ৩টি করে তলা তৈরী করা হয়েছে। প্রথাগত পদ্ধতিতে একটির উপর একটি করে ইট সাজাতে হ'ত। কিন্তু আমাদের পদ্ধতিতে আমরা শুধু ব্লকগুলিকে পরপর সাজিয়েছি। এই পদ্ধতিতে তৈরি বাড়িগুলি যথেষ্ট নিরাপদ দাবী করে নির্মাতারা জানিয়েছেন, এই ধরনের বাড়িগুলি ভূমিকম্পের ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে এই বিল্ডিংয়ের ভিতরের স্পেস নিজেদের মতো করে 'কাস্টমাইজড' করার খুব একটা সুযোগ নেই বলেও জানানো হয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

প্রশিক্ষণ

আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ৩রা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আলমডাঙ্গা উপযেলার উদ্যোগে শ্রীনগরে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনগর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাওলা বক্স-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন এবং গাংনী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

মোহনপুর, রাজশাহী ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে ধুরইল ডি.এস. কামিল মাদরাসা মিলনায়তনে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসায়েন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব এমদাদুল হক। প্রশিক্ষণে উপযেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগর, মেহেরপুর ২৪শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালনগর শাখার উদ্যোগে যেলার মুজিবনগর থানার গোপালনগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আযমাতুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন প্রমুখ।

মসজিদ উদ্বোধন

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় চুয়াডাঙ্গা যেলার দামুড়হুদা থানাধীন শিবনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব কামালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। উল্লেখ্য, এটাই এতদঞ্চলে প্রথম নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ।

মৃত্যু সংবাদ

(১) চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার বিশিষ্ট আলেম ও বাগ্মী মাওলানা দুর্রুল হুদা আইয়ূবী (৮৪) গত ৪ঠা মে সোমবার রাজশাহী মহানগরীর দড়িখরবোনাস্থ নিজ বাসভবনে রাত ৮-টা ৫০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন (*ইন্না লিল্লা-হি...*)। পরদিন ৫ই মে সকাল সাড়ে ৭-টায় স্থানীয় কাদীরগঞ্জ হাজী লাল মুহাম্মাদ কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ ঈদগাহ ময়দানে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার কনিষ্ঠ পুত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসায়েন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, স্থানীয় বাণীবাজার ইশা'আতে ইসলাম মাদরাসা ও নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষকবৃন্দ। এছাড়া শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সুধীবৃন্দ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর তার নিজ গ্রাম চাপাই নবাবগঞ্জ যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন চকপুস্তমে বেলা সাড়ে ১১-টায় তার দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইমামতি করেন তার ২য় পুত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ বারকুল্লাহ। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা রেখে গেছেন।

কর্মজীবনে তিনি প্রথমে চাপাই নবাবগঞ্জ শহরের নামো শংকরবাটী হিফযুল উলূম আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন এবং সেখানে ৮ বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি গোমস্তাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক পদে যোগদান করেন এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা ও বক্তৃতার পাশাপাশি তিনি ছোট-বড় ১২টি পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে মুক্তির সন্ধান, কুমারী গঞ্জনা, যৌতুকের মরণ কৌতুক, সরল পথের ব্যতিক্রম, কাব্য কানন, মেকাপ, কালেমা তাইয়েবাহ, আদর্শ নামাজ শিক্ষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার প্রধান উপদেষ্টা, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমানের পিতা এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসায়েনের শ্বশুর হাফেয আব্দুল মতীন (৭৫) গত ১০ই মে রবিবার দিবাগত রাত ১০-টায় কুমিল্লার বুড়িচং থানাধীন কাকিয়ারচর গ্রামে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। (*ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ৪ কন্যা সহ বহু নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনী রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে দেড়মাস যাবৎ তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। পরদিন ১১ই মে সোমবার বাদ যোহর কোরপাই-কাকিয়ারচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা ময়দানে তার ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার ২য় পুত্র হাফেয জামীলুর রহমান। অতঃপর দুপুর ২-টায় কাকিয়ারচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তার ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ইমামতি করেন তার কনিষ্ঠ পুত্র ইহসান এলাহী যহীর।

কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসায়েন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লহ সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সমাজ নেতাসহ যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তাকে কাকিয়ারচর গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

তিনি পাকিস্তানের জামি'আ সালাফিইয়াহ ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠিত হ'লে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রচার সম্পাদক হন। কর্মজীবনে তিনি রাজশাহীর চারঘাট থানাধীন ভায়ালক্ষ্মীপুর মাদরাসা ও কুমিল্লার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই-কাকিয়ারচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি সঊদী সরকারের মাবঊছ হিসাবে বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে আমৃত্যু কাজ করেছেন এবং সংগঠনকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

Contents

সোনামণি

(একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫

তারিখ : ১১ই সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩টা)

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. হিফযুল কুরআন মাখরাজসহ এবং হিফযুল হাদীছ অর্থসহ।

(ক) হিফযুল কুরআন : সূরা আনফাল ২৮, সূরা কাহফ ৪৬, সূরা হজ্জ ২৩-২৪, সূরা আহযাব ২১ আয়াত অর্থসহ।

(খ) হিফযুল হাদীছ অর্থসহ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. (ক) আক্বীদা ও দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর সাধারণ জ্ঞান (১-৯৫ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), রহস্য (১-১৫), অমিল/জিজ্ঞাসাবাদ।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ০১-২৬ নং প্রশ্ন, প্রাণীজগৎ ০১-২১ ও বিজ্ঞান ৭২-১২৪ নং প্রশ্ন), সংগঠন বিষয়ক এবং شعر হ'ল কবিতা।

৪. সোনামণি জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৫. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আরবী ও বাংলা (আরবী ক্বায়েদা বই-আসমাউল হুসনা প্রথম থেকে ৫০টি নাম অর্থসহ)

৬. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া।

◈ প্রতিযোগীদের জ্ঞাতব্য :

১. প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য ২ নং বিষয়টি আবশ্যিক। এটি সহ মোট ৩ টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২. প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহের মধ্যে ক্রমিক ১, ২ ও ৪ নং বিষয়গুলি মৌখিকভাবে এবং ৩ ও ৫ নং বিষয় দু'টি লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা হবে।

৩. ২০১৪ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৪. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (তৃতীয় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** (প্রথম সংস্করণ), **ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** (চতুর্থ সংস্করণ) ও **আরবী ক্বায়েদা** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' ও স্ব স্ব যেলা পরিচালক **'সোনামণি'**-এর 'সুফারিশপত্র' সঙ্গে আনতে হবে।

৫. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৬. শাখা, উপযেলা, মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৭. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার পূর্ণমান হবে ১০০ এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন বিচারক মনোনীত হবেন।

৮. বয়স প্রমাণের জন্য প্রত্যেক সোনামণিকে স্ব স্ব জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে (যদি থাকে)।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদেরকে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

১০. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ২০ (বিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১১. শাখা, উপযেলা, মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১৩. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৫. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের 'সোনামণি পরিচালকগণ' অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হবে। অন্যের লেখা বা কম্পিউটার কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ৭৫০ ও সর্বনিম্ন ৭০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখবেন।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায় : ১৪ শে আগস্ট (শুক্রবার, সকাল ৮টা)। ২. উপযেলায় : ২১ শে আগস্ট (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

৩. যেলায় : ২৮ শে আগস্ট (শুক্রবার, সকাল ৮টা)। ৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে: ১১ ই সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩ টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

◈ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী কেন্দ্রীয় প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

আয়োজনে : সোনামণি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯। সিলেবাস ডাউনলোড লিংক-www.ahlehadeethbd.org/syllabus

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : বাচ্চাদের বিভিন্ন অসুখের জন্য ঔষধ ব্যবহার না করে তেল, পানি, মিছরী ইত্যাদি কারো নিকট থেকে পড়ে নিয়ে ব্যবহারে বাধা আছে কি?

-ফারূক, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।

উত্তর : এতে কোন দোষ নেই *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩৯৭৫, সনদ ছহীহ)*। তবে অবশ্যই তা শিরক মুক্ত হতে হবে *(মুসলিম হা/২২০০; মিশকাত হা/৪৫৩০)*। অতএব নষ্ট আক্বীদার লোকদের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক নেওয়া থেকে দুরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২/৩২২) : হাত থেকে কুরআন পড়ে গেলে করণীয় কি?

-মারিয়াম, তালাইমারী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় অনুতপ্ত হয়ে 'ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন' পড়া যায় *(বাক্বারাহ ১৫৬)*। সেই সাথে সতর্ক থাকতে হবে যেন এমনটি পুনরায় আর না ঘটে। উল্লেখ্য যে, পড়ে গেলে তুলে চুমো দেওয়া বা চাল বিতরণ করা ভিত্তিহীন প্রথা মাত্র।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : চিকিৎসা হিসাবে তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি? যদি এটা শিরক হয়, তবে অন্যান্য চিকিৎসা গ্রহণ করাও কি শিরক হবে?

-নূর আলম, টাঙ্গাইল।

উত্তর : তাবীয কোন ঔষধ নয়। বরং তা রোগমুক্তির জন্য গৃহীত অসীলা মাত্র। মানুষ যখন তাবীয নেয়, তখন সে তার উপরেই ভরসা করে। ফলে এই বিশ্বাসটি শিরকে পরিণত হয়। অতএব আক্বীদাগত কারণে তাবীয ব্যবহার করা শিরক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। অন্যদিকে ঔষধ বা প্রতিষেধক সরাসরি রোগের চিকিৎসা। যা আল্লাহ্‌র হুকুমে কার্যকর হয়। সুতরাং এগুলি তাবীয বা পীরের কবরে মানত ইত্যাদির ন্যায় কোন শিরকী অসীলা নয়। অতএব ঔষধ ব্যবহারে কোন বাধা নেই। একদা ছাহাবীগণ রোগের জন্য ঔষধ সেবন করতে চাইলে তিনি অনুমতি দিয়ে বলেন, তোমরা ঔষধ সেবন কর, নিশ্চয় মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৫৩২)*। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। যখন সেটা পৌঁছে যায়, তখন সে রোগমুক্ত হয় আল্লাহ্‌র হুকুমে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫)*। অতএব আল্লাহ্‌র উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল সহ ঔষধ সেবন করবে। এর বেশী কিছু নয়।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গী কর্তৃক রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক স্বপ্নে আহূত হওয়া এবং তাঁর লাশ চুরির দায়ে অভিযুক্ত দু'জন ইহুদীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তার সত্যতা রয়েছে কি?

-আব্দুল হালীম, মালদ্বীপ।

উত্তর : এগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে ব্যাপক সন্দেহ রয়েছে। মুহাক্কিক ইবরাহীম যায়বাক্ব বলেন, ইলমী নীতিমালা অনুযায়ী এ ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় না। ঘটনাটি সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামের মুওয়াযযিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাতরী স্বীয় 'আত-তা'রীফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যিনি ৭৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আর নূরুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যু হয়েছে ৫৬৯ হিজরীতে। ফলে তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান ১৭২ বছর। আর ঘটনাটির সনদও অপরিচিত রাবী দ্বারা পূর্ণ। ফলে মাতারীও ঘটনাটি সত্যতার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেননি এবং পরবর্তী নকলকারীগণ স্ব স্ব গ্রন্থসমূহে সনদবিহীনভাবেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু ঘটনাটি বাদশাহ নূরুদ্দীন যঙ্গীর সমসাময়িক ইবনু আসাকির, ইবনুল আছীর, ইবনু মুনকিয, ইমাদ ইস্ফাহানী প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের কেউ-ই আলোচনা করেননি। এমনকি তাঁর জীবনী বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুসন্ধানকারী ইবনুল আছীর ও আবু শামা-র মত বিদ্বানগণ তাদের ব্যাপক আগ্রহ ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এরূপ ঘটনার সন্ধান পাননি। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে নূরুদ্দীন যঙ্গীর বিস্তারিত জীবনী লিখলেও এ সম্পর্কে কিছু লিখেননি। মাতারী উল্লেখ করেন যে, এ ঘটনা ৫৫৭ হিজরী সালে সংঘঠিত হয়। অথচ একজন ব্যতীত কোন ঐতিহাসিকই ৫৫৭ হিজরীতে তাঁর মদীনায় যাওয়া তো দূরের কথা, কখনো হজ্জে গিয়েছিলেন বলেও উল্লেখ করেননি। কারণ খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যস্ততাতেই তার সারাটা জীবন কেটেছিল।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সম্মানিত মুহাক্কিক বলেন, এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়ার কারণ কি? সে বিষয়ে আমি বলতে চাই যে, নূরুদ্দীন যঙ্গী মদীনার চতুস্পার্শ্বকে মযবুত দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিতে চেয়েছিলেন এবং সেখানে নিজের নাম খোদাই করতে চেয়েছিলেন (যা তিনি পারেননি)। পরে ৫৭৮ হিজরীতে ক্রুসেডাররা মদীনা দখল করে রাসূল (ছাঃ)-এর লাশ উঠিয়ে ফিলিস্তীনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল (যেটা তারাও পারেনি)। বিষয়টি ইবনু জুবায়ের স্বীয় রিহলাহ-এর মধ্যে এবং মাকরেযী স্বীয় খুত্বাত্ব-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। পরে দু'টি কাহিনী মিশ্রিত হয়ে একটি কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' *(দ্রঃ ড. আলী মুহাম্মাদ ছাল্লাবী, আল-কাএদুল মুজাহিদ নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গী, পৃঃ ২৬০-২৬১)*। এছাড়া এ ঘটনার মধ্যে পুড়িয়ে হত্যা করার কথা বিবৃত হয়েছে, যা শরী'আত বিরোধী। অতএব ঘটনাটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : মানুষের উপর জিন জাতির বিভিন্ন অলৌকিক কর্মকাণ্ড যেমন উড়িয়ে নেওয়া, তার উপর আছর করা ইত্যাদি যেসব বিষয় সমাজে প্রচলিত রয়েছে, এগুলির সত্যতা কতটুকু?

-পারভেয, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : জিনদের এসব কর্মকাণ্ডের সত্যতা রয়েছে। যেমন জনৈক জিন সুলায়মান (আঃ)-এর নির্দেশে সাবা-র রাণী বিলক্বীসের সিংহাসন চোখের পলকে তাঁর দরবারে এনে হাযির করেছিল *(নামল ২৭/৩৯-৪২)*। রাসূল (ছাঃ) এক শিশুর মধ্য থেকে জিনকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'বেরিয়ে যা হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল'।

অতঃপর সে বেরিয়ে যায়। শিশুটি সাত বছর যাবৎ প্রতিদিন দু'বার করে জিন দ্বারা আক্রান্ত হ'ত *(হাকেম হা/৪২৩২; ছহীহাহ হা/৪৮৫)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা সবাই মক্কার বাইরে রাত্রিকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু এক সময় তিনি হারিয়ে গেলেন। আমরা ভয় পেলাম তাঁকে জিনে উড়িয়ে নিয়ে গেল, নাকি কেউ অপহরণ করল। আমরা চারদিকে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু না পেয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রাত কাটালাম। ...সকালে তাঁকে আমরা হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আমাদের বললেন, জিনদের একজন প্রতিনিধি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে তাদেরকে কুরআন শুনালাম'। ... *(মুসলিম হা/৪৫০)*। অতএব এগুলি অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

জিনের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করাই যথেষ্ট। এছাড়া সূরা ফাতিহা, সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাছ, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করা যায়।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : মেহেদী পাতা ব্যতীত চুল-দাড়িতে লাল কলপ বা বগলী ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-নাজমুল হক, ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গেলে মেহেদী বা অন্য কোন রং দিয়ে তা পরিবর্তন করা যাবে। তবে কালো রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শেষ যামানায় কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কবুতরের বুকের পশমের ন্যায় কালো কলপ দিয়ে চুল-দাড়ি কালো করবে। এরা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাঊদ হা/৪২১২; নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫২)*। এজন্য উত্তম রং হ'ল মেহেদী *(আবুদাঊদ হা/৪২০৫, মিশকাত হা/৪৪৫১)*। উল্লেখ্য, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা এবং শত্রুর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করার জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি 'মুনকার' বা 'যঈফ' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬২৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৭২)*।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : পুরাতন গোরস্থান কবরে ভরে গেছে। এক্ষণে সেখানে নতুনভাবে কবর দেওয়ার জন্য করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কবরস্থান ভরে গেলে এবং প্রশস্ত করা সম্ভব না হলে, এমতাবস্থায় পুরাতন কবরগুলোর লাশ মাটির সাথে মিশে গেছে বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমত হলে সেখানে নতুনভাবে কবর দেওয়ায় কোন বাধা নেই। কবর খুঁড়তে গিয়ে যদি প্রথম দিকেই মৃত ব্যক্তির হাড়-হাড্ডি পাওয়া যায়, তাহ'লে কবর খনন বন্ধ করবে। কিন্তু যদি শেষের দিকে পাওয়া যায়, তবে হাড়টিকে কবরের একপাশে রেখেই সেখানে নতুন লাশের কবর দিবে। কেননা এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা জায়েয আছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১)*। মদীনার বাক্বী'উল গারক্বাদ এবং মক্কার আল-মু'আল্লা কবরস্থানে এ নিয়মই পালিত হয়ে আসছে *(ফাতাওয়া ওয়া ইসতিশারাতুল ইসলাম ১৫/২০১)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : দাজ্জাল আসবে ক্বিয়ামতের পূর্বে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক দাজ্জালের ফেৎনা থেকে পানাহ চাওয়ার কারণ কি ছিল?

-এনামুল হক, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) নিজে সর্বদা দাজ্জালের ফিৎনা থেকে পানাহ চেয়েছেন। তিনি স্বীয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার দো'আ শিখিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৯)*। কেবল আমাদের নবীই নন বরং সকল নবীই স্ব স্ব উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন *(আবুদাঊদ হা/৪৩১৬)*। কারণ দাজ্জাল ক্বিয়ামতের পূর্বে আসলেও ক্বিয়ামত কখন ঘটবে সে ব্যাপারে কারো জানা নেই। আল্লাহ বলেন, 'ক্বিয়ামত সন্নিকটে' *(ক্বামার ৫৪/১)*। তিনি বলেন, তারা একে দূরে মনে করে। অথচ আমরা একে নিকটে মনে করি' *(মা'আরেজ ৭০/৬-৭)*। রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের ব্যাপারে সর্বদা ভীত থাকতেন বলেই দাজ্জালের ফেৎনা থেকে পানাহ চাইতেন। যেমন একদা সূর্যগ্রহণ শুরু হলে তিনি ক্বিয়ামত শুরু হয়েছে মনে করে ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে যান *(বুখারী হা/১০৫৯)*। সুতরাং আমাদেরকেও সদা সর্বদা দাজ্জালের ফেৎনা থেকে পানাহ চাইতে হবে এবং ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিবস আসন্ন বিবেচনা করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : 'বালাগাল 'উলা বি কামালিহী' দো'আটি পাঠ করা যাবে কি?

-আবুল হোসেন, রাজশাহী।

উত্তর : এটি কোন দো'আ নয়, বরং কবিতা। বাক্যটি পারস্য কবি শেখ সা'দী (৫৮৫ অথবা ৬০৬-৬৯১ হিঃ) স্বীয় গুলিস্তাঁ গ্রন্থে আরবীতে লিখিত তার অল্প সংখ্যক কবিতা সমূহের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় লিখিত কবিতার একটি অংশ। এটি দরূদ হিসাবে পাঠ করা যাবে না। কারণ এটি একটি কবিতা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ এটি শিরক মিশ্রিত। এখানে বলা হয়েছে, 'উচ্চতা তার পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে'। অথচ এটি কেবল আল্লাহ্র জন্য খাছ। তৃতীয়তঃ এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী কল্পনা করা হয়েছে। যাঁর দেহের আলোকচ্ছটায় অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে। এটি কুরআন বিরোধী আক্বীদা *(কাহফ ১৮/১১০)*। সুতরাং এটি পাঠ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, স্বয়ং কবিও এটিকে দরূদ বলেননি। বরং শেষে বলেছেন, صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ 'তোমরা তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রতি দরূদ পাঠ কর'।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফ করার পর কমিটির কোন সদস্যের সাথে মনোমালিন্যের কারণে জমিদাতা তাকে বলেন যে, আপনি এ মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বিরত না থাকলে কিয়ামত পর্যন্ত এর উপর আমার দাবী থাকবে। এক্ষণে ওয়াকফকারী কি এরূপ বলার অধিকার রাখেন? এতে কি ওয়াকফের কোন ক্ষতি হয়? উক্ত মুছল্লী এই মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জামালপুর।

উত্তর : কোন ব্যক্তি কিছু ওয়াকফ করে তা পুনরায় দাবী করতে পারে না। কেননা ওয়াকফকৃত বস্তু তার থাকে না। সুতরাং এরূপ দাবী করা সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়ার শামিল। যাকে বমি করে পুনরায় খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে *(বুখারী হা/১৪৯০, মুসলিম হা/১৬২২, মিশকাত হা/১৯৫৪)*। আর কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে না। মসজিদে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং

Contents

সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায়? *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*। এক্ষণে উক্ত জমির ওয়াকফকারী হিসাবে নিজের বড়ত্ব যাহির করে এরূপ কাজ করলে তাকে তওবা করতে হবে। নতুবা ওয়াকফের নেকী থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : বিদায়কালে 'আল্লাহ হাফেয' বলে দো'আ করা যাবে কি?

-আবুল বাশার, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যটি রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে প্রমাণিত নয়। তবে উক্ত মর্মে দো'আ হিসাবে হাদীছ পাওয়া যায়। যেমন জনৈক ছাহাবী সফরকালে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বিদায় চাইলে তিনি তার হাত ধরে বলেন, 'ফী হিফযিল্লাহ ওয়া ফী কানাফিল্লাহ'... (আল্লাহ্র হেফাযতে ও তাঁর রহমতের ছায়া তলে...) *(দারেমী হা/২৬৭১, সনদ জাইয়িদ, তাহকীক : সালীম আসাদ)*। বিদায়কালে এর চাইতে বিশুদ্ধ ও সুন্দর দো'আ সমূহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন *আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম'* (আমি আপনার বা আপনাদের দ্বীন, ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম') *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৫)*।

উল্লেখ্য যে, *ফী আমা-নিল্লা-হ* বলে বিদায় দেওয়ার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। এছাড়া অনেকে 'ভাল থাকুন' 'সুস্থ থাকুন' ইত্যাদি বলেন। এরূপ বলা যাবে না। বরং 'আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন' 'সুস্থ রাখুন' বলা যাবে। কারণ মানুষ নিজে নিজে ভাল থাকতে পারে না আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কি কি বাক্য ব্যবহার করা যায়?

-ইবরাহীম, সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 'আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' এবং সর্বনিম্ন 'আসসালামু 'আলাইকুম' বলবে। সর্বোচ্চটি বললে ত্রিশ নেকী এবং সর্বনিম্নটি বললে দশ নেকী হবে (*আবুদাঊদ হা/৫১৯৫; তিরমিযী হা/২৬৮৯*)। আর সালাম প্রদানের সময় 'ওয়া মাগফিরাতুহু' যোগ করা সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ হ'লেও *(আবুদাঊদ হা/৫১৯৬; মিশকাত হা/৪৬৪৫)* উত্তর প্রদানের সময় যোগ করার হাদীছটি 'হাসান' *(বুখারী, তারীখুল কাবীর ১/৩৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৪৯)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : জনৈক বক্তা বলেন, 'মাক্কী সূরায় মুসলমানদেরকে 'হে ঈমানদারগণ' বলা হয়নি। কিন্তু মাদানী সূরায় বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত পূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়'। একথা গ্রহণযোগ্য কি?

-দেলোয়ার, জামিরা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তার বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ মাক্কী যুগেও 'হে ঈমানদারগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে *(হজ্জ ২২/৭৭)*। উক্ত বক্তার রাজনৈতিক দর্শন সঠিক নয়। তিনি ইক্বামতে দ্বীনের অর্থ ইক্বামতে হুকূমত বা রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকে বুঝেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী মাক্কী যুগে ছাহাবায়ে কেরাম পূর্ণ মুমিন ছিলেন না এবং এসময় মা খাদীজা সহ যেসব মুসলিম মারা গেছেন, তারা পূর্ণ ঈমানের উপর মারা যাননি *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এ ধরনের আক্বীদা থেকে তওবা করা উচিত। শেষনবী (ছাঃ) সহ কোন নবীই রাষ্ট্র কায়েমের জন্য দুনিয়াতে আসেননি। বরং তাঁরা এসেছিলেন মানুষকে জান্নাতের পথ দেখাতে ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে *(ইসরা ১৭/১০৫)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : জিহাদ ও ক্বিতালের মধ্যে পার্থক্য কি?

-শহীদুল্লাহ, বোয়ালকান্দি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' অর্থ- আল্লাহ্র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো' এবং 'ক্বিতাল' অর্থ- আল্লাহ্র পথে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা'। দু'টি শব্দ অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে ক্বিতাল শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থবোধক এবং জিহাদ ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থগত ব্যাপকতার কারণে কখনো পিতা-মাতার খেদমত করাকে অন্যতম জিহাদ বলা হয়েছে, কখনো কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে জিহাদ বলা হয়েছে। অনুরূপ শাসকের নিকট হক কথা বলাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে *(আনকাবূত ৬; বুখারী হা/৫৯৭২, ৬৪৯৪; তিরমিযী, হা/১৬৭১; মিশকাত হা/৩৭০৫)*।

বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরয। তবে সেটি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনো নিরস্ত্র হবে, কখনো সশস্ত্র হবে। নিরস্ত্র জিহাদ মূলতঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত ও হক-এর উপরে দৃঢ় থাকার মাধ্যমে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ক্বিতালের জন্য অনুকূল পরিবেশ, পর্যাপ্ত সামর্থ্য, বৈধ কর্তৃপক্ষ এবং আল্লাহ্র পথে নির্দেশ দানকারী আমীরের প্রয়োজন হবে। নইলে ছবর করতে হবে এবং সম্ভবপর আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

শান্তিপূর্ণ অবস্থায় কুরআন, হাদীছ, বিজ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় ইসলামকে অন্যান্য দ্বীনের উপরে বিজয়ী করার সংগ্রামকে বলা হবে 'জিহাদ'। যাকে এযুগে 'চিন্তার যুদ্ধ' (الْغَزْوُ الْفِكْرِيُّ) বলা হয়। এই জিহাদে দৃঢ় ও আপোষহীন থাকা এবং জান-মাল ব্যয় করা নিঃসন্দেহে জান্নাত লাভের উত্তম অসীলা হবে। *(বিস্তারিত দেখুন : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : প্রবাসী স্বামীর দেশে থাকা স্ত্রীর সাথে তার শ্বশুরের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠলে বিষয়টি হাতেনাতে ধরা পড়ে। তখন পিতা ছেলের নিকটে ক্ষমা চাইলেও পরবর্তীতে একই সমস্যা একাধিক বার দেখা দেওয়ায় এক্ষণে উক্ত স্বামীর জন্য করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সঊদী আরব।

উত্তর : বর্ণনা অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়, উভয়ের সম্মতিতে এ কাজ হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হ'ল উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করা। এক্ষণে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন জারি না থাকায় তা সম্ভব নয়। অতএব এক্ষেত্রে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। নইলে স্বামী 'দাইয়ূছ' হিসাবে গণ্য হবে। যার জন্য জান্নাতকে হারাম করা হয়েছে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/১৪১)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অনুদান না দিলে চাকুরী হবে না। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-রফীকুল ফাহদ, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : অন্যের হক নষ্ট করে নিজে তা নেওয়ার জন্য ঘুষ দিলে সেটা হবে মহাপাপ। সেক্ষেত্রে ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা উভয়েই কঠিন গুনাহের ভাগিদার হবে। রাসূল (ছাঃ) ঘুষদাতা ও

ঘুষগ্রহীতার উপর লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*।

পক্ষান্তরে মযলূম ব্যক্তি যুলুম প্রতিরোধের জন্য বাধ্যগত অবস্থায় এটা করলে, সেটা তার জন্য 'মুবাহ' হবে। কিন্তু ঘুষ গ্রহীতার জন্য তা হারাম হবে। এক্ষেত্রে ঘুষগ্রহীতাই পাপের বোঝা বহন করবে। ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, যাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা হয়, তার জন্য যুলুম প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান করা 'মুবাহ'। তবে এক্ষেত্রে গ্রহণকারী হবে মহাপাপী *(মুহাল্লা ৮/১১৮ মাসআলা নং ১৬৩৮)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, গ্রহণকারীর জন্য এটি হারাম এবং দাতার জন্য যুলুম প্রতিরোধের স্বার্থে জায়েয' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২৮৬)*। তবে যতদূর সম্ভব এ ব্যতীত অন্য কোন বৈধ উপায় অবলম্বন করা তাক্বওয়াশীল মুমিনের জন্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

উল্লেখ্য যে, চাকুরীর লোভ দেখিয়ে প্রার্থীর নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ডোনেশন' আদায় করা ঘুষ আদায় করার শামিল। তাছাড়া বর্তমানে নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম হওয়া না হওয়া আর্থিক লেনদেন বা প্রভাবশালীদের চাপ সৃষ্টির উপরে অনেকটাই নির্ভরশীল। অতএব উভয় পক্ষকে সাধ্যমত তাক্বওয়া অবলম্বন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : বিভিন্ন বিদ'আতী দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেগুলিতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-রায়হান, খয়রাবাদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর ঃ বিদ'আতী দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য যেকোন প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : সূরা তওবা ৩১ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত আয়াতের অর্থ হ'ল- 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

খ্রিষ্টান ধর্মনেতা 'আদী ইবনু হাতেম যখন ইসলাম কবুল করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন, তখন তিনি তার গলায় ঝুলানো স্বর্ণের বা রৌপ্য নির্মিত ক্রুসটি ফেলে দিতে বললেন। অতঃপর উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। তখন 'আদী বললেন, 'আমরা তো তাদের ইবাদত করি না'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তারা কি সেই সব বস্তু হারাম করে না যা আল্লাহ হালাল করেছেন, অতঃপর তোমরাও তা হারাম কর? আর তারা কি ঐসব বস্তু হালাল করে না যা আল্লাহ হারাম করেছেন। অতঃপর তোমরাও তা হালাল কর? আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল *(তিরমিযী হা/৩০৯৫, ছহীহাহ হা/৩২৯৩)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তারা তাদেরকে সিজদা করার আদেশ দিত না। বরং তাদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার আদেশ দিত এবং তারা তাদের সে আদেশ পালন করত। সেকারণে আল্লাহ তাদেরকে 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন' *(তাফসীর ত্বাবারী হা/১৬৬৪১)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী কে ছিলেন? জনৈক বক্তা বলেন, ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাকে কাফের ঘোষণা করেছিলেন। এ কথার সত্যতা আছে কি?

-ফরহাদ, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর ঃ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ওমর ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) ৫৪৪ হিজরী সনে ইরানের রায় শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬০৬ হিজরী সনে আফগানিস্তানে মারা যান। তিনি আশ'আরী আক্বীদায় বিশ্বাসী একজন উঁচুদরের আলেম, মুফাসসির ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত তাফসীর 'তাফসীরে কাবীর'-এর প্রণেতা। তবে তাঁর রচিত 'আস-সিররুল মাকতূম ফিস সিহ্‌রে ওয়া মুখাতাবাতুন-নুজূম' নামক গ্রন্থে তিনি নক্ষত্র ও মূর্তিপূজাকে সমর্থন করে বই লিখেন। এর পক্ষে প্রমাণ সমূহ উপস্থাপন করেন। সেকারণ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রাঃ) বলেন, 'এটি মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য মতে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শামিল (وَهَذِهِ رِدَّةٌ عَنْ الْإِسْلَامِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ)। যদিও কখনো কেউ তওবা করে ইসলামের দিকে ফিরে আসে' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৫৫)*।

তবে শেষ জীবনে তিনি পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত হন এবং তওবা করে সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত পথে ফিরে আসেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১৩/৫৫; ইবনুল ক্বাইয়িম, ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ৩/১১৬৬)*। ইমাম যাহাবী বলেন, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি প্রশংসিত পথের উপর মৃত্যুবরণ করেন *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২১/৫০০)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : সরকারী খাস জমিতে আম গাছ লাগিয়ে তার ফল খাওয়া বা বিক্রয় করে উপকৃত হওয়া যাবে কি?

-মোশাররফ হোসাইন, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : সরকারী খাস জমি অবহেলায় অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকলে তাতে গাছ বা ফসল লাগিয়ে উপকৃত হওয়ায় কোন বাধা নেই। এক্ষেত্রে প্রথমে যিনি শুরু করবেন, তিনিই এর হকদার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে, যার কোন মালিকানা নেই। তবে সেই তার অধিক হকদার *(বুখারী হা/২৩৩৫, মিশকাত হা/২৯৯১)*। তবে সরকার বাধা দিলে বা কোন কাজে লাগাতে চাইলে তা ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : বিবাহের মোহর নির্ধারণ হয়েছে অনেক বেশী। যা আমার সামর্থ্যের বাইরে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-রাশেদুল ইসলাম, সফিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : এমতাবস্থায় বিষয়টি স্ত্রীর নিকটে পেশ করবে। স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে কিছু ছাড় দেয়, সেক্ষেত্রে স্বামীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৪)*। বস্তুতঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণ মোহরানা ধার্য করা এবং পরে স্ত্রীর কাছে মাফ চাওয়া ধোঁকার শামিল। কারণ

Contents

মোহর আদায় না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে স্ত্রীর নিকটে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : নারীদের জন্য আয়াতুল কুরসী লিখিত স্বর্ণের লকেট ব্যবহার করা যাবে কি?

-তামীমা, ছাতিহাটি, টাঙ্গাইল।

উত্তর : যাবে না। এটা একদিকে আল্লাহ্র বাণীর প্রতি অসম্মান। অন্যদিকে ইহূদী-খৃষ্টানদের অনুসরণ। যারা ক্রুস বা অনুরূপ কিছু ঝুলিয়ে রেখে সম্মান প্রদর্শন করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। এছাড়া তাবীযের উপর ভ্রান্ত বিশ্বাসের ন্যায় কোরআনের আয়াত লিখিত এরূপ লকেট ব্যবহার করাও হারাম। কেননা সে ভাববে, কুরআনের আয়াত লিখিত 'লকেট' ঝুলানো থাকলে সে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। এরূপ আক্বীদা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে তার দায়-দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হবে' অর্থাৎ আল্লাহ তার কোন দায়িত্ব নিবেন না' *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : আযানের পূর্বে দরূদে ইবরাহীমী পড়া যাবে কি?

-শো'আইব, চাঁদগাঁও, চট্টগ্রাম।

উত্তর : আযানের পূর্বে দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করার ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা নেই। সুতরাং তা বিদ'আত। রাসূল (ছা) বলেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করল, 'যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০)*। এছাড়া আযানের পূর্বে ও পরে আরো কিছু দো'আ পাঠ করা হয় যেগুলিও বিদ'আত *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৭৯)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কি দো'আ পাঠ করা যায়?

-কাওছার আলম, জবাই, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বেশী বেশী আল্লাহর যিকির, দো'আ এবং তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। একদা সূর্যগ্রহণ শুরু হলে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামত শুরু হয়েছে মনে করে ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর সূর্যগ্রহণের দীর্ঘ ছালাত আদায়ের পর বললেন, আল্লাহ তা'আলা এরূপ বিপদ-মুছীবত দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। অতএব তোমরা যখন এর সম্মুখীন হবে, তখন ভীত অবস্থায় যিকির, দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত হও *(বুখারী হা/১০৫৯)*। এছাড়া তওবা-ইস্তেগফার সহ দো'আ ইউনুস পাঠ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : অনেক বক্তা গানের সূরে ওয়ায করে থাকেন। এটা কি জায়েয?

-হাসান, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

উত্তর : গানের সূরে বক্তব্য দেয়া ঠিক নয়। বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে মানুষকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা ও জাহান্নাম থেকে ভয় দেখানো। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মানুষকে ডাক তোমাদের প্রভুর রাস্তায় প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে'... *(নাহল ১৬/১২৫)*। রাসূল (ছাঃ) যখন জুম'আর খুৎবা দিতেন, তখন তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেত। তাঁর কণ্ঠ উঁচু হ'ত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত। যেন তিনি সেনাবাহিনীকে কোন নির্দেশ দিচ্ছেন' *(মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/১৪০৭)*। সূর দিয়ে বক্তব্য দিলে মানুষ সূর শুনবে। কিন্তু কোন উপদেশ গ্রহণ করবে না। অবশ্য কুরআনের আয়াতসমূহ সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরেলা কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেনা, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুখারী হা/৭৫২৭, মিশকাত হা/২১৯৪)*। সাবধান থাকতে হবে বক্তৃতার উদ্দেশ্য যেন দুনিয়া উপার্জন না হয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না এমন একদল লোক বের হবে যারা তাদের যবান দিয়ে খাবে, যেমন গাভী তার জিহ্বা দিয়ে খায়' *(আহমাদ হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/৪৭৯৯)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন মুছল্লীরা কি তার জবাব দিবে?

-আল-আমীন, বালিয়াডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : মুক্তাদীদেরকে তার জবাব দিতে হবে না। বরং মুক্তাদীরা তাই বলবে, ইমাম যা বলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। উল্লেখ্য যে, ইমামের সালামের জবাব প্রদান সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৫৮)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : খালেছ তওবা দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হয় কি? যেনা, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে হদের শাস্তি গ্রহণ করা তওবা কবুল হওয়ার জন্য শর্ত কি? অমুসলিম বা ইসলামী বিধান জারি নেই সেসব দেশে এ শাস্তি গ্রহণ করার উপায় কি?

-আব্দুল্লাহ আল-ছায়েম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : খালেছ তওবা দ্বারা কবীরা গুনাহ মাফ হবে ইনশাআল্লাহ। কেননা আল্লাহ শিরক ব্যতীত বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। আল্লাহ বলেন, অন্যত্র আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট খালেছ অন্তরে তওবা কর। অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত *(তাহরীম ৬৬/৮)*। হদের বিধান জারি রয়েছে এরূপ দেশে হদের শাস্তি গ্রহণ করলে সেটাই তার পাপের কাফফারা হবে। যদি হদ জারি না হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তার পাপ গোপন রাখেন, তাহ'লে তিনি তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, শাস্তিও দিতে পারেন' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : বিউটি পার্লার করে বিবাহের সাজগোজ, ফেসিয়াল ও হেয়ার ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি শরী'আতসম্মত কাজগুলি করা যাবে কি? এছাড়া শরী'আতসম্মত উপায়ে বিউটি পার্লার পরিচালনার উপায় কি?

-নাছের আহমেদ, ঢাকা।

উত্তর : নারী-পুরুষ প্রত্যেকে তার আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্য নিজেই বৃদ্ধি করতে পারে। এর জন্য আলাদাভাবে কোন ব্যবসায়িক দোকান খোলার প্রয়োজন নেই। বিউটি পার্লারে অসুন্দরকে সুন্দর করার মাধ্যমে প্রতারণা করা হয়। তাছাড়া

বহু অনৈতিক কাজের পথ খুলে যায়। এর মধ্যে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী। অতএব এসব ব্যবসা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। দেহে বা চুলে কোন অসুখ থাকলে তার জন্য চিকিৎসা নিতে হবে। বিউটি পার্লারের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : মাথা মাসাহ করার পদ্ধতি কি? মাথা একবার না তিনবার মাসাহ করা যরূরী?

-আব্দুর রহমান, ফরিদপুর।

উত্তর : মাথার সম্মুখ থেকে পিছনে নিয়ে সেখান থেকে পুনরায় সামনে এনে একবার মাসাহ করাই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত সুন্নাত। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে মাথা মাসাহের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আংগুলগুলি মাথার সম্মুখ হ'তে পিছনে ও পিছন হ'তে সম্মুখে বুলিয়ে একবার পুরো মাথা মাসাহ করবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৫; আবুদাঊদ হা/১১৮, মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৩-৯৪)*। তবে তিনবার মাসাহ করা বিষয়ে ওছমান (রাঃ) থেকে একটি আমল পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ হা/১০৭, ১১০)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : হাদিয়া ও ঘুষ এবং মুনাফা ও সূদের মধ্যে পার্থক্য কি?

-আব্দুল্লাহ, নাযিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তর : 'হাদিয়া' হ'ল কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই কাউকে কোন কিছু প্রদান করা। এটি শরী'আতে বৈধ *(বুখারী হা/২৫৭৬)*। রাসূল (ছাঃ) ভালোবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে পরস্পরকে হাদিয়া দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(আদাবুল মুফরাদ, ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*। আর অন্যায়ভাবে কিছু পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু প্রদান করাকে 'ঘুষ' বলে। এটি হারাম *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫০৭৬; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের লা'নত *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩)*।

'মুনাফা' হ'ল হালাল ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত লভ্যাংশ। এটি শরী'আতে বৈধ। কিন্তু অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত মুনাফা অবৈধ বা হারাম *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৩৮, সনদ ছহীহ)*। 'সূদ' হ'ল একই জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা, যা হারাম *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; মুসলিম হা/১৫৯৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক ঋণ যা লাভ নিয়ে আসে, সেটাই সূদ' *(ইরওয়া হা/১৩৯৭)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : প্রচলিত আছে যে, আরশের নীচে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম লেখা ছিল। আদম (আঃ) ঐ নামের অসীলায় ক্ষমা পেয়েছিলেন। এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

-মাহফূয, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত মর্মের বর্ণনাটি জাল। ইমাম যাহাবী, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু হাজার, আলবানী সকলেই এ ব্যাপারে একমত *(হাকেম হা/৪২২৮, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : সমকামিতা কিরূপ গোনাহের কাজ? এর শাস্তি কি?

-সাজিদুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : সমকামিতা একটি ঘৃণ্য অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ। এই পাপের কারণেই বর্তমান পৃথিবী এইডস-এর মত মরণ ব্যধিতে ভরে গেছে। এটাই আল্লাহ্র গযব। এ অপরাধের কারণে বিগত যুগে আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন *(আ'রাফ ৭/৮০-৮৪; হিজর ১৫/৭২-৭৬)*। এর শাস্তি হ'ল সমকামীদের উভয়কে হত্যা করা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যাকে লূৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত পুরুষে পুরুষে অপকর্ম করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা কর *(তিরমিযী হা/১৪৫৬; আবুদাঊদ হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৩৫৭৫)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতের ন্যায় অপকর্মকারীদের প্রতি লা'নত করেছেন, তিনি একথাটি তিনবার বললেন *(আহমাদ হা/২৯১৫; ছহীহাহ হা/৩৪৬২)*। তবে এ শাস্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের *(কুরতুবী)*। না করলে সরকার গোনাহগার হবে।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : অসুখের কারণে ১৭ বছর বয়সে ব্যাপকভাবে চুল পাকতে শুরু করেছে। এক্ষণে এরূপ চুলে কালো খেযাব ব্যবহার করা যাবে কি?

-এমদাদুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় যে কোন বৈধ চিকিৎসা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কালো খেযাব ব্যবহার করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/২১০২, নাসাঈ হা/৫০৭৫, মিশকাত হা/২৪৭০, ৪৪২৪, ৪৪৫২)*। আর অকালপক্বতা ও বার্ধক্য লুকানোর জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা মর্মে যে আছারগুলি বর্ণিত হয়েছে, তা মুনকার বা যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৭২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : জনৈক নারীর সাথে জনৈক পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল। এক্ষণে উক্ত নারীর মেয়েকে সে বিবাহ করতে পারবে কি?

-আব্দুর রহমান, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর: কাজটি অত্যন্ত গর্হিত হলেও উক্ত নারীকে বিবাহ করতে বাধা নেই। কারণ কোন হারাম সম্পর্ক কোন হালাল সম্পর্ক স্থাপনে বাধা হতে পারে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যেনা বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম করে না' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৮৮১, ৬/২৮৭ পৃঃ)*। এছাড়া শরী'আতে যে ১৪জন নারীকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে *(নিসা ৪/২৩)*, উক্ত নারী তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : কোন অমুসলিম ছাত্রকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-লুৎফর হাসান সাগর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*
** [লুৎফর রহমান নাম রাখুন]*

উত্তর : ধর্মের ব্যাপারে ক্ষতি বা ফিৎনার আশংকা না থাকলে স্বাভাবিক বন্ধুত্বে কোন দোষ নেই। আল্লাহ বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না... *(মুমতাহিনাহ ৬০/৮)*। তবে তাকে সর্বদা ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে কাযী অফিসের মাধ্যমে একত্রে ৩ তালাকের মাধ্যমে ছাড়াছাড়ির ৮ মাস পর তারা পুনরায় একত্রিত হতে পারবে কি?

Contents

-ফীরোয, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। কেননা এক মজলিসে তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে। আবদু ইয়াযীদ তার স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দেন। পরবর্তীতে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি উত্তরে বলেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ওটা এক তালাক হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও' *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/২৩৮৭; আওনুল মা'বূদ ৬/২৭৯; যাদুল মা'আদ ৫/২২৯; সনদ হাসান)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত *(মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯)*। অতএব আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : জামা'আত অবস্থায় রুকূ থেকে উঠে কওমা ও দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ সরবে না নীরবে পাঠ করতে হবে?

-বায়েযীদ হোসাইন, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত দো'আগুলি অনুচ্চস্বরে পাঠ করা উত্তম। আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫, ৫৫; ইসরা ১৭/১১০)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : চাকুরী শেষে ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষককে যে উপঢৌকন প্রদান করা হয়, তা নেওয়া জায়েয হবে কি?

-আব্দুল কুদ্দুস, ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা।

উত্তর : নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। কারণ এর মাধ্যমে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদিয়া গ্রহণ করতেন ও অন্যকে প্রদান করতেন' *(বুখারী হা/১৭৩৪)*। তিনি বলেন, 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও ও মহব্বত বৃদ্ধি কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : গোসল বা ওযূ করা হয় এরূপ পুকুরের পানিতে পেশাব করা যাবে কি?

-হাসান মুন্তাছির, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : পানির ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশ এই যে, বদ্ধ পানিতে পেশাব করা যাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪)*। এমনকি বদ্ধ পানিতে ফরয গোসলও করা যাবে না *(মুসলিম হা/২৮৩)*। তবে এই নিষেধাজ্ঞা হারামের পর্যায়ে যাবে, যখন পানি কম হবে। আর বেশী হলে তা মাকরূহ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি পানি দুই কুল্লা হয়, তাহ'লে তা অপবিত্র হয় না' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৭৭ 'পানি' অনুচ্ছেদ)*। অতএব যদি বদ্ধ পানি দুই কুল্লা অর্থাৎ ২২৭ কেজি বা তার বেশী হয়, তাহ'লে তা অপবিত্র হবে না। যদি কম হয়, তাহ'লে নাপাকী পড়ার কারণে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। এক্ষণে পানির পরিমাণ কম হৌক বা বেশী হৌক, যদি তার স্বাদ, গন্ধ ও রং তিনটি গুণের যেকোন একটির পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে তা অপবিত্র বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, 'রং, স্বাদ ও গন্ধ বিনষ্ট হওয়ার কারণে পানি অপবিত্র হয়ে যায়' মর্মে ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীছটির (হা/৫২১) সনদ 'যঈফ' হ'লেও মর্মগতভাবে ছহীহ। ইবনুল মুনযির বলেন, এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে' *(বিস্তারিত দ্রঃ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, বুলূগুল মারাম হা/৪-৫ 'পানি' অনুচ্ছেদ)*। অতএব বদ্ধ পানি কম হৌক বা বেশী হৌক তাতে পেশাব করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : ঈসা (আঃ) কি বর্তমানে জীবিত? ক্বিয়ামতের কতদিন পূর্বে তিনি আসবেন এবং কি কি কাজ করবেন?

-আতীক মৃধা, ইসলামপুর, ঢাকা।

উত্তর : ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় আসমানে জীবিত আছেন *(আলে ইমরান ৩/৫৫, নিসা ৪/১৫৭; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২)*। তিনি দামেশকের পূর্বপ্রান্তের শ্বেত মিনার হ'তে হলুদ বর্ণের দু'টি পোষাক পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার পাখায় ভর করে অবতরণ করবেন।... অতঃপর তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের 'লুদ্দ' দরজার নিকটে 'দাজ্জাল'কে হত্যা করবেন।... অতঃপর আল্লাহ 'ইয়াজূজ-মা'জূজ'কে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেকে উঁচু জায়গা থেকে বের হয়ে দ্রুত বেগে নীচে চলে আসবে *(আম্বিয়া ২১/৯৬)*।... তারা সামনে যাকে পাবে, তাকেই হত্যা করবে।... তখন ঈসা ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণ আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবেন। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ হতে গযব অবতীর্ণ হয়ে 'ইয়াজূজ-মা'জূজ' সব ধ্বংস হয়ে যাবে।...

ঈসা (আঃ) ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী পৃথিবীতে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। জিযিয়া বিলুপ্ত করবেন (কারণ তখন সবাই মুসলমান হবে (*নিসা ৪/১৫৯*)। সে সময় সম্পদের এমন প্রাচুর্য হবে যে, তা নেবার মত লোক পাওয়া যাবে না'... *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মানুষের মন থেকে কৃপণতা, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে'।... তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে ইমাম মাহদী ইমাম হবেন এবং ঈসা হবেন মুক্তাদী। এটি হবে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রদত্ত বিশেষ সম্মান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৬-০৭)*। মাহদী রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর হবেন' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫৩)*। তিনি সাত বছর দুনিয়ায় অবস্থান করবেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৪)*। ঈসা (আঃ)ও দুনিয়াতে সাত বছর অবস্থান করবেন' *(মুসলিম হা/২৯৪৩)*। ঊর্ধ্বারোহনের পূর্বের ৩৩ বছর এবং দুনিয়ায় অবতরণের পরের ৭ বছর মিলে তাঁর বয়স হবে মোট ৪০ বছর। তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার ছালাত আদায় করবে *(আবুদাঊদ শরহ 'আউনুল মা'বূদ সহ হা/৪৩২৪, ছহীহাহ হা/২১৮২)*। এ সময় মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবে। হঠাৎ একদিন স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হবে। তাতে সকল ঈমানদার মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। কেবল পাপী লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। যারা গাধার ন্যায় পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হবে। অতঃপর তাদের উপরেই ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।